শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ মাঘ ১৪২৭ | ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২
১৬ পৃষ্ঠা | ১০ টাকা

www.samakal.com

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন আজ

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সবাই পাচ্ছেন পাকা ঘর

■ সমকাল প্রতিবেদক

ছিন্নমূল জীবনের অবসান হতে যাচ্ছে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের। স্থায়ী ঠিকানা পেতে চলেছে এইসব ভূমি ও গৃহহীন পরিবার। পরিবারপ্রতি দুই শতক জমি ও পাকা বাড়ির মালিকানা পাবেন গৃহহীনরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনের মাধ্যমে তাদের হাতে বসতবাড়ির মালিকানা তুলে দেবেন।

'দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে জমিসহ পাকাবাড়ি পাচ্ছেন দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো। গৃহহীনদের জন্য নির্মিত বাড়িগুলোতে দুটি করে থাকার ঘর, একটি করে টয়লেট, রান্নাঘর ও বারান্দা রয়েছে। সব বাড়ি একই নকশায় তৈরি করা হয়েছে। এতে থাকছে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। এছাড়া বাড়ি বরাদ্দপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ ও ঋণসুবিধাও চালু করবে সরকার। 'ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা-২০২০' অনুযায়ী সারাদেশে আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারকে বসতবাড়ি ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৭

'পরিচয় দিয়েছেন, আশ্রয়ও দিলেন শেখ হাসিনা'

■ **অমরেশ রায়,** *কুড়িগ্রাম থেকে*

'ওপরে আল্লাহর রহম, নিচে শেখ হাসিনার দয়া। তাই নতুন বাংলাদেশে (সাবেক দাসিয়ারছড়া) ভালো আছি। শেখ হাসিনাই পরিচয় দিয়েছেন, আশ্রয়ও দিলেন।' বলছিলেন ৬২ বছরের আলীফ উদ্দিন। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সাবেক ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার মানুষ তিনি। ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ের সময় দাসিয়ারছড়ায় থেকে গিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ভারতের নয়– বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এই মাটিতে আমৃত্যু থেকে যেতে যান। এভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিটমহল বিনিময় চুক্তির বদৌলতে নাগরিক পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

এ ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর আলীফ উদ্দিন আপন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ফলে। ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কামালপুরে (সাবেক দাসিয়ারছড়া) আরও ১৩ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পাশাপাশি আলীফ উদ্দিনকেও সুদৃশ্য গৃহ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

শুধু আলীফ উদ্দিনই নন, ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবার আজ শনিবার পাচ্ছে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। মুজিববর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৯ লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম ধাপের এই পরিবারগুলোকে জমি ও ঘর তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জমি ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে তিন হাজার ৭১৫ পরিবারকে পুনর্বাসনও করা হবে। অর্থাৎ, এই ধাপে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে একক গৃহ এবং ব্যারাকে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম। বিশ্বের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আশ্রায়ণ প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

সাবেক দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে স্থাপিত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নতুন নিবাসে সপরিবারে ঠাঁই মিলেছে আলীফ উদ্দিন ছাড়াও আবদুস সালাম (৬৫), আক্তার আলী (৫২) এবং স্বামী পরিত্যক্ত মুক্তা বেগমের (২৫)। এ চারজনই জন্মভিটা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে চাননি। শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সুদৃশ্য গৃহ পেয়ে তারা খুবই উচ্ছ্বসিত। অভিন্ন ভাষায় তারা বললেন, নতুন বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে শেখ হাসিনার জন্য শতকোটি দোয়া করছেন তারা। এই কুড়িগ্রাম জেলারই ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

মুজিববর্ষের উপহার পেয়ে আপ্লুত তারা

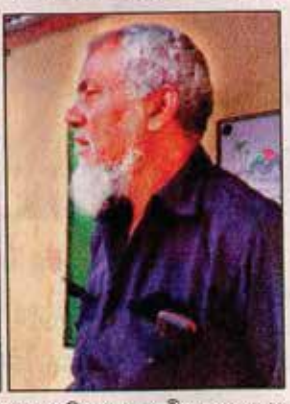

প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘর পেয়েছেন কুড়িগ্রামের গৃহহীন দেলু বেগম (বাঁয়ে) ও আলীফ উদ্দিন ■ সমকাল

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসকদের করা তালিকা অনুযায়ী, দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১। জমি আছে কিন্তু ঘর নেই– এমন পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে দুই শতক সরকারি খাসজমিতে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস এ কার্যক্রমকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পুনর্বাসন কার্যক্রম বলে দাবি করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার ঘোষিত চলমান মুজিববর্ষে সারাদেশের ৬৪টি জেলার তৃণমূল পর্যায়ে তালিকা করে ছিন্নমূল ও নুহু পরিবারকে এ ধরনের বিশেষ ঘর দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মাহবুব হোসেন সমকালকে বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই বরাদ্দ করা হবে আরও এক লাখ ঘর। এ জন্য দুটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। একটি তালিকা করা হয়েছে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের। এ তালিকায় রয়েছে দুই লাখ ৯৩ হাজার ৬১টি পরিবার। দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছে জমি আছে কিন্তু ঘর নেই অথবা জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে এমন পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবার।

গত বছরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা অনুযায়ী শুরু হয় সারাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে গৃহহীন-ভূমিহীনদের তালিকা তৈরি করে বাড়ি নির্মাণের মহাযজ্ঞ। চলতি বছরের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘোষিত মুজিববর্ষের মধ্যেই এসব ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করতে চায় সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেছেন, সম্পূর্ণ সরকারি খরচে এত বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে জমির মালিকানাসহ পাকাবাড়ি নির্মাণ করে একটি স্থায়ী ঠিকানা দেওয়ার এমন নজির বিশ্বের আর কোথাও নেই। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে মুজিববর্ষে বিশ্বে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার এ উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

শনিবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১০ টাকা

ঢাকা ২৩ জানুয়ারি ২০২১ | ৯ মাঘ ১৪২৭ | ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২১ | সংখ্যা ৩৪৪

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

৭০ হাজার পরিবারকে ঘর হস্তান্তর আজ

যুগান্তর প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আজ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির দিন। দিনটিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৭০ হাজার পরিবার পাকা বাড়ি পাচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অসহায় ভূমিহীন এবং গৃহহীন ৯ লাখ পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সুবিধাভোগীদের চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস। আনন্দ হিল্লোল বইছে মুজিব গ্রামগুলোতে।

টানা এক যুগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দরিদ্রমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা। তার দূরদর্শী নেতৃত্বেই গ্রামীণ অবকাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তিচুক্তি, সমুদ্র বিজয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে। দেশে চলমান

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

● মুজিববর্ষে স্বপ্নের ঠিকানায় ভূমিহীনরা ▸▸ পৃষ্ঠা ১৪

● ছিটমহলবাসীকে এবার আপন ঠিকানা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ▸▸ পৃষ্ঠা ৩

৭০ হাজার পরিবারকে ঘর হস্তান্তর আজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এমন উন্নয়নের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন—'মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে।' প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পর ছিন্নমূল ও দুস্থ ভূমিহীন-গৃহহীনদের আধপাকা টিনশেড ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সারা দেশে প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে তালিকায় থাকা এসব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর করে দিচ্ছে সরকার। ইতোমধ্যে ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্প গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একই সঙ্গে একক গৃহ ও ব্যারাকে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২৪ হাজার ৫৩৮টি পরিবারের জন্য মোট বরাদ্দ ৪১৯ দশমিক ৬০ কোটি টাকা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫৯ দশমিক ৮২ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গুচ্ছগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে সিভিআরপি প্রকল্পের আওতায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ৫২ দশমিক ৪১ কোটি টাকা। অতিরিক্ত পরিবহন বাবদ বরাদ্দ (প্রতিটি ঘরের জন্য ৪ হাজার টাকা) মোট ২৬ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। এছাড়া সব উপজেলায় জ্বালানি বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। মোট ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের ঘরের জন্য বরাদ্দ ১১৬৮ দশমিক ৭১ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প একক গৃহনির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একক গৃহনির্মাণ করা হচ্ছে।

১৯৯৭ সাল থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা ২ হাজার ১৭২টি। নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৪টি। ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬৮টি। জমি আছে কিন্তু ঘর তৈরির সামর্থ্য নেই এমন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৪ পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ৫৮০টি। ২৩ বছরে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি। এর আগে মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত পাঁচতলাবিশিষ্ট ২০টি বহুতল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি করে ফ্ল্যাট উপহার দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পাঁচতলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪ হাজার ৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে।

ছিটমহলবাসীকে এবার আপন ঠিকানা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

হাসিবুল হাসান, *কুড়িগ্রাম থেকে*

ছিটমহল সমস্যা সমাধানের মধ্যদিয়ে মিলেছিল পরিচয়। তবে এতদিন ছিল না নিজের কোনো জায়গা-জমি। অন্যের জমিতে ঘর তুলে ছিলেন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষের জীবন বদলে ফেলার নতুন স্বপ্ন দেখানোর মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে তাদের সেই অনিশ্চিত জীবনের শেষ হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প এবার তাদের দিয়েছে নিজের জায়গা ও ঘর। আগের দাশিয়ার ছড়া ছিটমহলের আলিফ উদ্দিনের নতুন ঠিকানা এখন ফুলবাড়ী উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পে। সেখানে নতুন ঘর পেয়েছেন তিনি। স্ত্রী রোকেয়া খাতুন এবং এক ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে এবার অনেকটা নিশ্চিত জীবনের যাত্রা শুরুর স্বপ্ন দুই চোখে আলিফ উদ্দিন বলেন, আল্লাহর রহমত আর শেখ হাসিনার দোয়ায় নতুন বাংলাদেশে ভালো আছি। পরিচয় দিয়েছেন শেখ হাসিনা, ঠিকানাও দিয়েছেন তিনি।

আলিফ উদ্দিনের মতো আরেকজন আব্দুস সালাম। তিনি নতুন বাংলাদেশের নাগরিক হয়েছেন। স্ত্রী নাজমা বেগমকে নিয়ে শেখ হাসিনার দেওয়া নতুন ঘরে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনিও। তার সঙ্গে আরও রয়েছেন স্বামী পরিত্যক্তা মুক্তা বেগম এবং আক্তার আলী আর জহুরা বেগম দম্পতি। অনেকটা একই সুরে তারা নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন, আগে অনেক

■ পৃষ্ঠা ৬ : কলাম ২

মুজিববর্ষে স্বপ্নের ঠিকানায় ভূমিহীন

'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'

ভূমিহীনদের ঘর দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী

—সংসদ সদস্য মাসুদ

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি

ফেনী-৩ (সোনাগাজী-দাগনভূঞা) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য লে. জেনারেল অব. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, মুজিববর্ষে এতগুলো গৃহ ও ভূমিহীনদের ঘর প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর রাষ্ট্রনায়করাও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। শুক্রবার বিকালে আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার স্লোগানকে সামনে রেখে ফেনীর সোনাগাজীতে ক-শ্রেণির ১৫টি গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের কাছে চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অজিত দেবের সভাপতিত্বে ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নাসির উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন, উপজেলা আ.লীগের সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক, পৌর মেয়র অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম খোকন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জাকির হোসেন প্রমুখ।

আজ **শনিবার**
১২ পৃষ্ঠা
অনুশীলন, সারাদেশ ও বিনোদন প্রতিদিনসহ
মূল্য ১০.০০ টাকা
THE DAILY ITTEFAQ
www.ittefaq.com.bd
www.clickittefaq.com

রেজি-ডিএ ৮৪
৬৮তম বর্ষ
৩১৩তম সংখ্যা
৯ মাঘ ১৪২৭
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি
২৩ জানুয়ারি ২০২১

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

৭০ হাজার ভূমিহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে

'মুজিববর্ষের উপহার' প্রধানমন্ত্রী আজ হস্তান্তর করবেন

■ বিশেষ প্রতিনিধি

মুজিববর্ষে সরকারের ঘোষণার আওতায় প্রথম ধাপে আজ ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' এটিই হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার। প্রধানমন্ত্রী আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২টি উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন। এর মধ্যে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন। এছাড়া ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করে তাদের ঘর করে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় মাসেরও কম সময়ে এ প্রকল্প আজ বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরো প্রায় ১ লাখ

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

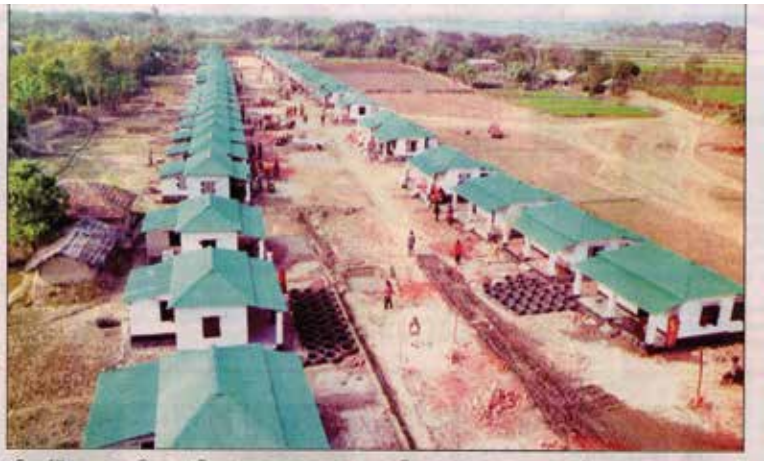

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সরকারিভাবে গৃহহীনদের জন্য প্রস্তুত ঘর। গতকাল সাতক্ষীরা সদর উপজেলা থেকে তোলা ছবি —শামসুল হায়দার বাদশা

৭০ হাজার ভূমিহীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৮টি ঘর। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

ভূমিহীন-গৃহহীনদের যে ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি লম্বা বারান্দা। এই ঘরের নকশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পছন্দ করেছেন। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেওয়া হচ্ছে। যদি জমি ও ঘরের মূল্য হিসাব করা হয়, তাহলে একেক পরিবার প্রায় ১০ লাখ টাকার সম্পদ পাচ্ছে। মালিকানার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামেই জমি নিবন্ধন করা হয়েছে। নিবন্ধনের যে দলিল তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামই থাকছে।

শনিবার। ৯ মাঘ ১৪২৭

আজ ১৬ পৃষ্ঠা

আসছিক গড়ে পুড়িয়ে মস্ত

কালের কণ্ঠ

নৈতিকতার অভাবে অর্থনৈতিক সংকট ১০

আরেক মেহেদীই ফেরালেন পুরনো মিরাজকে ১৩

ঢাকা । ২৩ জানুয়ারি ২০২১ । ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ । বর্ষ ১২ । সংখ্যা ১৪ নগর সংস্করণ দাম ১০ টাকা kalerkantho Thek

প্রধানমন্ত্রীর অনন্য নজির

আজ 'স্বপ্ননীড়ে' পা রাখছে ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার

বাহরাম খান, সাতক্ষীরা থেকে ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। আজ শনিবার সরকার সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি অসহায় পরিবারকে আধাপাকা ঘর ও জমি দিচ্ছে। সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই ঐতিহাসিক কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী চার জেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে 'স্বপ্ননীড়', কোথাও নামকরণ হচ্ছে 'শতনীড়', আবার কোথাও 'মুজিব ভিলেজ'।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।'

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এই উপহারের ঘর কেমন হচ্ছে। যারা ঘর ও জমি পাচ্ছে, তাদের অনুভূতি কেমন, তা জানতে কালের কণ্ঠ'র এই প্রতিবেদক নারায়ণগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও খুলনার একাধিক উপকারভোগীর সঙ্গে সরেজমিনে কথা বলেছেন।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামের আটটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে। এই তালিকার একজন জন্ম প্রতিবন্ধী শহিদুল গাজী পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। রাস্তার মোড়ে ঝালমুড়ি বিক্রি করেন। স্ত্রী মর্জিনা ও আট বছর বয়সী ছেলে তানভীরকে নিয়ে থাকেন একটি ভাঙা ঘরে, তা-ও অন্যের জমিতে। গতকাল শুক্রবার তাঁর সঙ্গে কথা হয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রস্তুত হওয়া ঘরের সামনে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি

▶▶ পৃষ্ঠা ১১ ক. ৬

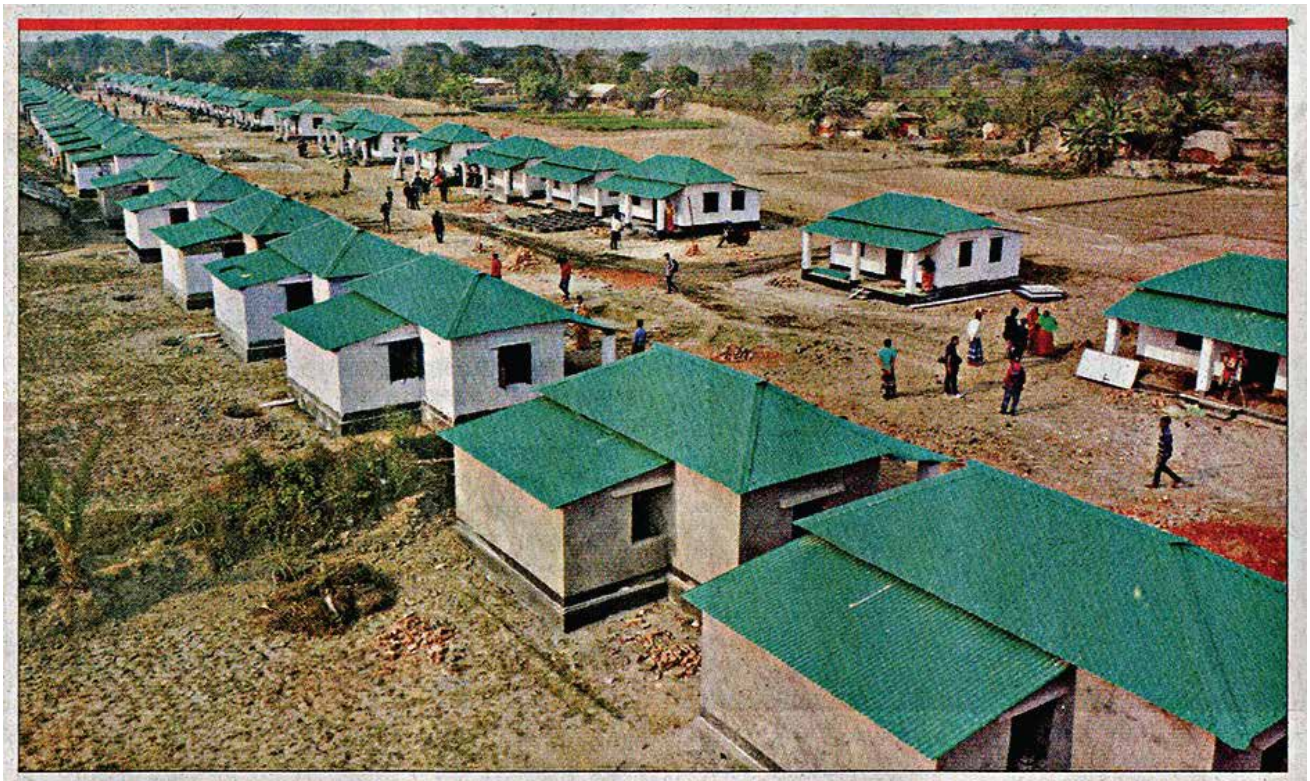

রঙিন টিনের আধাপাকা এই ঘরগুলো আজ হস্তান্তর করা হবে গৃহহীনদের কাছে। ছবিটি সাতক্ষীরা সদরের। ছবি : শেখ হাসান

আজ 'স্বপ্ননীড়ে' পা রাখছে ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'কী আর বলব, জীবনে এমন একটা ঘরে থাকব, ভাবতেও পারিনি। যখন স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে আবেদন করতে বলল, আবেদন করছি; কিন্তু ঘর পাব বিশ্বাস করিনি। ভাবছি টাকা-পয়সা ছাড়া ঘর দেবে? আমি টাকা দেব কোত্থেকে?'

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দেশের অনেক এলাকায় এসব ঘর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করতে গিয়েছি। যাঁরা ঘর পাচ্ছেন তাঁদের মুখে যে তৃপ্তির ছাপ দেখেছি, তা আর কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব না। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে।'

নীলফামারী জেলায় ৬৩৭টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আছে সদর উপজেলায় ৯৯, সৈয়দপুরে ৩৪, ডোমারে ৩৮, ডিমলায় ১৮৫, জলঢাকায় ১৪১ ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ১৪০টি পরিবার। বসতভিটার জন্য উপকারভোগীদের মধ্যে ১২.৭৪ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ডোমারের কেতকিবাড়ী ইউনিয়নের তেতুলতলা প্রধানপাড়া গ্রামের দিনমজুর আইনুল হকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন বলছিলেন, 'হাজার শুকরিয়া। পাকা বাড়িত থাকির পারিম সেইটা আছিল হামার স্বপন। প্রধানমন্ত্রীর দয়ায় সেই স্বপন মোর পুরণ হইল।'

সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়নে খাসজমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৩৪টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

যশোরের মণিরামপুরে ২৬২টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে আজ ১৯৯টি ঘর হস্তান্তর করা হবে।

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার ৩৫টি পরিবার প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছে। এর মধ্যে সোনামুখী ইউনিয়নের তিনটি, চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের ৯, মাইজবাড়ী ইউনিয়নের ১৪, গান্ধাইল ইউনিয়নের পাঁচ ও কাজিপুর সদর ইউনিয়নের চারটি পরিবার রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলায় আজ ২০টি পরিবারকে ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে 'মুজিববর্ষের উপহার' এই ঘর দেওয়া হবে।

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ছয় ইউনিয়নে ৪৩০টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। বয়স্কদের ৪৪টি, দিনমজুর ২৩৫টি, মুক্তিযোদ্ধা তিন, বিধবা ৩০, প্রতিবন্ধী ১২, ভিক্ষুক ২৭, ক্ষুদ্রজাতির ৭৮ ও তৃতীয় লিঙ্গের একটি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ২১টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৫টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ২০০ পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে সদর ইউনিয়নে ৩১টি, জয়মনিরহাটে ৯, আন্ধারিঝাড়ে তিন, পাইকেরছড়ায় ২১, বলদিয়ায় ২৩, চরভুরুঙ্গামারীতে ১৫, শিলখুড়িতে ২৬, পাথরডুবীতে চার, তিলাইয়ে ১৮ ও বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নে ৫০টি ঘর তৈরি করা হয়েছে।

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় ১০৪টি পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৩০টি ঘর প্রস্তুত হয়েছে। আজ এগুলোর চাবি উপকারভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আরো ২০টি ঘরের কাজ চলছে।

নাটোরের বড়াইগ্রামে ১৬০টি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া ঘর তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। আজ হস্তান্তর করা হবে।

শরীয়তপুরের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ছয় উপজেলায় ৬৯৯টি ঘর তৈরি করা হয়েছে। সদরে ৫০টি, নড়িয়ায় ১২১, জাজিরায় ৫৪, ডামুড্যায় ৬৬, ভেদরগঞ্জে ৩৬০ ও গোসাইরহাট উপজেলায় ৪৮টি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ডামুড্যার পূর্ব ডামুড্যা এলাকায় বিলের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুই সারিতে ২২টি ঘর। সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

[প্রতিবেদনটি তৈরির জন্য তথ্য দিয়েছেন নীলফামারী, সৈয়দপুর, মণিরামপুর, কাজিপুর, রূপগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, মুরাদনগর, ভুরুঙ্গামারী, বিয়ানীবাজার, বড়াইগ্রাম ও ডামুড্যা প্রতিনিধি]

শনিবার
৯ মাঘ ১৪২৭
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২
২৩ জানুয়ারি ২০২১
রেজিস্টার্ড নং ডিএ-৬২
৭০ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭০ বছর

সংবাদ

www.thesangbad.net

গৃহহীন মানুষের নতুন ঠিকানা আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধন আজ

৯ লাখ পরিবার পাচ্ছে বাড়ি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভিটেমাটিহীন মানুষের নতুন ঠিকানা হবে আশ্রয়ণ প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী আজ সারাদেশে প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারকে দুই শতক জমিসহ সওয়া হাজার বাড়ি উপহার হিসেবে (বিনামূল্যে) প্রদান করবে সরকার। উপকারভোগী হবেন অনন্ত সাড়ে তিন লাখ মানুষ। সরকারের খাস জমির উপর প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। দুই শয্যা বিশিষ্ট এসব বাড়িতে একটি লম্বা বারান্দা, রান্নাঘর ও টয়লেট রয়েছে। সামনে আছে এক চিলতে উঠান। বিদ্যুৎ সংযোগ, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মুজিববর্ষে বাংলাদেশে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রীর এমন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সব ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালা অনুযায়ী, জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ এবং যার জমি আছে কিন্তু ঘর নাই এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। এসব পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে দেয়া হবে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি বাড়ি।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের প্রত্যেককে ২ শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ২১ জেলার ৩৬ উপজেলার ৪৪টি প্রকল্পে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকাল

নতুন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

উপার্জনহীন আলাল মিয়ার এখন মুখভরা হাসি

গৃহহীন-ভূমিহীন হতে যাচ্ছেন আধাপাকা ঘরের মালিক

- স্বপ্ন এত দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে কল্পনায়ও ছিল না
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য আজ তাদের ঠিকানা হয়েছে

ফয়েজ আহমেদ তুষার

'ফেন খাই, পানি খাই, অহন মাথা গোজনের ঠাঁই তো অইছে। অহন আর দুঃখ নাই। আগে পরের বাড়ি থাকতাম। ভাঙা ঘর, কত কষ্ট করছি।' কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার শোভারামপুরের আশ্রয়ণ প্রকল্পে দুইশতক জমিসহ একটি টিনশেড ঘর বরাদ্দ পেয়ে আবেগ ঝরা কণ্ঠে কথাগুলো বললেন আলাল মিয়া। মুখে তৃপ্তির হাসি।

পঞ্চাশোর্ধ্ব ক্ষীণদেহী হতদরিদ্র আলাল মিয়ার একটি হাত অকেজো হয়ে গেছে এক দশক আগের এক দুর্ঘটনায়। এখন আর সংসারের জন্য উপার্জন করতে পারেন না। তার স্ত্রী অনুফা জানালেন, স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হয়েছে। ধারদেনা করে, সাহায্য তুলে, অনেক চেষ্টার পরও হাতটা আর ঠিক হয়নি। বারো বছর বয়সী একমাত্র ছেলে তানভীরকে পেটের দায়ে কাজে দিতে হয়েছে। একটা যাত্রীবাহী ট্রলারে (ইঞ্জিন চালিত বড় নৌকা) হেল্পারের কাজ করে সে। মাস শেষে যা পায় তাই দিয়ে টেনেটুনে চলে সংসার।

মুখভরা হাসি আলাল মিয়ার। জানালেন, পূর্বপুরুষের ভিটা একই উপজেলার পাটুলি গ্রামে। পৈতৃক সূত্রে ঘরবাড়ি, জমিজমা পাননি। এখন ছেলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয়েছে। বললেন, 'নামাজ পড়ে অন্তর থেকে দোয়া করি শেখ হাসিনার (প্রধানমন্ত্রী) জন্য। সবার জন্য দোয়া করি।'

স্বাধীন দেশে এসব নাগরিক, যারা ছিলেন গৃহহীন, ভূমিহীন, হতে যাচ্ছেন আধাপাকা ঘরের মালিক। অতিসাধারণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো হয়তো স্বপ্ন দেখেছে, একদিন তাদেরও ছোট্ট একটা ঘর হবে। তবে সেই স্বপ্ন এতো দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে, তা অনেকের কল্পনায়ও ছিল না।

মুজিববর্ষে বাংলাদেশে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- এমন অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই অংশ হিসেবে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারের প্রত্যেককে দুই শতক খাস জমির মালিকানাসহ একটি করে ঘর উপহার হিসেবে দেয়া হবে। সে প্রকল্পের একটি ঘর পাচ্ছেন আলাল মিয়া।

সরেজমিন দেখা গেছে, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর অধীনে বাজিতপুরে নির্মাণ করা হয়েছে ২৫টি ঘর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে এ ঘরগুলো পাচ্ছেন পঁচিশটি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার। ইট সিমেন্টের শক্ত কাঠামো। অফহোয়াইট রঙের দেয়াল। উপরে নীল রংয়ের টিনের ছাউনি। প্রতিটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে দুই শতক জমির ওপর। নির্মাণে ব্যয় হয়েছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। ভূমিহীনদের ঘরের পাশাপাশি দুই শতক জমির মালিকানাও দেয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের কয়েকটি বাড়িতে প্রবেশ করে দেখা গেছে, দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘরের সঙ্গে রয়েছে একটি লম্বা বারান্দা। পেছনদিকে একটি রান্নাঘর। রয়েছে গোসলখানা ও একটি পায়খানা। প্রত্যেক বাড়িতে দেয়া হচ্ছে আর্সেনিকমুক্ত একটি টিউবওয়েল। দেয়া হচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ। দুটো বাড়ির মাঝখানে প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের ৯ নম্বর ঘরে আলাল মিয়া ছাড়াও কথা হয় আরও অনেকের সঙ্গে। সবার চোখে আনন্দের ছটা। মুখে তৃপ্তির হাসি।

এগারো নম্বর ঘরটি পাচ্ছেন নূরেসা বেগম। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভিটেমাটিহীন স্বামী দুই মেয়ে আর স্ত্রীকে ফেলে অনেকদিন আগে কোথায় যেন চলে গেছে। পরে জানা গেছে, সে আরেকটা বিয়ে করেছে। দীর্ঘদিন পরিবারের কোন খোঁজ নেয়নি। নূরেসা পাটুলিতে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিতা। বাড়ি বাড়ি কাজ করে অনেক কষ্টে সংসার চালিয়েছেন। বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন ধারদেনা করে। ছোট মেয়ে শিপার বয়স ১৫। সে বাবাকে দেখেনি অনেক দিন। তবে মন বেশি খারাপ লাগে মায়ের কষ্ট দেখে। পঞ্চম শ্রেণীর পর আর স্কুলে

মুখভরা : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

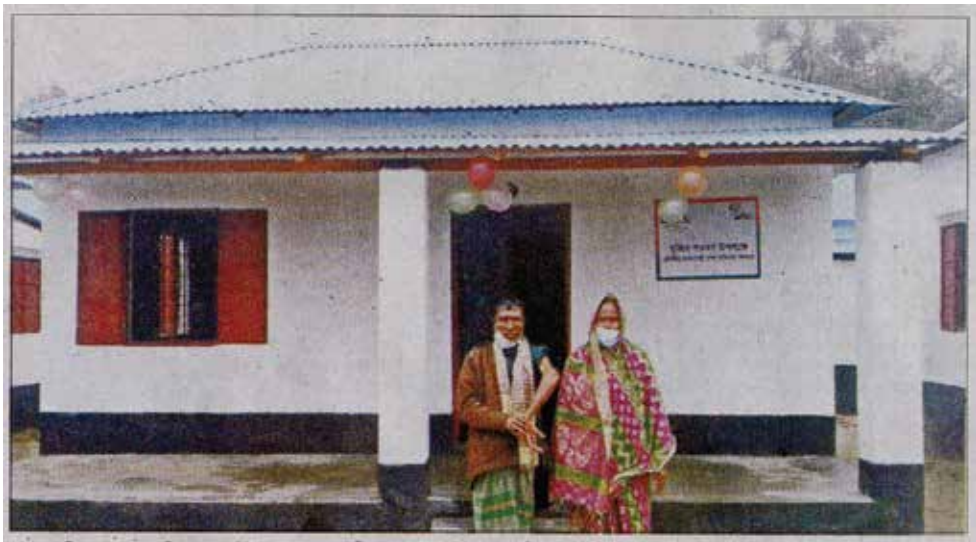

কিশোরগঞ্জ : মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার গৃহ পেয়ে গৃহহীন আলাল মিয়া ও তার স্ত্রী ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন —সংবাদ

মুখভরা : হাসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাওয়া হয়নি। মা পরের বাড়ি কাজ করে আর মেয়ে সংসার সামলায়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমিসহ ঘর পেয়ে অনেকটাই চিন্তামুক্ত নূরেসা বেগম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করে বললেন, 'আল্লাহ যেন তারে অনেক দিন বাঁচায়ে রাখে।' জানালেন, মেয়েকে মানুষের বাড়ি কাজ করতে দিতে চান না। একটা ভালো ঘরে, ভালো একটা ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তার আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। যতদিন পারবেন নিজেই কাজ করে সংসার চালাবেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রাজ কিশোর। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি নিয়ে সাত নম্বর ঘরে উঠবেন। জানালেন তার কষ্টের জীবনের কথা। তবে এখন তারা সব ভুলে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চান।

বৃদ্ধা সারজান খাতুন। বয়স ৭০ পেরিয়ে গেছে। স্বামীহীন ভিটেমাটিহীন এই প্রৌঢ়া রমণীর ঠাঁই হচ্ছে ২৪ নম্বর ঘরে। একটা ছেলে ইটখলায় কাজ করে সংসার চালায়।

দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বপ্না আক্তার আর পারভেজ মিয়ার ছোট্ট সংসার। তারা উঠবেন ২৩ নম্বর ঘরে। জানালেন, দীঘিরপার ভূইহাটি গ্রামে এক সময় পৈতৃক নিবাস থাকলেও অভাব অনটনে বাবার আমালেই ভিটেমাটি বিক্রি করতে হয়েছে। মাথা গোজার ঠাঁই ছিল না। এখন একটা ঠিকানা হবে।

এখানে যারা জমিসহ ঘর পাচ্ছেন সবার একই কথা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই আজ তাদের ঠিকানা হয়েছে। যতদিন বাঁচবেন অন্তর থেকে তার জন্য দোয়া করে যাবেন।

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম সংবাদকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে তারা শুধু জমিসহ ঘরই পাচ্ছেন না। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশও রয়েছে। উপকারভোগী এসব মানুষদের সামর্থ্য অনুযায়ী, নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য লোন দেয়ার ব্যবস্থাও করা হবে।

নতুন : ঠিকানা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাড়ে ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনের মাধ্যমে সারাদেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে এই ঘরগুলো তুলে দিবেন।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ একসঙ্গে এতগুলো গৃহহীনের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দৃষ্টান্ত বিশ্বের কোন দেশে নেই।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য যারা ভূমিহীন-গৃহহীন; তাদের আশ্রয় দেয়ার উদ্যোগ নেন। প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে একটি প্রকল্প চালু করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার ৫৮টি ভূমিহীন গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব কেএম শাখাওয়াত মুন জানান, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই আরও ১ লাখ গৃহের বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে দেশের সব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

দেশের কোন এলাকায় কতগুলো ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেতে যাচ্ছে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তা নিয়ে বিভিন্ন জেলায় সংবাদ ব্রিফিং করে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৬৬৭ গৃহহীন পরিবার নতুন ঘর পাচ্ছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলায় ৬১৯টি পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : জেলার ৯টি উপজেলায় মোট এক হাজার ৯১টি পরিবারকে দুইশতক খাস জমিসহ বাড়ি হস্তান্তর করা হবে।

দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৩ হাজার ২২টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার বাড়ি পাবেন। সাতক্ষীরা জেলার ১ হাজার ১৪৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে।

খুলনা জেলার ৯টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৯২২টি পরিবারকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট নবনির্মিত ঘরসহ জমি প্রদান করা হবে।

নোয়াখালী জেলায় ঘর পাচ্ছে ৮৫৫টি গৃহহীন পরিবার।

বগুড়া জেলায় ১২টি উপজেলায় ১৭০২টি পরিবার ১ হাজার ৪৫২টি ঘর পচ্ছে।

নেত্রকোনা জেলার ১০টি উপজেলায় মোট ১০ হাজার ৩০টি পরিবারকে ঘর প্রদান করা হবে।

কুমিল্লা জেলায় ৩৫৯ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ৩৫৯টি নবনির্মিত ঘর হস্তান্তর করা হবে।

গাজীপুর জেলায় প্রথম পর্যায়ে ২১০টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৫টি ঘর দেয়া হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম জেলায় দেড় হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ জমিসহ নতুন ঘর পাচ্ছেন।

শেরপুরে জেলায় ১ হাজার ৩৩৩ জন ভূমি ও গৃহহীন পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার সরকারি ঘর।

শরীয়তপুর জেলায় ৬৯৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

পিরোজপুর জেলায় ১ হাজার ১৭৫টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

ঠাকুরগাঁও ৫টি উপজেলায় ৭৯২টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় ৪ হাজার ১৭৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে ঘর দিচ্ছে সরকার।

ঝালকাঠি জেলার ৪৭৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে।

গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭৮৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বসতবাড়ি পাচ্ছে।

নীলফামারী জেলায় ঘর উপহার পাচ্ছেন ৬৩৭টি গৃহহীন পরিবার।

মেহেরপুর জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৮টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে।

বান্দরবান জেলায় প্রথম পর্যায়ে ৩৩৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হবে।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচটি উপজেলায় ১৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার নতুন বাড়ি পাচ্ছে।

নড়াইল জেলায় ৩২৫টি বাড়ি দেয়া হবে। নাটোর জেলায় ৫৫৮টি সেমিপাকা গৃহ দেয়া হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার ২০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত হচ্ছে আধা পাকা ঘর স্বপ্ননীড়। উপজেলার চরআলগী ইউনিয়নে ১৬টি, সালটিয়া ইউনিয়নে ১৩টি, রাওনা ইউনিয়নে ১টি, গফরগাঁও ইউনিয়নে ৭টি, দত্তেরবাজার ইউনিয়নে ৪৮টি, পাঁচবাগ ইউনিয়নে ৫২টি, টাংগাব ইউনিয়নে ১৮টি, লংগাইর ইউনিয়নে ১৩টি, পাইথল ইউনিয়নে ১৬টি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. তাজুল ইসলাম জানান।

বাগেরহাট জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য ৪১৫টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

পঞ্চগড় : জেলার ৪৩টি ইউনিয়নে ১ হাজার ৫৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বাড়ি।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
সংখ্যা ২২৬ বছর ১৫ রেজি নং-১২৯৩ ঢাকা শনিবার জানুয়ারি ২৩, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ : মাঘ ৯, ১৪২৭ বাংলাব্দ : ৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি ১৬ পৃষ্ঠা ৮ টাকা www.jaijaidinbd.com

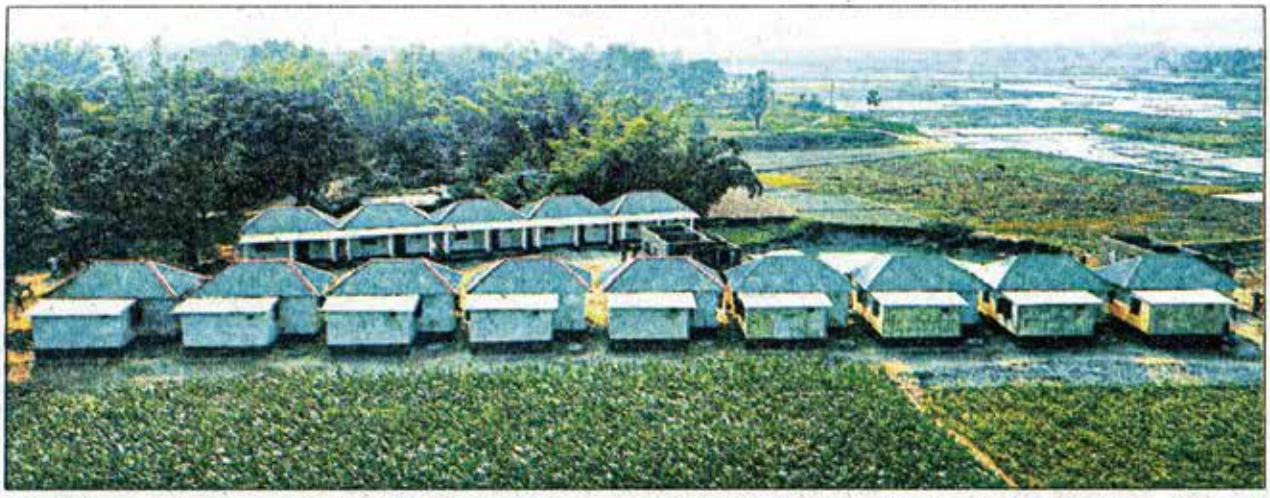

আজ শনিবার ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বড়েশ্বরী তলা 'সোনালী স্বপ্নালয়ে' নির্মিত ঘরগুলোর ছবি শুক্রবার তোলা -স্টার মেইল

ভূমি ও গৃহহীন পরিবার কল্পনার স্বপ্ন ছুঁতে যাচ্ছেন আজ

দেশের ভূমি ও গৃহহীন পরিবারগুলো নিজেদের কল্পনার স্বপ্ন ছুঁতে যাচ্ছেন আজ। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার হিসেবে মাথা গোঁজার ঠাঁই ঘর পাচ্ছেন সারাদেশের মোট ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমি ও গৃহহীন পরিবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। এ উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ভূমিহীনদের মাঝে নতুন গৃহ প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বপ্ন বাস্তবেরূপ পেতে যাওয়ায় ভূমি-গৃহহীনদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। আমাদের আঞ্চলিক স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে -

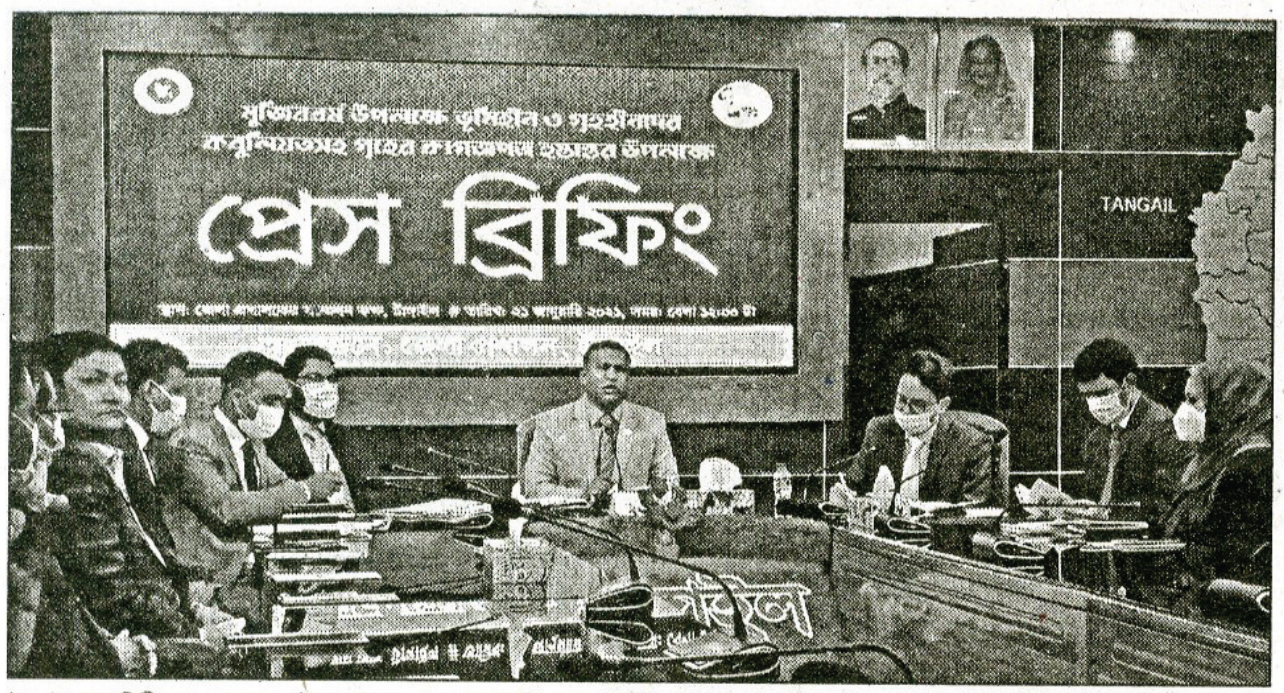

টাঙ্গাইলে ভূমিহীনদের ঘরের কাগজপত্র হস্তান্তরে আয়োজিত প্রেসব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক ড. আতাউল গণি -যায়যায়দি

বগুড়ায় সাড়ে ১৪শ' গৃহ ও ভূমিহীন বাড়ি পাচ্ছে

বগুড়া : মুজিববর্ষ উপলক্ষে বগুড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকার মতো বগুড়ায়ও সাড়ে ১৪ শ' গৃহহীন ও ভূমিহীন বাড়ি পাচ্ছেন আজ। এ উপলক্ষে বগুড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক জিয়াউল হক প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি জানান, উপজেলা পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহহীনদের মধ্যে দু'শতক জমিসহ এই ঘর বুঝে দেওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ। মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না- প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনায় ভূমি ও গৃহহীনদের জন্য বগুড়ার দুর্যোগসহনীয় ঘর নির্মাণ প্রায় শেষ হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেন।

তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পে বগুড়ায় ১৪৫২টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও একই সময় বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে আলাদাভাবে চর এলাকায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০টি ব্যারাকে আরও ১২০টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। সবমিলিয়ে বগুড়ায় ১ হাজার ৭০২টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে- বগুড়ায় নির্ধারিত ঘর নির্মাণ বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয় ২৪ কোটি ৮২ লাখ ৯২ হাজার টাকা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৫ সদস্যের উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নির্ধারিত সরকারী খাসজমিতে এই গৃহ নির্মাণ করছে। বগুড়ার ১২টি উপজেলায় 'ক' শ্রেণি অর্থাৎ যাদের ভূমি ও গৃহ কোনোটাই নেই এমন পরিবারের জন্যই গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। উপজেলাভিত্তিক বগুড়া সদরে ২৫০টি, সারিয়াকান্দিতে ১০৭, সোনাতলায় ১২৫, শিবগঞ্জে ১৮০, আদমদীঘিতে ১০০, দুপচাঁচিয়ায় ১৩৩, কাহালুতে ৭৭, নন্দীগ্রামে ১৫৬, শেরপুরে ১৬৩, ধুনটে ১০১, গাবতলিতে ৪৫ ও শাজাহানপুরে ১৫টি।

গোয়ালন্দে নতুন ঘর পাচ্ছে ৪৩০ পরিবার

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) : মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪৩০ 'ভূমি ও গৃহহীন অর্থাৎ 'ক' শ্রেণির পরিবার পাচ্ছেন নিজেদের ঘর। এসব ঘর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব ঘর তুলে দেবেন।

উপজেলার পশ্চিম উজানচর নবু ওছিমদ্দিন পাড়ার বাকপ্রতিবন্ধী রোজিনা খাতুন (৩০) পাচ্ছেন আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর। এতদিন হতদরিদ্র স্বামী শাকিল শেখের সঙ্গে থাকেন দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের জরাজীর্ণ ঘরে। নিজেদের ঘর বা জমি বলতে তাদের কিছুই নেই। এই হতদরিদ্র দম্পতি সেমিপাকা একটি ঘর পাচ্ছেন। সঙ্গে পাচ্ছেন ২ শতাংশের একখণ্ড জমিও।

শুধু এরাই নন, তাদের মতো এমন ঘর ও জমি পাচ্ছেন উপজেলার মোট ৪৩০ হতদরিদ্র পরিবার। ৭ কোটি ৩৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এসব ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ৪৩০টি ঘরের মধ্যে উপজেলার নদী ভাঙনকবলিত দৌলতদিয়া ইউনিয়নে ১৭০টি এবং দেবগ্রাম ইউনিয়নে ১০০টি ঘর বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া উজানচর ইউনিয়নে ৮৭টি এবং ছোটভাকলা ইউনিয়নে ৭৩টি ঘর নির্মিত হচ্ছে।

নির্মাণকাজ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-৬ (উপসচিব) শামীম হোসেন, রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগমসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

গৌরীপুরে ১০২ দুস্থ পাচ্ছেন পাকাঘর

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দুস্থ অসহায় ১০২টি পরিবার পাচ্ছেন পাকাঘর। বৃহস্পতিবার এসব নির্মাণাধীন পাকা ঘর পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হাসান এনডিসি। ঘর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তাতকুড়া গ্রামের আব্দুল হেলিমের স্ত্রী সুমি আক্তার। চুড়ালী গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের স্ত্রী সাহারা খাতুন দু'হাত তুলে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান মোফাজ্জল হোসেন খান, ইউএনও হাসান মারুফ, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব মহিনুল হাসান, অ্যাসিল্যান্ড আবিদুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সোহেল রানা পাপ্পু, ভৌহাখলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহীদুল হক সরকার, গৌরীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এসিল্যান্ড আবিদুর রহমান জানান, উপজেলা সিধলা ইউনিয়নে ৭ জন, মইলাকান্দা ৫ জন, গৌরীপুর ১৫ জন, ভৌহাখলা ৪ জন, রামগোপালপুর ৪ জন, ভাংনামারী ৩০ জন, বোকাইনগর ৩ জন, অচিন্তপুর ৮ জন, সহনাটী ৮ জন ও মাওহা ইউনিয়নের ১৪ জন দুস্থ গৃহহীন মানুষ পাকাঘর পাচ্ছে।

ঘর পেয়ে আবেগাপ্লুত বকশীগঞ্জের ১৪২ জন

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) : 'জীবনে কল্পনাও করি নাই , বিল্ডিং ঘরো থাহার সুযোগ পামু , শেখের বেটি হাসিনা এই আশা পুরা করছে, বিল্ডিং ঘরে থাকমু এডের চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হবো' -এভাবেই বলছিলেন ভূমি ও গৃহহীন আবদুল আওয়াল। যাটোর্ধ্ব আওয়াল জামালপুরের বকশীগঞ্জের ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের লাউচাপড়া ডুমুরতলা এলাকায় রাস্তার ওপর একটি ঝুপড়িতে পরিবার নিয়ে রাত কাটাতেন। আওয়ালের ৫ সদস্যের পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন ও রাস্তার ওপর থাকার খবর জানতে পেয়ে ছুটে যান বকশীগঞ্জ ইউএনও মুন মুন জাহান লিজা। তার এমন দুরবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

সেই আওয়াল ও তার পরিবারের ঠাঁই হয়েছে লাউচাপড়া এলাকায় সরকারি ঘরগুলোতে। শুধু আউয়ালই নয় ১৪২টি পরিবারের চিত্র একই। যারা দিন আনে দিন খায়, এমনকি ভাঙা ঘর, ঝুপড়িতে, অন্যের বাড়িতে থাকতেন তারাই এখন স্বপ্নের নীড়ে থাকার জায়গা পেয়েছেন। এসব ঘর পাওয়া ভূমিহীন পরিবারের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, এটা আমাদের জন্য কল্পনার চেয়েও অনেক বড় পাওয়া।

মাথাগোঁজার ঠাঁই পেয়েছেন উপজেলার ১৪২ পরিবার। উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউএনও মুন মুন জাহান লিজা। জেলা প্রশাসকের নির্দেশনায় প্রতিনিয়ত কাজের মান তদারকি করেন ইউএনও নিজেই।

সিরাজগঞ্জে স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে ৭৯৬ গৃহহীনের

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত হয়েছে ৭৯৬টি ঘর। আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে গৃহহীনদের মধ্যে ১ম পর্যায়ে গৃহ হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের ৯টি উপজেলায় ৭৯৬টি ঘর তৈরি হওয়ায় পরিবারগুলোর মুখে হাসি ফুটেছে। উন্মুখ হয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে পরিবারগুলো।

সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলে থাকা সরকারি খাসজমি উদ্ধার করে সেখানে ঘর নির্মাণের কাজ করা হয়েছে।

নির্মাণাধীন ঘরগুলো সার্বিকভাবে তদারকি করছেন স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসি ল্যান্ড ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তারা।

জেলা প্রশাসক অফিস সূত্রে জানা যায়, সদর উপজেলায় ২০৭টি, কাজিপুরে ৩৫টি, উল্লাপাড়ায় ৪২টি, রায়গঞ্জে ১০০টি, বেলকুচিতে ৪০টি, শাহজাদপুরে ১৫০টি, কামারখন্দে ৬০টি, তাড়াশে ১৫২টি ও চৌহালীতে ১০টি গৃহহীন পরিবারের মধ্যে এই ঘরগুলো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

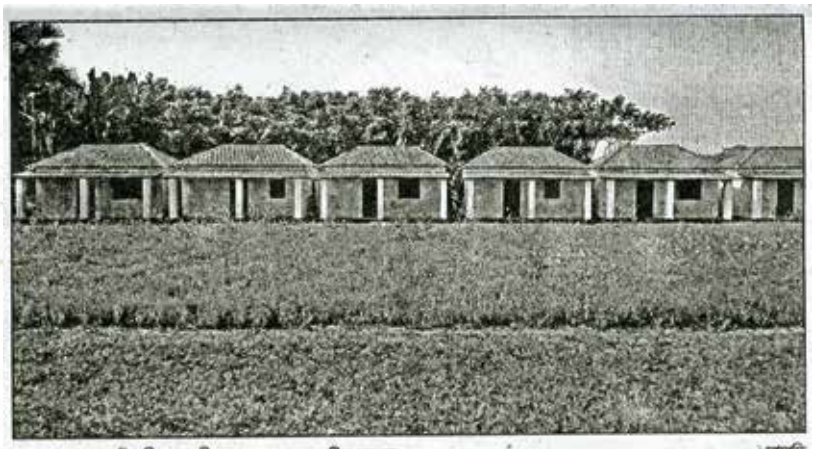

কাশিয়ানীর ২০০ পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : সারাদেশের ন্যায় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় ভূমি ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত হয়েছে গৃহ। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে ২ শতক জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করবেন। তারই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে শনিবার কাশিয়ানীর ২০০ গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রথীন্দ্র নাথ রায় ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মিরান হোসেন জানিয়েছেন, উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের মধ্যে মহেশপুর ইউনিয়নের বাঐখোলা ২০টি, মাহমুদপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর ও মাহমুদপুরে ৪টি, কাশিয়ানী ইউনিয়নের পোনা ও জঙ্গলমুকুন্দপুর ৫২টি, রাতইল ইউনিয়নের পরানপুর ও পারকরফা ৪০টি, ফুকরা ইউনিয়নের তারাইল ৪১টি, ওড়াকান্দি ইউনিয়নের খাগড়াবাড়িয়া ৮টি, নিজামকান্দি ইউনিয়ন ফলসী ও তালতলা ৩৩টি ঘর গৃহহীনদের বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছে।

পত্নীতলায় বাড়ি পাচ্ছে ১১৪ পরিবার

পত্নীতলা (নওগাঁ) : মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে নওগাঁর পত্নীতলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদানকৃত ১১৪ জন 'ক' শ্রেণির ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছেন বসতবাড়ি। দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় গৃহহীনদের এসব বসতবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পরিচালনায় নির্মাণকাজ শেষ হওয়া বাড়িগুলো আজ আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আবু শোয়াব খান জানান, সদর উপজেলায় ১টি, বিষ্টপুর ৫টি, রাউতারা ৩০টি, কানুরা ২২টি, পুইয়া ১১টি, পাহাড়কাটা ১৩টি, চকগবিন্দ ১৫টি, বাকরইল ১২টি, নির্মইল ৩টি, চক আত্তারাম ২টিসহ মোট ১১৪টি পরিবারকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিটন সরকার জানান, জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও নওগাঁ-২ আসনের সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান সরকার বাবলুর দিকসহ ১১৪ পরিবারকে বাড়িগুলো দেওয়া হবে।

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গৃহহীনদের জন্য প্রস্তুত দৃষ্টিনন্দন ঘর -যাযাদি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘর -যাযাদি

মাদারীপুরের ১৪৬ পরিবারে খুশির বন্যা

মাদারীপুর : মাদারীপুরে চার উপজেলায় ভূমি ও গৃহহীনরা পাচ্ছেন নতুন ১৬৪টি ঘর। প্রত্যেক পরিবার পাবে জমিসহ বাসযোগ্য একটি করে সেমিপাকা ঘর। আজ শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘর প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন ঘর পেয়ে এসব পরিবারে বয়ে যাচ্ছে খুশির বন্যা।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে জানান জেলা প্রশাসক। শুক্রবার বিকালে সদর উপজেলার পেয়ারপুর এলাকায় নবনির্মিত ঘর ও কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে যান সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ওবাইদুর রহমান খান।

সংবাদ সম্মেলনে জানা গেছে, জেলায় প্রথম ধাপে ৯৮৮ ঘর বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ তথ্য তুলে ধরেন জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন। বরাদ্দ ঘরের মধ্যে ১৪৬টির নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে শিবচর উপজেলায় ৫৮, সদর উপজেলায় ২৫, কালকিনি উপজেলায় ৩৫ এবং রাজৈর উজেলায় ২৮ ঘর হস্তান্তর করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন বলেন, 'শনিবার চারটি উপজেলায় ১৪৬টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকবেন।'

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সানজিদা ইয়াছমিনের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপপরিচালক, (উপসচিব) স্থানীয় সরকার বিভাগ আজহারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) খায়রুল আলম সুমন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা প্রমথ রঞ্জন ঘটক, মাদারীপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহজাহান খান ও সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর কবির প্রমুখ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার | বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩০১ ■ ঢাকা ■ ৯ মাঘ ১৪২৭ ■ ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ■ ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা ■ দ্বিতীয় সংস্করণ | ২৩ জানুয়ারি ২০২১

WALTON Smart Fridge
ঘণ্টায় ঘণ্টায়

ঝুপড়ি থেকে পাকা ঘর

আজ ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে ঘর হস্তান্তর

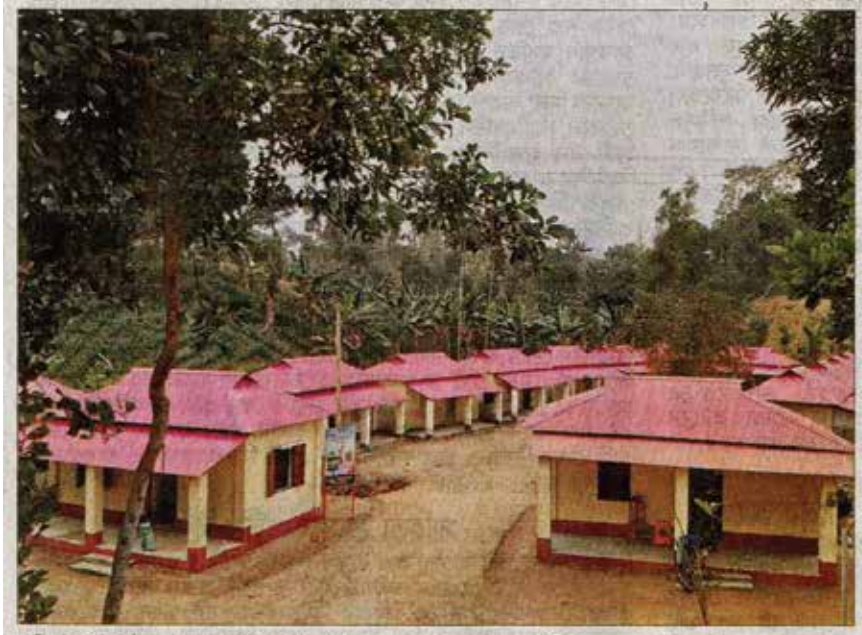

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ এসব পাকা বাড়ি দুস্থদের হস্তান্তর করবেন

রফিকুল ইসলাম রনি

বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের রাজাপুরের বাসিন্দা বিধবা কদমবানু (৬০) রাস্তার পাশে সরকারি জমিতে পলিথিনের ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করতেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উপহারের পাকা বাড়িতে উঠবেন আজ। সরকারি খাসজমি বরাদ্দ দিয়ে সেখানে আধাপাকা বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে তাকে। তার আনন্দের যেন সীমা নেই। তিনি সাংবাদিকদের বললেন, 'মজুরি খেটে ঠিকমতো জীবনই চলে না। জমি কেনা আর বাড়ি বানানোর টাকা পামু কই। এ ঘর না পেলে বাকি জীবন হয়তো ঝুপড়িতে কাটাতে হতো।' কদমবানুর মতো এখানকার আরেক নারী মিনারা খাতুন। ২০০৭-০৮ সালের দিকে তার স্বামীকে জলদস্যুরা হত্যা করে। মিনারা খাতুন স্বামীপরিত্যক্তা মেয়েকে নিয়ে সরকারি জমিতে জরাজীর্ণ ঝুপড়িতে থাকেন। তিনি ও তার মেয়েও পেয়েছেন মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উপহারের পাকা বাড়ি। শরণখোলার কদমবানু, মিনারা খাতুনের মতো রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার যামিনী বালার মুখে হাসির এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ঝুপড়ি থেকে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ঝিলিক ফুটেছে। যামিনী বালা বললেন, 'সারাটা জীবন শীতের সময় কাঁচা ঘরে ঘুমাতে পারতাম না, সামান্য বৃষ্টি এলে ভিজে যেতাম। এ বছর শেখ হাসিনা আমাদের কষ্টের কথা চিন্তা করি পাকা ঘর করে দিয়েছেন বলে আর কোনো দিন সেই দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতে হবে না।'

কদমবানু, মিনারা, যামিনী বালার মতো বহু ঘরহীন ও ভূমিহীন আজ খুঁজে পাবেন আপন ঠিকানা। কারণ মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে সেমিপাকা ঘর হস্তান্তর করবেন। সকাল ১০টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন তিনি। সারা দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগীরা ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত থাকবেন। মুজিববর্ষে পর্যায়ক্রমে ৯ লাখ ঘরহীন পরিবারকে এ ঘর প্রদান করা হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারের মাঝে দুটি সেমিপাকা টিনশেড ঘর, একটি বসার ঘর, একটি রান্নার ঘর ও একটি টয়লেট হস্তান্তর করবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। সরকারের এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বপ্ন পূরণ হবে দেশের অসহায় ভূমিহীন ও ঘরহীন ৯ লাখ পরিবারের।

সূত্র জানান, টানা এক যুগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার। ক্ষমতার দীর্ঘ সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে কঠোর পরিশ্রম করছেন দলটির সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বেই গ্রামীণ অবকাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তিচুক্তি, সমুদ্রবিজয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে। দেশে চলমান এমন উন্নয়নের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন 'মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে।' জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ (মুজিববর্ষ) ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ওই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন সরকারপ্রধান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানান, সারা দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি ভূমিহীন-ঘরহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ ও সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি ঘরহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে জমি ও ঘর নেই এমন পরিবারের পাশাপাশি ১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর, পরিবার ও রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ (মুজিববর্ষ) ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে তালিকায় থাকা ওইসব ভূমিহীন-ঘরহীন পরিবারকে ঘর করে দিচ্ছে সরকার। ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্প গ্রামে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একই সঙ্গে একক ঘর ও ব্যারাকে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন-ঘরহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২৪ হাজার ৫৩৮টি পরিবারের জন্য মোট বরাদ্দ ৪১৯ দশমিক ৬০ কোটি টাকা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫৯ দশমিক ৮২ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন গুচ্ছগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে সিভিআরপি প্রকল্পের আওতায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ৫২ দশমিক ৪১ কোটি টাকা। অতিরিক্ত পরিবহন বাবদ বরাদ্দ প্রতিটি ঘরের জন্য ৪ হাজার টাকা) মোট ২৬ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া সারা দেশের সব উপজেলায় জ্বালানি বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। মোট ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের ঘরের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ১৬৮ দশমিক ৭১ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প একক ঘর নির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একক ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

তথ্যমতে, ১৯৯৭ সাল থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা ২ হাজার ১৭২। নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৪। ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬৮। জমি আছে কিন্তু ঘর তৈরির সামর্থ্য নেই এমন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৪ পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ৫৮০টি। ২৩ বছরে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২। এর আগে মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজারের খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত পাঁচ তলাবিশিষ্ট ২০টি বহুতল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০ জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি করে ফ্ল্যাট উপহার দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় পাঁচ তলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন তুলে ৪ হাজার ৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন প্রতিটি ভূমিহীন-ঘরহীনকে ঘর করে দেওয়া হবে। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

/dailymanabzamin

শনিবার ২৩শে জানুয়ারি ২০২১, ২৩তম বর্ষ, সংখ্যা ২৯৪, ৯ই মাঘ ১৪২৭, ৯ই জমাদিউস সানি ১৪৪২, মূল্য ৮ টাকা, www.mzamin.com

মাদকাসক্তি সমস্যা
হেরোইন
পেথিড্রিন
ফেনসিডিল
গাজা
মদ
ইয়াবা

মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিঃ
ফোন নং ৫৮৬১৭৫৬৮,
মোবাইল নং ০১৬৭৮-২৪৪৫১১-৭, ০১৭১১-৬৩৩৭৯২

সারা দেশে গৃহহীনদের হাতে স্বপ্নের নীড় হস্তান্তর

আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

মানবজমিন ডেস্ক: 'মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য স্বপ্নের নীড় তৈরি করা হয়েছে। আজ সারা দেশের জেলা ও উপজেলায় নির্মিত এসব ঘরের চাবি আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এক যোগে হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন তিনি। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্টে-

হবিগঞ্জে ৩২৫ পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, হবিগঞ্জ থেকে: শনিবার গৃহহীনদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত ৩২৫টি ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সিলেট বিভাগের মধ্যে একমাত্র হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সরাসরি যুক্ত হবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি উপকারভোগীদের কথা শুনবেন ও তাদের উচ্ছ্বাস সরাসরি উপলব্ধি করবেন। অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থাকবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী এমপি। এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন। স্বপ্ন ছোঁয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন হবিগঞ্জের ৭৮৭টি গৃহহীন পরিবার। আজ প্রথম ধাপে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার পরিপাটি ঘর পাচ্ছেন ৩২৫টি পরিবার। দ্বিতীয় ধাপে পাবেন বাকিরা।
এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান জানান, প্রতিটি ঘর নির্মাণে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। আর প্রতিটিতে পরিবহন ব্যয় হিসেবে দেয়া হয়েছে আরও ৪ হাজার টাকা। ঘরগুলো ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। ২৩শে জানুয়ারি প্রথম ধাপে ৩২৫টি ঘর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ শেষ হতে আরও কিছু সময় লাগবে। পরিবারের নিকট গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কুলাউড়ায় ১১০ পরিবার

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে মাথা গোঁজার ঠাঁই ভূমিসহ একটি পরিপূর্ণ ঘর পাচ্ছেন মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ১১০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তৈরি হচ্ছে এসব গৃহহীনদের জন্য স্বপ্নের বাড়ি। চারিদিকে ইটের দেয়াল এবং মাথার ওপরে দেয়া হচ্ছে সবুজ টিনের ছাউনি। তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবে প্রতিফলিত হচ্ছে আজ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশের ন্যায় কুলাউড়ায় নির্মিত এই ঘরগুলোও উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কার্যক্রমকে সফল করতে স্থানীয় প্রশাসন বিরামহীনভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এর আগে গৃহনির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে গেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক (উপ-সচিব) মো. আলী নেওয়াজ রাসেল, মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মীর নাহিদ আহসান।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার এটিএম ফরহাদ চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে সারা দেশের ন্যায় কুলাউড়ায় ১১০ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। ঘরের কাজ শেষ এখন শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে উপকারভোগীদের কাছে স্বপ্নের বাড়িগুলো হস্তান্তর করা হবে।

রাজনগরে ৯৮ পরিবার

রাজনগর (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি: ছিল না কোনো জমি। ছিল না কোনো ঘর। অন্যের জমিতে বাঁশপালা দিয়েই ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই। বৃষ্টিতে যে দিকে পড়তো জলের ধারা সেদিকেই দেখা যেতো আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ। ঘুম আসতো যার পাতা কুড়ায় পাকা ঘরের স্বপ্ন দেখা যেন আকাশ কুসুম। যেন 'ভিক্ষা কাথার নিচে থেকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা'। এমন অবাস্তব বিষয়টিই আজ বাস্তব; ঘুম আসতো যার পাতা কুড়ানো আজ সে নতুন পাকা ঘরে। ভয় নেই ঘরে থেকে বৃষ্টিতে ভেজার। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় রাজনগর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৯৮টি ভূমিহীন পরিবার পাচ্ছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে দুই কক্ষের এসব ঘর প্রস্তুত। হস্তান্তরের যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে ঘরের চাবি ও কাগজ বুঝে পাবেন আশ্রয়হীন এসব পরিবার।

শরণখোলায় ১৯৭ পরিবার

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার চারটি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সরকারি খাস জমিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট রঙিন টিনের ছাউনিযুক্ত সেমিপাকা ১৯৭টি ঘর পেতে যাচ্ছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঘর নির্মাণ নিয়ে যাতে কোনো অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে সেজন্য কয়েক পর্বে যাচাই-বাছাই শেষে তৈরি করা হচ্ছে প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন ব্যক্তিদের নামের তালিকা এবং ঘরগুলোর নির্মাণ কাজ তদারকি করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার মোস্তফা শাহিন।

আমতলীতে ৫২ পরিবার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি: মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি প্রতিটি ঘরহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরগুনার আমতলী উপজেলার ৫২ জন গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। জানা যায়, বরগুনা জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিশাত তামান্না কঠোর তদারকিতে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

রূপগঞ্জে ৫শ' পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, রূপগঞ্জ থেকে: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রায় ৫শ' পরিবার পাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে নির্মিত এসব ঘর। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে ৫০ শতাংশ জমি নিয়ে দড়িকান্দি এলাকায় প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে নির্মিত আবাসন প্রকল্পের জমি ও গৃহ বিতরণ কার্যক্রম আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আধুরিয়া ও কাঞ্চন পৌর এলাকায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে নির্মিত ৪৯৮টি টিনশেড ঘর হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ্ নুসরাত জাহান বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মাগুরায় ১১৫ পরিবার

মাগুরা প্রতিনিধি: মাগুরায় মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছে ১১৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।' মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাগুরাসহ দেশের সকল জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রথম পর্যায়ে মাগুরার ১১৫টিসহ সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মাগুরায় ১১৫টি ঘরের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৫টি, শ্রীপুরে ২০টি, শালিখায় ৫০টি এবং মহম্মদপুর উপজেলায় ৩০টি ঘর পাচ্ছেন উপকারভোগীরা। প্রতিটি পরিবারের নামে ২ শতক খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে এ সকল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

পুঠিয়ায় ৫৪ পরিবার

পুঠিয়া (রাজশাহী) প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে তাদের নতুন ঠিকানা। গৃহহীন পরিবারের জন্য সরকারি খাস জমিতে গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ঘরের পাশাপাশি ২ শতাংশ জমিও পাবেন গৃহহীনরা। আজ সারা দেশে একযোগে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার কার্যালয় থেকে গৃহ ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে এ প্রকল্পটির ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন। এরপরেই গৃহহীন পরিবারগুলো তাদের 'স্বপ্নের ঘর' বুঝে পাবেন।
গতকাল সকাল ১০টায় বাঁইপাড়ায় 'আদুকদার গ্রাম আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে' এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিএম হিরা বাচ্চু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নুরুল হাই মোহাম্মদ আনাছ, পিএও ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সরজমিনে কাজের সার্বিক বিষয় পরিদর্শনসহ ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহার পাকা ঘর বিতরণ পূর্বক স্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রেস ব্রিফিং সভায় এসব কথা জানান।

কেন্দুয়ায় ৫০ পরিবার

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য প্রথম ধাপে নির্মিত হচ্ছে ৫০টি পাকা ঘর। ইতিমধ্যে প্রায় শেষ হয়েছে ঘর নির্মাণের কাজ। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৩শে জানুয়ারি দেশের অন্যান্য জেলা-উপজেলাসহ একযোগে হস্তান্তর করা হবে কেন্দুয়ায় নির্মিত এসব পাকা ঘরের চাবি। চাবি পেয়ে উপকারভোগীরা উঠবেন নতুন ঠিকানায়। শুরু হবে তাদের নতুন দিনের পথচলা। এ যেন এক মহাখুশির দিনের অপেক্ষা।

চিলমারীতে ১০০ পরিবার

চিলমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: দুঃখের সময়কে সরিয়ে কখন কেবা দিবে সুখের ছোঁয়া তা কেমন কেউ বলতে পারে না। ঠিক তেমনি ভূমিহীন ও গৃহহীনরা কখনো ভাবেনি তারা পাবে সুখের আশ্রয় পাবে ভূমিসহ দালানঘর। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে চিলমারীর ১শ' পরিবারের। তারা প্রধানমন্ত্রীর উপহার দালানঘরে সুখের স্বপ্ন বুনার অপেক্ষায়। জানা গেছে, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে কুড়িগ্রামের চিলমারীতেও প্রধানমন্ত্রীর উপহার আশ্রয় পেতে যাচ্ছেন ১শ' ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ভূমিহীন ও গৃহহীন এসব পরিবারের মাঝে কবুলিয়তসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হস্তান্তর করা হবে শনিবার।

মেহেরপুরে ৬৩ পরিবার

মেহেরপুর প্রতিনিধি: মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের ষাটোর্ধ্ব জিল্লাত আলী। পেশায় ছিলেন একজন কাঠুরিয়া। সংসারে রয়েছে স্ত্রী ও দুই মেয়ে। বছর পনের আগে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়েন তিনি। আয়-রোজগারের পথটি বন্ধ হয়ে যায় তার। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে কোনোমতে সংসারের চাকা সচল রাখেন জিল্লাত আলীর স্ত্রী পারুলা খাতুন। এ অবস্থায় একটি ঝুপড়ি ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে গোটা পরিবারটি বেঁচে আছেন। অবশেষে মুজিব শতবর্ষে জিল্লাত আলীকে একটি ঘর উপহার দিয়েছেন সরকার। এদিকে রামনগর গ্রামের আব্দুর রশীদের স্ত্রী তহমিনা খাতুনও পাচ্ছেন একটি দুর্যোগ সহনীয় ঘর। বছর পাঁচেক আগে আব্দুর রশীদ পঙ্গুত্ব বরণ করেন। নিজের কোনো জমি নেই। অন্যের জমিতে একটি ঝুপড়ি ঘরে তার বসবাস। শুধু জিল্লাত আলী কিংবা তহমিনা নয়, তার মতো জেলার ৬৩টি অসহায় ও ভূমিহীন পরিবার পাচ্ছেন দুর্যোগ সহনীয় ঘর।

কিশোরগঞ্জে ৬১৬ পরিবার

স্টাফ রিপোর্টার, কিশোরগঞ্জ থেকে: 'মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলায় ৬১৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেছে জেলা প্রশাসন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দুলাল চন্দ্র সূত্রধরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব কে এম শাখাওয়াত মুন।

ফুলবাড়ীয়ায় ৫০ পরিবার

ফুলবাড়ীয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি: ফুলবাড়ীয়ায় 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন ৫০ পরিবার ২ শতক কবুলিয়াত রেজিস্ট্রি দলিলসহ ৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি করে পাকা বাড়ি পাচ্ছেন। আগামী ২৩ জানুয়ারি ফুলবাড়িয়াতেও এসকল বাড়ী সংশ্লিষ্টদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আশরাফুল ছিদ্দিক।

পঞ্চগড়ে ১০৫৭ পরিবার

পঞ্চগড় প্রতিনিধি: মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে পঞ্চগড় জেলায় এক হাজার ৫৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছেন জমিসহ আধা পাকা বাড়ি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনিবার সকালে সকল উপজেলায় একযোগে এসব ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এসব ঘরের জায়গার কবুলিয়ত, সনদ ও খারিজ তুলে দেয়া হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক ড. সাবিনা ইয়াসমিন এসব তথ্য জানান।

নগর সংস্করণ
THE DAILY BHORER KAGOJ
ভোরের কাগজ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
শনিবার
৯ মাঘ ১৪২৭
২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২
বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৩৩০
পৃষ্ঠা ১২, দাম ৫ টাকা
www.bhorerkagoj.com https://facebook.com/bhorerkagoj.live

মুজিববর্ষে বাগেরহাটে ঘর পাচ্ছেন ৪৩৩ ভূমিহীন পরিবার

কাগজ প্রতিবেদক, বাগেরহাট : বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক আ ন ম ফয়জুল হক বলেছেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে বাগেরহাটের ৪৩৩টি পরিবারকে ঘর দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশির ভাগ ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করার পর উপকারভোগীদের মাঝে দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হবে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদানবিষয়ক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় বাগেরহাট স্থানীয় সরকারবিষয়ক উপপরিচালক দেব প্রসাদ পাল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. শাহিনুজ্জামান, বাগেরহাট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম, সাংবাদিক আজমল হোসেন, আলী আকবর টুটুল, ইয়ামিন আলী বক্তব্য রাখেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে বাগেরহাটে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীরা অংশ নেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, বাগেরহাটের ৯ উপজেলার প্রত্যেকটিতে বরাদ্দ দেয়া ঘরগুলোকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ করেছেন। ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী ও উপকারভোগী নির্বাচনেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত উপকারভোগীদের নামে জমির দলিল ও সনদপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করার পর আমরা উপকারভোগীদের মাঝে দলিল ও ঘরের চাবি হস্তান্তর করব।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট জেলার ৯টি উপজেলায় ৪৩৩টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে বাগেরহাট সদর উপজেলায় ৫২, কচুয়ায় ৩০, চিতলমারীতে ১৭, মোল্লাহাটে ৩৫, ফকিরহাটে ৩০, রামপালে ১০, মোংলায় ৫০, মোরেলগঞ্জে ৬ এবং শরণখোলা উপজেলায় ১৯৭টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১০৯১ জন ভূমি ও গৃহহীন পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে ঘর। ইতোমধ্যে ঘরগুলো প্রায় প্রস্তুত করা হয়েছে। আজ শনিবার প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে সরকারিভাবে নির্মিত এসব ঘর উদ্বোধন করবেন

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

নগর সংস্করণ

শনিবার ৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরী ২৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৩২৪ পৃষ্ঠা ১৬ ॥ মূল্য ১০ টাকা www.dailyjanakantha.com

সবচেয়ে হাল্কা গ্রহের সন্ধান

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'ব্যাপক ফাঁপা' একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যার আকৃতি বৃহস্পতির চেয়ে বড় কিন্তু ১০ গুণ বেশি হাল্কা! ডব্লিউএএসপি-১০৭বি নামে পরিচিত এই গ্রহটির ডাকনাম রাখা হয়েছে 'সুপার পাফ' (ব্যাপক ফাঁপা) বা 'কটন ক্যান্ডি' (হাওয়াই-মিঠাই)। এখন পর্যন্ত (৬ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

মানব কল্যাণে যুগান্তকারী ইতিহাস

মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার আশ্রয়ণ প্রকল্প উদ্বোধনের অপেক্ষায় -জনকণ্ঠ

● প্রধানমন্ত্রী আজ ৬৬ হাজার ১৮৯ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর উপহার দেবেন ● সারাদেশে মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ পরিবার এই ঘর পাবে

মোরসালিন মিজান

মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে স্পষ্টতই আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। উন্নয়নের রোডম্যাপ অনুসরণের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার রক্ষায় সৃষ্টি করল নতুন এক ইতিহাস। ইতিহাসের অংশ হিসেবে আজ শনিবার ভূমিহীন গৃহহীন ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে ঘর উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের ৪৯২ উপজেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘরের চাবি, কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর কাজের উদ্বোধন করবেন তিনি। দেশজুড়ে আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা সহায় সম্বলহীন মানুষ প্রাথমিকভাবে বুঝে পাওয়া নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য। উন্নত দেশগুলোতে 'সোশ্যাল সেইফটি' ইস্যুতে উল্লেখযোগ্য অনেক কাজ (৬ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

মানব কল্যাণে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হলেও, একসঙ্গে বিপুল জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দেয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমানে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে বাংলাদেশ। উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সরকারী ও বেসরকারীভাবে অদ্ভুত উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেছে। বাকিগুলো এখনও স্থগিত। তবে এ অবস্থার মধ্যেও গৃহহীনদের বিনামূল্যে ঘর প্রদানের বিপুল কর্মযজ্ঞ চলমান ছিল। মুজিববর্ষের সব কর্মসূচীর মধ্যে এটি আলাদা বৈশিষ্ট্যের। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করা মানুষ এর দ্বারা সরাসরি উপকৃত হবে। অত্যন্ত সুচিন্তিত কর্মসূচীর আওতায় দেশে মোট ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ পরিবারের বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা হবে বলে জানা যায়।

যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি বিরাট চাপের মুখে পড়েছে, শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রগুলো যখন দুশ্চিন্তায়, সর্বোপরি অন্য দেশ থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যখন গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে বাংলাদেশের গলায় তখন নতুন করে বিপুলসংখ্যক মানুষকে ঘর করে দিয়ে রীতিমতো চমকে দিল শেখ হাসিনা সরকার। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যেন তার 'দাবায়ে রাখতে পারবা না' নীতিকেই সত্য প্রমাণ করল বঙ্গবন্ধুর।

মুখ্য সচিব আহমদে কায়কাউস গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের জানান ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিরাট এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর দেয়ার পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে সরকার।

তিনি জানান, তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় ২৪ হাজার ৫৩৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর। এ জন্য খরচ হয়েছে ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় নির্মিত হয়েছে ৩ হাজার ৬৫টি ঘর। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

একই সঙ্গে এত পরিবারের পুনর্বাসনের নজির পৃথিবীতে আর নেই জানিয়ে আহমেদ কায়কাউস বলেন, এখন যেভাবে পুনর্বাসনের কাজ চলছে, তাতে আগামী ২ বছরের মধ্যে গৃহহীন পৌনে ৯ লাখ পরিবারের প্রত্যেকটি ঘর পাবে বলে আশা করা যায়।

একই দিন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জানিয়েছেন, জমি ও ঘরের বাজারমূল্য হিসাব করলে একেক পরিবার প্রায় ১০ লাখ টাকার সম্পদ পাচ্ছে। মালিকানার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামেই জমি নিবন্ধন করা হয়েছে। নিবন্ধনের দলিলে থাকছে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামই।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের আগে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন। মৌলভীবাজারে ১১২৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১০৯১, কিশোরগঞ্জে ৬১৬, নোয়াখালীতে ৮৫৫, রাজশাহীতে ৬৯২, মাগুরায় ১১৫টিসহ দেশের আনাচে কানাচে আজ ঘর প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা চলবে। গত বুধবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মোড়াপাড়া, বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর ও শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাওড়ায় অবস্থিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আশ্রয়ণ প্রকল্প সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, সদ্যনির্মিত সেমি পাকা বাড়িগুলো ঘিরে এখন উৎসবের আমেজ। মোড়াপাড়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে তোলা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ২০টি আধাপাকা ঘর। প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসানো হয়েছে দুটি আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানির ট্যাঙ্ক। এখানে স্থায়ীভাবে আশ্রয় পাওয়া অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তি করে চলেন। তবে এখন তাদের চোখে মুখে নতুন করে শুরু করার স্বপ্ন। তাকিয়ে আছেন আজকের দিনটির পানে। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিঘীরপাড়ে অনুরূপ ২৫টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেশির ভাগ মানুষই নদী ভাঙনের শিকার। তারাও অতীত ভুলে 'মুজিবরের' কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ঘরে বসবাস শুরু করতে চান। একইভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাওড়ায় প্রস্তুত রয়েছে ৪৫টি নতুন বাড়ি।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা জানা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পের কোন বাড়িটি কার হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে লটারির মাধ্যমে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসা প্রাথমিকভাবে বুঝেও পেয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে আজ বাড়ির চাবি, কবুলিয়ত দলিল, নামজারি, ডিসিআর কপি বুঝিয়ে দেয়া হবে। সে জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন তারা।

সরেজমিন ঘুরে গৃহহারা এসব মানুষের সঙ্গে কথা বলে অনুমান করা যায়, রাষ্ট্র বা কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা তাদের ভেতরে আজও জন্মায়নি। নিজের দায় থেকে রাষ্ট্র পৌঁছে গেছে তাদের কাছে। সরকার উদ্যোগী হয়ে খুঁজে নিয়েছে তাদের। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে তাদের ঘর করে দিয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সর্বনিম্নস্তরে যাদের অবস্থান তারা এসব 'দালানকোঠার' মালিক হচ্ছেন। একে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, 'এমপাওয়ারমেন্ট।' দয়া বা দান নয়, উপহার হিসেবে আজ ঘরগুলো প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী। 'উপহার' শব্দটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি গৃহহীনদের ঘর দেয়ার পাশাপাশি মর্যাদার একটি আসনও দেয়ার চেষ্টা করছেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

আজকের দিনটিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারাও। এ প্রসঙ্গে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম জনকণ্ঠকে বলেন, বিভিন্ন অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে দিন রাত কাজ করেছি আমরা। জেলায় মোট ৬১৬টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। একেবারেই নিঃস্ব মানুষগুলোকে খুঁজে বের করে তাদের তালিকা করে ঢাকায় পাঠিয়ে ছিলাম আমরা। আজ তারা ঘর বুঝে পাবেন। এমন একটি কাজের সঙ্গে থাকতে তার বিশেষ ভাল লাগছে বলে জানান তিনি।

নতুন ধারার দৈনিক

www.dainikamadershomoy.com

আমাদের সময়

নগর সংস্করণ

শনিবার | ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি ২০২১, ৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২৮৮ | facebook.com/amadersomoy twitter.com/amadershomoy | ১২ পৃষ্ঠা ৫

ঘর পাচ্ছে গৃহহীন ৯ লাখ পরিবার

৭০ হাজার হস্তান্তর আজ

মুহম্মদ আকবর ●

'মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন, গৃহহীনকে ঘর তৈরি করে দেবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতেই বাস্তবায়ন হবে সেই প্রকল্প।' এমন ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবাস্থল পাচ্ছে দেশের ছিন্নমূল-দুস্থ, ভূমিহীন ও গৃহহীন ৯ লাখ পরিবার। প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তরের মাধ্যমে আজ শনিবার গণভবন থেকে প্রকল্পটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি পরিবারের জন্য দুটি সেমিপাকা টিনশেড ঘর, একটি বসার ঘর, একটি টয়লেট ও একটি রান্নার ঘর রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিৎ কুমার সেন বলেন, 'এটি প্রধানমন্ত্রীর একটি বড় ধরনের মানবিক প্রকল্প। প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ধাপগুলোর কাজ চলমান। তাও দ্রুত শেষ হবে বলে আশা করছি।'

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সারাদেশে ভূমি ও গৃহহীন পরিবার রয়েছে ৮ লাখ ৮৫ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রামে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুরে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনায় ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশালে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে গৃহহীন পরিবার রয়েছে ৫৫ হাজার ৬২২টি। এর মধ্যে জমি ও ঘর নেই এমন পরিবারের পাশাপাশি ১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু বাড়ি নেই- সেই পরিবারও রয়েছে। তালিকায় থাকা ওইসব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জাতির ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

ঘর পাচ্ছে গৃহহীন ৯ লাখ পরিবার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে ঘর করে দিচ্ছে সরকার। ২১ জেলার ৩৬ উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পে ৭৪৩টি গ্রামে ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একই সঙ্গে একক ঘর ও ব্যারাকে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটিই প্রথম। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২৪ হাজার ৫৩৮টি পরিবারের জন্য মোট বরাদ্দ ৪১৯ দশমিক ৬০ কোটি টাকা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫৯ দশমিক ৮২ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গুচ্ছগ্রাম দ্বিতীয়পর্যায়ে সিভিআরপি প্রকল্পের আওতায় তিন হাজার ৬৫টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ৫২ দশমিক ৪১ কোটি টাকা। অতিরিক্ত পরিবহন বাবদ বরাদ্দ (প্রতিটি ঘরের জন্য চার হাজার টাকা) মোট ২৬ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া সারাদেশের সব উপজেলায় জুলানি বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের ঘরের জন্য বরাদ্দ ১১৬৮ দশমিক ৭১ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প একক গৃহনির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একক গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে।

তথ্যমতে, ১৯৯৭ সাল থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা দুই হাজার ১৭২টি। নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৪টি। ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬৬টি। জমি আছে, কিন্তু ঘর তৈরির সামর্থ্য নেই এমন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৪ পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ৫৮০টি। ২৩ বছরে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি। মুজিববর্ষে এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত পাঁচ তলাবিশিষ্ট ২০টি বহুতল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি করে ফ্ল্যাট উপহার দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পাঁচ তলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে চার হাজার ৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। খুরুশকুল প্রকল্পটি বিশ্বের একক বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ জুলাই এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বাকি ১১৯টি বহুতল ভবন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

করোনায় অর্থ পাচার কঠিন হওয়ায় কালো টাকা সাদা হয়েছে বেশি

ড. মইনুল ইসলাম

» পৃষ্ঠা 8

১০ কোটি জনারের পুরস্কার ঘোষণা ইলোন মাস্কের | রেজি. নং: ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ১০, সংখ্যা ২২৫ | মাঘ ৯, ১৪২৭ ■ জমাদিউস সানি ৯, ১৪৪২ | ১২ পৃষ্ঠা দাম ১০ টাকা

উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

৭০ হাজার গৃহহীন আজ পাবেন মাথা গোঁজার ঠাঁই

তানিম আহমেদ ■

মুজিব বর্ষে দেশের গৃহহীনদের বাড়ি ও ভূমিহীনদের জমি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে আজ। সারা দেশের প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারের হাতে আজ ঘরের চাবি তুলে দেয়া হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। দেশের ৪৯২টি উপজেলার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এতে সরাসরি সংযুক্ত থাকবেন।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার দেয়া বাড়িতে থাকছে দুটি কক্ষ। এছাড়া প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর ও খোলা জায়গা রয়েছে। পুরো ঘর নির্মাণে ব্যয় ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ও আসবাবপত্র পরিবহনে দেয়া হবে ৪ হাজার টাকা। ঘর রেজিস্ট্রি করা হবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে। দলিলে দুজনেরই নাম ও ছবি থাকছে।

প্রথম দিনই আজ ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে গৃহের চাবি দেয়া হবে। একই সঙ্গে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনকে গৃহ ও ভূমিহীনকে ভূমি দেয়ার যে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছেন তা পৃথিবীতে বিরল। সরকারিভাবে একসঙ্গে কোনো দেশই এত মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়নি। এজন্য ছয় মাস আগে আলাদা প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা। এছাড়াও আগামী এক মাসের মধ্যে আরো এক লাখ পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে খুশি উপকারভোগীরা। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার উত্তর রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা বেলুকা বলেন, 'মানুষের ঘরে ঘরে কাজ করি। রাস্তার ধারে বাস করছি। কখনো মানুষ তাড়ায় দিছে, কখনো ঝড়-বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছে। ভিটেমাটি-ঘর বলতে কিছুই ছিল না।

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

গৃহহীনদের জন্য বানানো সারিবদ্ধ ঘরবাড়ি। ঠাকুরগাঁওয়ের রহিমপুর থেকে তোলা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

৭০ হাজার গৃহহীন

শেষ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। বাকি জীবন এখানে কাটিয়ে দিতে পারব। প্রধানমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ। তার যেন হায়াত বৃদ্ধি পায়, সেই দোয়া করি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গণমাধ্যমকে বলেন, এটি মুজিব বর্ষের একটি অসাধারণ ঘটনা। গুগল আপনাদের সবার পকেটেই আছে, দেখতে পারেন; পৃথিবীতে এ নজির নেই। পৃথিবীতে এ রকম ঘটনার নজির আছে কিনা জানা নেই, একজন রাষ্ট্রনায়ক বলছেন, আমার দেশের গৃহহীন ও ভূমিহীন সব মানুষকে গৃহ ও ভূমি দেব।

তিনি বলেন, অব্যবহৃত ২ হাজার ৫৮ একর খাসজমি বিভিন্নভাবে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে বেশকিছু অবৈধ দখলদার ছিল, তাদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে। এখানে দুটো উপকার হয়েছে। দখলদারমুক্ত হয়েছে এবং জনকল্যাণে সরকারি ভূমি ব্যবহার হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের চিন্তা থেকেই এই ঘরের নকশার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিটি ঘরে দুটি শয়ন কক্ষ, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর ও লম্বা বারান্দা থাকবে। সেটি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাড়িগুলোতে আমরা বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থাও করেছি।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা, একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা মূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন। একই সঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হবে। এছাড়া আগামী এক মাসের মধ্যে আরো এক লাখ ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা জানান, এ কার্যক্রমে কোনো ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়নি। টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে সরাসরি বাজার থেকে ক্রয় করে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। সারা দেশে ঘর নেই, জমিও নেই—এমন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ পরিবার এবং ভিটেমাটি আছে, ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নেই—এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে যে তালিকা করা হয়েছে, তাতে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের নথি থেকে জানা যায়, ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর অবধি ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

উন্নয়নের মূলধারায়

আলোকিত বাংলাদেশ

শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১ | রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৪৪ | ৯ মাঘ ১৪২৭ | ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ | www.alokitobangladesh.com | thealc

আজ গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর গৃহ উপহার

অনন্য নজির স্থাপন করছে বাংলাদেশ ■ বাড়ি পাচ্ছে ৬৬১৮৯ পরিবার

● হবিগঞ্জ থেকে দীপক দেব

'মুজিববর্ষে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণার প্রথম ধাপ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে আজ শনিবার। সারা দেশে গৃহহীন-ভূমিহীন ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারের মাঝে গৃহ বিতরণের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২ শতাংশ খাসজমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর 'প্রধানমন্ত্রীর উপহার' হিসেবে হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংশ্লিষ্টদের অনেকেই বলেছেন, এত মানুষকে একসঙ্গে বিনামূল্যে গৃহ প্রদানের এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ পরিবারের তালিকা করে তাদের ঘর করে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী, যা পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২ উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় মাত্র কয়েক মাসের নিরলস প্রচেষ্টায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় ১ লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে আগামী মাসের মধ্যেই। ভূমিহীন-গৃহহীনদের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজ গৃহহীন পরিবারকে

● ১ম পৃষ্ঠার পর

যে ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি লম্বা বারান্দা। এ ঘরের নকশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পছন্দ করেছেন। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন এবং নামজারিও করে দেওয়া হচ্ছে। ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ও ঘরের সঙ্গে জমির মূল্য হিসাব করলে একেক পরিবার প্রায় ১০ লাখ টাকার সম্পদ পাচ্ছে।

তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এ ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৮ ঘর। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৮৬ ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬৫ ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার প্রকল্পের বিষয়ে জানতে গিয়ে মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস বলেন, এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। একই সঙ্গে এতগুলো পরিবারের পুনর্বাসনের নজির পৃথিবীতে আর নেই। এখন যেভাবে পুনর্বাসনের কাজ চলছে, তাতে আগামী ২ বছরের মধ্যে গৃহহীন পৌনে ৯ লাখ পরিবারের প্রত্যেকটি ঘর পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আর যদি এ কাজে সম্পদশালীরা এগিয়ে আসেন, তাহলে অনেক আগেই এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব শাখায়াত মুন বলেন, ৭০ হাজার বাড়ি দুই শতক জমিসহ প্রধানমন্ত্রীর এ উপহার বিশ্বমানবতার ইতিহাস।

আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন জানান, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্কফোর্সেও মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুবিধাভোগীদের কোনো পরিচয় দেখা হচ্ছে না। দলমতনির্বিশেষে যাদের পাওয়া উচিত, তাদেরই দেওয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে (ক) বিভাগের যারা ভূমিহীন তাদের মধ্যে বিধাব, প্রতিবন্ধী ও কর্মহীন মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে আরও ১ লাখ গৃহ নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়া পাড়া মুজিববর্ষ ভিলেজে সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ২০ ভূমিহীন পরিবারের জন্য গৃহ প্রস্তুত করে রাখা আছে। ১৮ নম্বর গৃহ বরাদ্দ পেয়েছেন ৮০ বছর বয়সি বৃদ্ধা আসিয়া বেগম। নিজ গৃহের সামনে বসে এ প্রতিবেদকের কাছে নিজের ভালোলাগার কথা বর্ণনা করেন। তিনি আলোকিত বাংলাদেশকে বলেন, এত দিন মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকতাম। খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু কি করবও নিরুপায় হয়েই লজ্জা বিসর্জন দিয়েই সেখানে থাকতে হতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নিজের একটা বাড়ি পেয়ে তিনি খুবই খুশি। ছেলে বউ ও নাতি নিয়ে তিনি এ বাসায় থাকবেন জানিয়ে বলেন, এখন থেকে আর অন্যের বাসায় থাকতে হবে না। প্রধানমন্ত্রীকে একবার দেখার খুবই শখ বলে জানান এ বৃদ্ধা। জানা গেছে, এ ২০টিসহ রূপগঞ্জের ২০০ গৃহ হস্তান্তর করা হবে আজ। আর নারায়ণগঞ্জ জেলায় মোট ৬৬৮ গৃহ হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এদিকে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক শামীম আলোম জানান, সারা দেশের মতো এ জেলাতেও ৬১৬ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে এবং ব্যারাকের মাধ্যমে ২৭০ পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হবে। এ জেলার ১৩ উপজেলায় বিভিন্ন জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় এলাকায় মুজিববর্ষ ভিলেজে সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ২৫টি ঘর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ৬ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এ প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেন সুবত ঋষি দাস (৮০)। তিনি আলোকিত বাংলাদেশকে বলেন, তিন ছেলে থাকার পরও তাকে এবং তার স্ত্রীকে কেউ দেখতেন না। তারা তাদের জেঠাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন অনেক অপমান সহ্য করে। বসয় বেড়ে যাওয়াই একসময় জুতো শেলায়ের কাজ করলেও এখন আর করতে পারেন না। তাই মানুষের কাছে চেয়েই খেতে হয় তাদের। তার পরও তাদের মনে শান্তি ফিরে এসেছে এ গৃহ পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এখন আর অন্যের বাড়িতে থাকতে হবে না, কারও অপমান-গালি শুনতেও হবে না। গৃহের পাশাপাশি কর্মের কোনো ব্যবস্থা হলে কারও কাছে হাত পাততে হবে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের চাওয়া এখন একটাই– কাজ।

দ্বিতীয় সংস্করণ
নাসিমা খান মিটি সম্পাদিত সাধারণের সংগ্রামী সংবাদপত্র, অমুনাফামুখী উদ্যোগ
e-mail: news@amadernotunshomoy.com
ads@amadernotunshomoy.com
news@amadershomoy.com

আমাদের নতুন সময়

শনিবার ● ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ● ৯ মাঘ ১৪২৭ ● ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২
৯ম বর্ষ ● সংখ্যা ২৭৯ ● পৃষ্ঠা ৮ ● মূল্য ৩ টাকা

[১]প্রধানমন্ত্রী আজ ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারকে নতুন ঘর হস্তান্তর করবেন

[২]ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জীবন মালাকার, শরণখোলার মৌসুমী রানির মতো উচ্ছ্বসিত সবাই

[৩]আনন্দে কেঁদে ফেললেন ভোলার করিম মাঝি, অন্তত ঘর তো হলো এক জীবনে

বাশার নূরু, এ এইচ রাফি, মশিউর রহমান: [৪] সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন শেখ হাসিনা।

[৫] জমিও নেই, ঘর নেই অথবা ঘর থাকলেও মাথা গোঁজার অবস্থা নেই- দেশের এমন মানুষদের জমি ও থাকার জন্য ঘর দিচ্ছে সরকার। আজ প্রথম পর্যায়ের ঘর হস্তান্তর করা হচ্ছে। [৬] প্রতিটি সেমিপাকা বাড়ির নির্মাণ খরচ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। বাড়িতে থাকছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ইউটিলিটি রুম এবং একটি করে বারান্দা ও টয়লেট। ইটের দেয়াল, কংক্রিটের

মেঝে এবং রঙিন টিনের ছাউনির বাড়িগুলোতে রয়েছে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা।

[৭] শরণখোলার মিঠুন কুমার বিশ্বাসের স্ত্রী মৌসুমী রানী বলেন, পাঁচ জনের সংসার। ঝড়বৃষ্টি হলেই আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হতো, সব তছনছ হয়ে যেতো। এখন ঝড়বৃষ্টিতেও স্বস্তিতে থাকা যাবে।

[৮] উপকূলীয় অঞ্চলে ঘর পাওয়া জনগোষ্ঠীর উচ্ছাস একটু বেশিই। করিম মাঝি বললেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর শান্তিতে ঘুমাতে পারবো, এটাই তো সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। সম্পাদনা: শাহানুজ্জামান টিটু, সালেহ বিপ্লব

আজ শনিবার
২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২
বর্ষ ৩, সংখ্যা ২৪২, পৃষ্ঠা ১২, মূল্য ৫ টাকা
www.deshrupantor.com
deshrupantor

দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক

দেশ রূপান্তর

আজ পাকা ঘরে উঠবে ৭০ হাজার গৃহহীন

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার

পাভেল হায়দার চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে

সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নে ঘর পাওয়া শহিদুল ইসলাম — দেশ রূপান্তর

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভারী কোনো কাজ করতে পারেন না সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম। এলাকায় ঝালমুড়ি বিক্রি করে যৎসামান্য যে আয়, তা দিয়েই কোনোমতে চালান সংসার। এতদিন দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ছোট কুঁড়েঘরে। নিজের পরিবার নিয়ে পাকাঘরে বসবাসের স্বপ্ন দেখেননি কোনো দিনও। কিন্তু এই শহিদুলই মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে পেয়েছেন একটি পাকাঘর। মাথা গোঁজার এই নিরাপদ স্থায়ী ঠিকানা পেয়ে তার মুখে যেন হাসি লেগেই আছে।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >

আজ পাকা ঘরে উঠবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

উচ্ছ্বসিত শহিদুল দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'পলিথিন মুড়িয়ে কোনোরকমে ঘর বানিয়ে মাথা গুঁজে রাখতাম। এখন পাকাঘর পেয়েছি। সেখানে থাকব পরিবার নিয়ে। জীবনে আর কোনো চাওয়া নাই আমার।'

সাতক্ষীরার এই শহিদুলের মতো দেশের প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে আজ শনিবার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে ৯ লাখ ঘর দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর অংশ হিসেবে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় প্রায় ৭০ হাজার গৃহহীন পরিবারের হাতে পাকাঘরের চাবি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ৪৯২ উপজেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী গৃহহীনদের মধ্যে সরকারি খরচে তৈরি ঘরগুলো বিতরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলার ডিসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এই প্রক্রিয়ার সমন্বয় করবেন। পর্যায়ক্রমে মোট ৯ লাখ গৃহহীন পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে এরকম আরও পাকাঘর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে পাকাঘর পাওয়া গৃহহীন পরিবারগুলোর সদস্যদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক দেখতে পেয়েছেন এই প্রতিবেদক।

মুজিববর্ষে পাকাঘর পেয়ে নিজ জীবনকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে গৃহহীনরা। তাদেরই একজন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার চুড়ি-ফিতা বিক্রির ফেরিওয়ালা রেজাউল করিম। তিনি গতকাল দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'এতদিন যা আয়রোজগার করতাম তা দিয়ে নুন ফেন মিলিয়ে সবাইকে নিয়ে খেয়েপরে জীবন কাটাতাম। গোলপাতার একটি কুঁড়েঘরে থাকতাম। কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি পাকাঘরে থাকব, একটি পাকাঘর আমার হবে। শেখ হাসিনার ঘর পেয়ে যে আনন্দ লাগছে তা আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না।'

সাতক্ষীরার গাবা গ্রামে যে ১০৮টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে তার একটি পেয়েছেন রেজাউল। মুজিব পল্লী নামে ওই গ্রামের নতুন নামকরণের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই গ্রামের নাম এখন থেকে মুজিব পল্লী করা হোক। আমার নামে কোথাও এক কাঠা জমি নাই। থাকতাম শ্বশুরবাড়িতে। এখন আমি দুই শতক জমি ও একটি পাকাঘরের মালিক। আর কিছু চাই না আমার।'

শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে পাওয়া একটি পাকাঘর আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে একই গ্রামের বাসিন্দা নুরেন্নেসার। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'সাত বছর আগে স্বামী মারা গেছে। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার উপহার এই পাকাঘর আমার মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিছে।'

স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে এতদিন বোনের বাড়িতে থাকতেন জানিয়ে নুরেন্নেসা আরও বলেন, 'এতদিন নিজের ঘরে থাকিনি। এখন নিজের ঘরে থাকব। এটাই আনন্দ, সুখ।'

পাকাঘর পাওয়া সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করবেন বলেও জানান। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এই মানুষগুলোর।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ায় উপহার হিসেবে পাকাঘর পাওয়া মর্জিনা বেগমের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ছেলে জিসানও উচ্ছ্বসিত। মায়ের কাছে আসছে ঈদে নতুন কাপড় কিনে দেওয়ার বায়না ধরেছে সে। মর্জিনা দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ওর বাবা দিনমজুরি করে। ভাড়া বাসায় থাকায় ভাড়ার টাকা মিটাতে গেলে সন্তানদের ঈদে কেনাকাটা করা যেত না। জিসান বলছে এখন ঘর ভাড়া দিতে হবে না। জামাকাপড় কেনা হবে সেই টাকা দিয়ে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মর্জিনা আরও বলেন, 'এখন তো একটা নিরাপদ আবাস পেলাম। শেখ হাসিনার প্রতি ধন্যবাদের শেষ নাই। কী বলে যে বোঝাব।'

প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের জানান, 'মুজিববর্ষে কেউ গৃহহীন থাকবে না'—সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর দিচ্ছে সরকার।

মাহবুব হোসেন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এই ২৩ জানুয়ারি সারা দুনিয়াতে এটি প্রথম ঘটনা এবং একমাত্র ঘটনা। একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাসজমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী প্রদান করবেন। একই সঙ্গে ব্যারাকের মাধ্যমে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করবেন। মাদার অব হিউম্যানিটি সারা দুনিয়াতে একটি নজির স্থাপন করলেন।'

প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, 'একটি ঘর শুধু একটি আশ্রয়স্থল নয়, যার কিছুই ছিল না এই ঘরটি তার জন্য আত্মমর্যাদার। এই প্রকল্পের আওতায় গৃহহীন পরিবারগুলো বিদ্যুৎসুবিধা এবং সুপেয় পানির নিশ্চয়তাও পাবে। তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল নাগরিক সুবিধা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। সকলের জন্য ঘর নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বরাদ্দ চলতে থাকবে।'

মাহবুব হোসেন জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে তৈরি দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘরগুলোর সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে। পুরো ঘরটি নির্মাণের জন্য খরচ হবে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এবং মালামাল পরিবহনের জন্য ৪ হাজার টাকা করে বরাদ্দ রয়েছে।

সারা দেশে ঘরও নেই, জমিও নেই—এমন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১টি এবং ভিটেমাটি আছে কিন্তু ঘর জরাজীর্ণ কিংবা ঘর নেই—এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে যে তালিকা করা হয়েছে সবমিলিয়ে সেই তালিকায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের নথি থেকে জানা যায়, ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে আশ্রয়ণ নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বর অবধি ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

শনিবার

সর্বশেষ আপডেট পেতে আপনার মোবাইল দিয়ে কোডটি স্ক্যান করুন

www.facebook.com/dailyamarsangbad
www.twitter.com/damarsangbad

দ্বিতীয় সংস্করণ

দৈনিক
আমার সংবাদ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন

গৃহহীন ৭০ হাজার পরিবার পাচ্ছে স্বপ্নের আপনালয়

আজ গৃহহীনদের জমিসহ বাড়ির চাবি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী

আসাদুজ্জামান আজম ▶▶

'পিতা মুজিবের মতো এ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য সংগ্রাম করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিশ্বাসী, যা বলেন, তাই করেন। তিনি বলেছেন, একজন মানুষও ভূমিহীন থাকবে না। মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে গৃহহীন পরিবারের মধ্যে জমিসহ ৯ লাখ বাড়ি প্রদান করছেন। এটি ইতিহাসের অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।' দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালার প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মাঝে জমিসহ বাড়ি হস্তান্তর বিষয়ে জানতে চাইলে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি। শুধু তিনি নন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে জমিসহ পাকাবাড়ি দেয়া প্রশংসা পেয়েছে সর্বমহলে। সুবিশাল আকাশের নিচে নিজের একখণ্ড জমি আর মাথার উপরে একটু ছাউনি ভূমিহীন, গৃহহীনদের শত বছরের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ ২৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনের মাধ্যমে সারা দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মধ্যে প্রথম ধাপের বাড়ি হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার' স্লোগানে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের প্রত্যেককে দুই শতক খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়াসহ দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরের চাবি তুলে দেয়া হবে। এ ছাড়াও ২১ জেলার ৩৬ উপজেলার ৪৪টি প্রকল্পে তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। অর্থাৎ ৬৯ হাজার ৯০৪ ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার আজ আপন ঠিকানা পাচ্ছে। দ্বি-কক্ষের বাড়িতে দুটি বেডরুম, একটি টয়লেট ও একটি সংযোগ বারান্দা রয়েছে। যেখানে তারা গড়ে তুলবেন শান্তির নীড় আর কৃতজ্ঞ থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি।

বাগেরহাট জেলার উপকূলীয় উপজেলা শরণখোলার বেলুকা বেগম। স্বামীহারা হয়ে পাঁচ সন্তান নিয়ে দুর্বিষহ জীবন। নেই ভিটেমাটি, নেই আবাদি কোনো জমি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বদৌলতে নতুন স্বপ্ন এখন বেলুকা বেগমের চোখে-মুখে। প্রথম ধাপে দেয়াল ঘেরা

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে : ডা. এনামুর রহমান
- ইতিহাসের অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা : এনামুল হক শামীম

গৃহহীন ৭০ হাজার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিজ বাড়ি পাচ্ছেন তিনি। জানতে চাইলে আনন্দাশ্রু নয়নে বেলুকা বেগম বলেন, 'সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে কাজ করে জীবন চালাই। কখনো এখানে, কখনো সেখানে থাকি।' পরের বাড়ি কাজ করে, পরের জায়গায় থেকে মেয়েদের বিয়ে দেন। ছেলেদেরও কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু তাতে তো খাবার জোটে; ঠাঁই হয় না। এমন কষ্টের মাঝেই শোনেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর করে দিচ্ছেন। ইউএনওর কাছে নিজের জীবনের গল্প বলতেই তাকে জায়গা বরাদ্দ দিয়ে ঘর করে দেয়া হয়। 'এখন অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই পাইছি।' এ জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সূত্র মতে, গত ১২ বছরে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তার দূরদর্শী নেতৃত্বেই গ্রামীণ অবকাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা, শান্তি চুক্তি, সমুদ্র বিজয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। দেশে চলমান এমন উন্নয়নের মাঝেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, মুজিববর্ষে দেশে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকার সব ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দেবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (মুজিববর্ষেই) ওই প্রকল্পে বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে ছিলেন সরকারপ্রধান। এরপরই হতদরিদ্রদের জন্য দুর্যোগ-সহনীয় বাড়ি দেয়ার প্রকল্পটি মুজিববর্ষ উপলক্ষে কর্মসূচি হিসেবে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাবনা দেয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রথমে তাদের লক্ষ্য ছিলো প্রতিটি গ্রামের একজন করে মোট ৬৮ হাজার ৩৮টি পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া হবে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটি বিবেচনায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩ মার্চ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে। 'ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়। নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে আট লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি বাড়ি দেয়া হবে। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা দুই লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ এবং 'যার জমি আছে কিন্তু ঘর নাই' এমন পরিবারের সংখ্যা পাঁচ লাখ ৯২ হাজার ২৬১।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, সারা দেশে প্রায় আট লাখ ৮৫ হাজারের বেশি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঢাকা বিভাগে এক লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার তিনটি, চট্টগ্রাম বিভাগে এক লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে এক লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে এক লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে জমি ও ঘর নেই এমন পরিবারের পাশাপাশি ১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ বাড়ি এমনও পরিবার রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে তালিকায় থাকা ওই সব ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর করে দিচ্ছে সরকার। ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেয়ার ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২৪ হাজার ৫৩৮টি পরিবারের জন্য মোট বরাদ্দ ৪১৯ দশমিক ৬০ কোটি টাকা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫৯ দশমিক ৮২ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে গুচ্ছগ্রাম দ্বিতীয় পর্যায়ে সিডিআরপি প্রকল্পের আওতায় তিন হাজার ৬৫টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ৫২ দশমিক ৪১ কোটি টাকা। অতিরিক্ত পরিবহন বাবদ বরাদ্দ (প্রতিটি ঘরের জন্য চার হাজার টাকা) মোট ২৬ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া সারা দেশের সব উপজেলায় জ্বালানি বাবদ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ দশমিক ৪০ কোটি টাকা। মোট ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের ঘরের জন্য বরাদ্দ ১১৬৮ দশমিক ৭১ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প একক গৃহ নির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একক গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। তথ্য মতে, দিনাজপুর জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে তিন হাজার ২২টি গৃহহীন ও উপকারভোগী পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়ির কাগজপত্র হস্তান্তর করা হবে। দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম জানান, দিনাজপুর জেলায় মোট ১৩ হাজার ২১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এসব গৃহের মধ্যে পাঁচ বা ততোধিক গৃহ যেসব স্থানে গুচ্ছ আকারে নির্মিত হচ্ছে, সেসব স্থানকে 'জয় বাংলা ভিলেজ' নামে নামকরণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ১৭২টি 'জয় বাংলা ভিলেজ' গড়ে উঠছে।

শরীয়তপুর জেলায় ৬৯৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের ঘর হস্তান্তর করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক মো. পারভেজ হাসান। পিরোজপুর জেলায় এক হাজার ১৭৫টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হবে। ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম জানান, ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের মাঝে গৃহ হস্তান্তরের জন্য প্রথম পর্যায়ে জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭৯২টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এক হাজার ২১৭টি গৃহের জমি নির্বাচন ও নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে হবিগঞ্জ জেলার ৭৮৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছেন নতুন ঘর। সিলেট জেলার ১৩টি উপজেলায় চার হাজার ১৭৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার মুজিববর্ষ উপলক্ষে পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা। ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক মো. জোহর আলী জানান, জেলার ৪৭৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৩০টি ঘর বসবাসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় ৬৫টি, নলছিটি উপজেলায় ৪০টি, রাজাপুর উপজেলায় ৭৫টি এবং কাঁঠালিয়া উপজেলায় ৫০টি পরিবার পাচ্ছে বসতঘর। সাতক্ষীরা জেলার ঘর পাচ্ছেন এক হাজার ১৪৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। খুলনা জেলার ৯টি উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পাঁচ হাজার ৮৮টি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে গৃহ প্রদান করা হবে। প্রথম পর্যায়ে ৯২২টি পরিবারকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট নবনির্মিত ঘরসহ জমি প্রদান করা হবে। নোয়াখালী জেলায় প্রথম পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন ১৫০টি গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে সরকারি ঘর। ৯ উপজেলার ভূমিহীনদের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৫৫টি ঘরের অবশিষ্ট আরো ৭০৫টি ঘর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীর আগেই গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হবে।

বগুড়া জেলায় ১২টি উপজেলায় এক হাজার ৭০২টি পরিবার এক হাজার ৪৫২টি ঘর পচ্ছে। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের নিকট ঘর হস্তান্তর করা হবে। জেলা প্রশাসক মো. জিয়াউল হক জানান, বগুড়ার ১২টি উপজেলায় মোট এক হাজার ৪৫২টি গৃহের মধ্যে বগুড়া সদরে ২৫০টি শাজাহানপুরে ১৫টি শেরপুরে ২৬৩টি, ধুনটে ১০১টি, সারিয়াকান্দিতে ১০৭টি, সোনাতলায় ১২৫টি, গাবতলীতে ৪৫টি, শিবগঞ্জে ১৮০টি, আদমদিঘীতে ১০০টি, দুপচাঁচিয়ায় ১৩৩টি, কাহালুতে ৭৭টি, নন্দীগামে ১৫৬টি গৃহ প্রদান করা হবে। রাজশাহী বিভাগের মধ্যে বগুড়ায় সর্বোচ্চ গৃহ পাবে বগুড়ার গৃহহীন মানুষ। নেত্রকোনা জেলার ১০টি উপজেলায় মোট ১০ হাজার ৩০টি পরিবারকে ঘর দেয়া হবে। কুমিল্লায় প্রথম পর্যায়ে ৩৫৯ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ৩৫৯টি নবনির্মিত ঘর হস্তান্তর করা হবে। গাজীপুর জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম বলেন, 'মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলায় মোট ২৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২১০টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৫টি গৃহ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে ২১০টি ঘরের মধ্যে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ১০০টি, কালিয়াকৈর উপজেলায় ৯০টি ও শ্রীপুর উপজেলায় ২০টি গৃহ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কাপাসিয়ায় ৪২টি, কালিয়াকৈর উপজেলায় ৫৫টি ও শ্রীপুর উপজেলায় ২০টি গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এসব গৃহ উপকারভোগীদের নামে কবুলিয়ত দলিল ও নামজারি সম্পন্ন করা হয়েছে। নাটোর জেলায় ৫৫৮টি সেমিপাকা গৃহ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নিকট নতুন ঘর হস্তান্তর করা হবে আজ। ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার ২০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত হচ্ছে আধাপাকা ঘর 'স্বপ্ননীড়'। বাগেরহাট বাগেরহাট জেলা প্রশাসক আনম ফয়জুল হক জানান, জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য ৪১৫টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। পঞ্চগড় জেলার ৪৩টি ইউনিয়নে এক হাজার ৫৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাকা বাড়ি। সদর উপজেলায় ২০৮টি, দেবীগঞ্জ উপজেলায় ৫৮২টি, বোদা উপজেলায় ৫৫টি, তেঁতুলিয়া উপজেলায় ১৪২টি, আটোয়ারী উপজেলায় ৭০টি ঘর বরাদ্দ দেয়া হবে।

কুড়িগ্রাম জেলায় দেড় হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ জমিসহ নতুন ঘর পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম জানান, রাজীবপুরে ৩০০টি, কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর ও ভুরুঙ্গামারীতে ২০০টি করে পরিবার ছাড়াও রাজারহাটে ৭০টি, চিলমারীতে ১০০টি, নাগেশ্বরীতে ২৬৪টি, ফুলবাড়ীতে ১৬৫টি ও রৌমারীতে ৫০টি পরিবারসহ মোট এক হাজার ৫৪৯টি পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছেন। এতে মোট ৪৯ দশমিক ৬৭ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৬৬৭ গৃহহীন পরিবার নতুন ঘর পাচ্ছে। জেলার পাঁচটি উপজেলায় বরাদ্দকৃত ৬৬৭টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩৪৬টি পরিবারকে নতুন ঘর দেয়া হচ্ছে। শেরপুরে জেলায় এক হাজার ৩৩৩ জন ভূমি ও গৃহহীন পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা। এক হাজার ৩৩৩টি ঘরের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩০২টি, নালিতাবাড়ীতে ২২০টি, নকলায় ৩৩৫টি, শ্রীবরদীতে ২৬৭টি এবং ঝিনাইগাতীতে ২০৯টি পরিবার পাবেন সরকারি এই ঘর। ইতোমধ্যেই ২০৭টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। গোপালগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭৮৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বসতবাড়ি পাচ্ছে। নীলফামারী জেলায় ৬৩৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। মেহেরপুর জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৮টি পরিবারকে জমিসহ ঘর দেয়া হবে বলে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান জানান। বান্দরবান জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি জানান, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ছয় হাজার ৮৬৭ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করা হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে দুই হাজার ১৩৪টি বাড়ি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রথমে তৈরিকৃত ৩৩৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেয়া হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের এই সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক মো. শরীফুল ইসলাম জানান, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার নতুন বাড়ি পাচ্ছে। বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে জেলার সদর উপজেলায় ৪৬টি, পাঁচবিবি উপজেলায় ৪৫টি, আক্কেলপুর উপজেলায় ২১টি, কালাই উপজেলায় ৪০টি ও ক্ষেতলাল উপজেলায় আটটি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার রয়েছে। নড়াইল জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য পাঁচ কোটি ৫৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩২৫টি বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০৫টি বাড়ি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ২২০টি বাড়ি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন নড়াইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, এ দেশের কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। কেউ ঠিকানাহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৯ লাখ বাড়ি নির্মাণ করে গৃহহীন পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে শনিবার প্রথম ধাপের ৬৯ হাজার ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই কাজের মধ্যদিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।'

ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি ২০২১, ৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাঃ সানি ১৪৪২ শনিবার রেজি নং-ডিএ ৬৩৮৫, বর্ষ ২১, সংখ্যা ২৩, পৃষ্ঠা ১২, মূল্য ৫ টাকা

জনগণের মুখপত্র

ভোরের দর্পণ

ঠাকুরগাঁওয়ের সদর উপজেলার বড়েশ্বরী তলা 'সোনালী স্বপ্নালয়ে' নির্মিত ঘর -ভোরের দর্পণ

প্রধানমন্ত্রীর উপহার

আজ ৬৬ হাজার ভূমিহীন পরিবার ঘর পাচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার ●

মুজিববর্ষে সরকারের ঘোষণার আওতায় গৃহহীন-ভূমিহীন ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবার ঘর পাচ্ছেন আজ শনিবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২টি উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করে তাদের ঘর করে ■ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজ ৬৬ হাজার ভূমিহীন পরিবার

প্রথম পাতার পর

দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস বলেন, ছয় মাসেরও কম সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৮টি ঘর। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৮৬টি ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬৫টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা। এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। একই সাথে এতগুলো পরিবারের পুনর্বাসনের নজির পৃথিবীতে আর নেই।

ভূমিহীন-গৃহহীনদের যে ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি লম্বা বারান্দা। এই ঘরের নকশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পছন্দ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, শুধু ঘরই যে দেওয়া হচ্ছে, তা না। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেওয়া হচ্ছে। যদি জমি ও ঘরের মূল্য হিসাব করা হয়, তাহলে একেক পরিবার প্রায় ১০ লাখ টাকার সম্পদ পাচ্ছে। মালিকানার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামেই জমি নিবন্ধন করা হয়েছে। নিবন্ধনের যে দলিল তাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামই থাকছে।

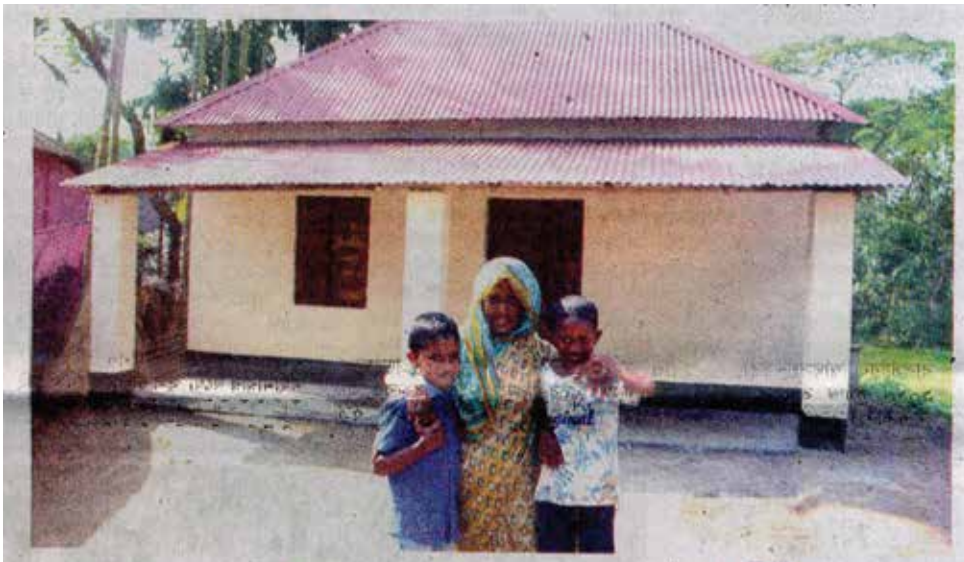

কেন্দুয়ায় আজ ৫০ পরিবার পাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

মজিবুর রহমান, কেন্দুয়া (নেত্রকোণা) ●
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে নেত্রকোণার কেন্দুয়া উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য প্রথম ধাপে নির্মিত হচ্ছে ৫০টি পাকা ঘর। ইতোমধ্যে প্রায় শেষ হয়েছে ঘর নির্মাণের কাজ। আজ ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য জেলা-উপজেলার সঙ্গে একযোগে হস্তান্তর করা হবে কেন্দুয়ায় নির্মিত এসব পাকা ঘরের চাবি। চাবি পেয়ে উপকারভোগীরা উঠবেন নতুন ঠিকানায়। শুরু হবে তাদের নতুন দিনের পথচলা। এ যেন এক মহা খুশির দিনের অপেক্ষায় ছিলেন তারা। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৪০ জন ভূমিহীনকে খাস জমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং বাকী ১০ জন ভূমিহীনকে আত্মীয় ও এলাকার গণ্যমান্যব্যক্তির দান করা জমির ওপর এসব ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। উপকারভোগী পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর নামে জায়গা কবুলিয়াত দলিল এবং নামজারি সম্পাদন করে দেয়া প্রশাসন। ৫০টি ঘরে মধ্যে ১৫টি হলো প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রকল্প আর ৩৫টি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের প্রকল্প। সান্দিকোনা ইউনিয়নে ৬টি, দল্লা ইউনিয়নে ১২টি,আশুজিয়া ইউনিয়নে ৪টি,বলাইশিমুল ইউনিয়নে ১০টি,কান্দিউড়া ইউনিয়নে ১৩টি। নওপাড়া ৪টি ও পাইকুড়া ১টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

ফুলবাড়িয়ায় রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া

ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ●
করোনায় আক্রান্ত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের এমপি এবং এজমা ও জ্বরে আক্রান্ত জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, ময়মনসিংহ জেলা জাতীয় পার্টির সহ সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফিজুর রহমান বাবুল এর রোগমুক্তি কামনায় মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার বাদ আছর ফুলবাড়ীয়া বঙ্গবন্ধু পাবলিক হল (সাবেক জিন্নাহ হল) মিলনায়তনে আয়োজন করেছে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলা জাতীয় পার্টি নেতাকর্মীরা।

পাইকগাছায় প্রেস ব্রিফিং

পাইকগাছা প্রতিনিধি ●
মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান বিষয় পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী প্রেস ব্রিফিং করেছেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রেসব্রিফিং এর করার সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান বাবু। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, পাইকগাছা উপজেলার হরিঢালী, কপিলমুনি, গদাইপুর,চাদখালী, গড়ইখালী ইউনিয়নে ২২০ পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ব ১লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় নির্মিত ঘর, ২ শতক জমি রেজিস্ট্রি পূর্বক নাম পত্তন কাগজ পত্র বুঝিয়ে দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ২৩/১/২১ তারিখে এ ঘর পাইকগাছা সহ দেশ ব্যাপী ভূমিহীনদের বুঝিয়ে দিবেন।
প্রেসব্রিফিং এর সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার ইকবাল মন্টু, ভাইস-চেয়ারম্যান শিহাব উদ্দিন ফিরোজ বুলু, লিপিকা ঢালী, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোহাম্মদ আরাফাতুল আলম, চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বিশ্বাস,কওসার আলী জোয়ারদার, কেএম আরিফুজ্জামান তুহিন, রিপন কুমার মন্ডল, গাজী জুনায়েদুর রহমান,প্যানেল চেয়ারম্যান আক্কাস ঢালী সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

দৈনিক
সকালের সময়
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অগ্রপথিক
২৩ জানুয়ারি ২০২১
৯ মাঘ ১৪২৭
৯ জমাদা সানি ১৪৪২
বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৩, ৮ পৃষ্ঠা, ৮৫
শনিবার

রংপুরে ঘরহারা ১৩ হাজার পরিবার পাচ্ছে শান্তির নীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে রংপুর বিভাগের আট জেলায় মাথা গোজার ঠাঁই পাচ্ছেন ১৩ হাজার ১১০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির ৪২০টি এবং বিলুপ্ত ছিটমহলে বসবাসকারী পরিবার আছে ৮৭টি। এসব ঘর নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২২৪ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার টাকা।

শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রথম পর্যায়ে বিভাগের ৯ হাজার ১৯৫টি পরিবারকে বাড়ির চাবিসহ প্রয়োজনীয় দলিল তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উদ্বোধনের দিন রংপুর বিভাগের মধ্যে শুধু নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বাড়ি পাওয়া ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সরাসরি স্পট থেকে অনলাইনে যুক্ত হবেন। অন্যরা স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয়ের অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকবেন।

রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের রাজস্ব শাখা সূত্রে জানা গেছে, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীনে উদ্বোধনের দিন রংপুর জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৮১৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার আছে ১৭টি।

দিনাজপুর জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৩ হাজার ২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার আছে ২৪৪টি।

কুড়িগ্রাম জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ১ হাজার ৪২৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে বিলুপ্ত ছিটমহলের পরিবার আছে ২৪টি।

গাইবান্ধা জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৮৪৬টি পরিবার। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার আছে ৪৬টি।

নীলফামারী জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৪৮১টি পরিবার। এরমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার আছে ৭৩টি। ঠাকুরগাঁও জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৭৮৯টি পরিবার। এরমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার

❑ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

রংপুরে ঘরহারা

আছে ৩৫টি। পঞ্চগড় জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ১ হাজার ৫৭টি পরিবার। এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির পরিবার ৫টি এবং বিলুপ্ত ছিটমহলের পরিবার আছে ৩৩টি।

এছাড়া লালমনিরহাট জেলায় বাড়ি পাচ্ছেন ৭৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এরমধ্যে বিলুপ্ত ছিটমহলের পরিবার আছে ৩০টি।

জানা গেছে, ২ শতাংশ খাস জমির ওপর প্রতিটি টিন শেড বিল্ডিং ঘর নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। ৩৯৪ বর্গফুটের এই বাড়িতে নির্মাণ করা হচ্ছে দুটি কক্ষ, রান্নার জায়গা ও একটি টয়লেট। চারদিকে ইটের দেয়াল এবং মাথার ওপরে লাল ও সবুজ রঙের টিনের ছাদ।

বাড়িগুলো নির্মাণে সহযোগিতা করছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলীরা।

রংপুর বিভাগে গৃহহীন এবং ভূমিহীন হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রতিবছর নদী ভাঙনের শিকার অসংখ্য পরিবার। শুধু তিস্তা নদীর ভাঙনের ফলে প্রতি বছর অসংখ্য পরিবার নি:স্ব হয়ে পথে বসছে। এমন পরিবারগুলোর অনেকের ভাগ্যে জুটছে মুজিববর্ষের উপহার। এদের একজন লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নের জয়নব বেগম।

অনেক আগে স্বামী মারা যাওয়ায় দুই মেয়েকে নিয়ে তার তিন সদস্যের পরিবারের সংসার খরচ চলতো অন্যের বাড়িতে কাজ করে। বর্তমানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকায় ছিল প্রতিদিনের চিন্তা। তাই নিজের একটা বাড়ি হবে এ ধরনের ভাবনাও ছিলো তার কাছে স্বপ্নের মতো।

কিন্তু যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি উপহার পাওয়ার কথা প্রথম শুনলেন সেদিন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। এখন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আর তাকে চিন্তা করতে হবে না।

শুরু থেকে নির্মাণ কাজে কড়া দৃষ্টি রেখেছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। রংপুর জেলা প্রশাসক আসিব আহসান বলেন, ভূমিহীন এবং গৃহহীন মানুষেরা প্রধানমন্ত্রীর উপহার নির্দিষ্ট সময়ে যাতে পেতে পারেন এজন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সকলে নিরলসভাবে কাজ করছেন। জেলায় মোট বাড়ি পাবেন ১ হাজার ২৭৩ জন। এরমধ্যে উদ্বোধনের দিন পাবেন ৮১৯ জন।

রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আবু তাহের মো. মাসুদ রানা বলেন, বিভাগে শুধু 'ক' শ্রেণির পরিবার অর্থাৎ ১৩ হাজার ১১০টি ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে মুজিববর্ষের উপহার দেয়া হবে। তবে উদ্বোধনের দিন উপহার পাবেন ৯ হাজার ১৯৫টি পরিবার।

২৩ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। এ সময় বাড়ির মালিকদের জমির দলিল, নামজারি, জমির মালিকানা কবুলিয়ত নামা এবং ঘরের চাবি দেয়া হবে বলে বলেও জানান তিনি।

দৈনিক
খবর
THE DAILY KHABAR

রেজিঃ নং ডিএ-৩৯৮ ঃ ৪৪ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা ঃ ঢাকা, শনিবার ঃ ৯ মাঘ, ১৪২৭ বাংলা ঃ ৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরী ঃ ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ ইং ঃ ৮ পৃষ্ঠা ঃ মূল্য ৫ টাকা ঃ ওয়েব ঃ www.thedailykhabar.com

আজ তাদের চোখে স্বপ্ন মুখে হাসি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জীবনের বেশিরভাগ সময় তাদের কেটেছে অন্যের জায়গায়, অন্যের ঘরে। নিজের একটি ঘরের স্বপ্ন হয়ত ছিল, কিন্তু জমিসহ একটি বাড়ি যে উপহার পাওয়া সম্ভব, তা ছিল তাদের ভাবনারও বাইরে। মুজিববর্ষে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সেই উপহারই পেলেন। আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় শনিবার ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে দেয়া হয় ঘর। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে তোলা নতুন এ গ্রামের নাম 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'। শনিবার থেকে ভূমিহীন-গৃহহীন ২০টি পরিবারের ঠিকানা এ গ্রাম। ২ শতাংশ খাস জমিসহ দু'টি কক্ষ, একটি শৌচাগার, একটি গোসলখানা, রান্নাঘর আর একটি বারান্দাসহ সুন্দর একেকটি বাড়ি তারা তারা পান। মুরাপাড়ার মুজিববর্ষ ভিলেজে বাড়ি পেয়েছেন রূপগঞ্জের বামনগাঁও এলাকার রুনা বেগম। শেষ জীবনে এসে নিজের একটি ঠিকানা পাওয়ার আনন্দে তার কণ্ঠ ছিল বাষ্পরুদ্ধ। বললেন, "খুব ভাল লাগছে। এত সুন্দর বাড়ি পামু কোনদিন ভাবি নাই। দেশের মাতা শেখ হাসিনা এই বাড়ি দিছে, নামাজ পইড়া সারা জীবন তেনার জন্য দোয়া করুম।" ইকবাল হাসান পেশায় মশারির কারিগর। সামান্য যা আয় করতেন তার বেশিরভাগই চলে যেত বাড়ি ভাড়ায়। এবার উপহার হিসেবে বাড়ি পাওয়ায় খেয়ে-পরে ভালোভাবে চলতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস।

মুজিববর্ষ ভিলেজ

বাড়ি উপহার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। রূপগঞ্জের খুশি বেগমের স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রী, সারা জীবন মানুষের ঘর তৈরি করলেও নিজেদের থাকতে হয়েছে অন্যের ঘরে। উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়ে খুশি বেগম এবার সত্যি খুশি। অশিতীপর আছিয়া বেগম স্বামী হারানোর পর মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন। দিনমজুর একমাত্র ছেলেও থাকে ভাড়া বাড়িতে। মেয়ের বাড়ি ছেলে আছিয়া এখন উঠবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া ঘরে: নিয়ে আসবেন ছেলেকেও। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের এই 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'-এ ভূমিহীন-গৃহহীন ২৫টি পরিবার পেয়েছেন তাদের স্বপ্নের বাড়ি। তাদের অনেকেই বসতবাড়ি হারিয়েছিলেন 'ঘোড়াউত্রা' নদীর ভাঙনে। কিশোরগঞ্জের আমেনার বাড়ি ঘোড়াউত্রা নদীতে বিলীন হওয়ার পর আবার তিনি ঘর বেঁধেছিলেন নদীর তীরে। সে ঘরও ভেঙে কেড়ে নেয় নদী। স্থানীয় একটি চাতালে কাজ নেয়ার পর সেখানকার ছোট্ট কুঠুরিতে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটছিল তার। এখন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ঘর উপহার পেয়ে আমেনা বললেন, "জীবনেও ভাবছি না এরহম বাড়ি পাইবাম, আল্লাহ ফিরে তাহাইছে, শেহের বেটি ঘর দিছে, খুব খুশি হইছি।" কিশোরগঞ্জের মাছুম মিয়া নৌকা চালান ঘোড়াউত্রা নদীতে। সাত বছর আগে সে নদীতেই বিলীন হয়েছিল তার মাথা গোঁজার ঠাইটুকু। মাছুম ● পাতা ২ : কলাম ৬

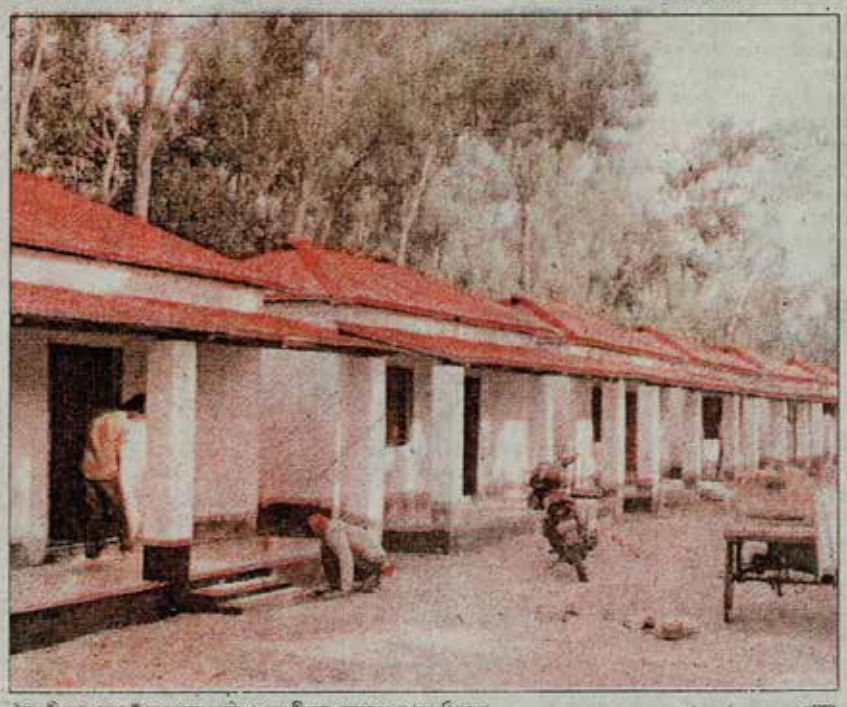

ঈশ্বরদীপুরে চার উপজেলার ভূমি ও গৃহহীনরা পাচ্ছেন নতুন ঠিকানা -খবর

আজ তাদের

বললেন "কোনো দিনই কল্পনা করতে পারছি না আবার বাড়ি পাইবাম। শেখ হাসিনা সেই বাড়ি আবার ফিরাইয়া দিল, শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হউক।" ঘোড়াউত্রা নদীর ভাঙনে বাড়ি হারানোর পর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে স্থানীয় চেয়াম্যানের জমিতে ঠাঁই পেয়েছিলেন সেলিনা বেগম। এবার নিজেদের বাড়ি হওয়ায় অন্যের জায়গায় আর থাকতে হবে না তাদের। বাড়ি পাওয়ার আনন্দে নুরেছা বেগমের মুখে লেগে ছিল হাসি। ছোটবেলা থেকেই মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জীবন কেটেছে তার। নুরেছার ভাষায়, আল্লাহ এবার 'চোখ তুলে' তাকিয়েছেন তার দিকে, 'উছিলা' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন তিনি।

আমাদের ভাষা গণমানুষের

মানবকণ্ঠ

শনিবার, ঢাকা ২৩ জানুয়ারি ২০২১, ৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২, রেজি. নং ডিএ-১৯৭২, বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩১২, ১২ পৃষ্ঠা, মূল্য : ৫ টাকা

গৃহহীনরা পাচ্ছেন স্বপ্নের ঠিকানা

ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শেখ হাসিনা

সাইফুল ইসলাম

টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিন্নমূল, দুস্থ, ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে আসছেন, 'মুজিববর্ষে একটা মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে আজ শনিবার। একই সঙ্গে ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তিনি। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৯ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে দেয়া হচ্ছে সেমিপাকা টিনশেড ঘর। পৃথিবীর কোনো দেশ অতীতে এক সঙ্গে এত গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দেয়ার নজির নেই, শুধুমাত্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই সেই বিরল কাজটি করছেন। সারা দেশে ৬৪টি জেলার সব কটি থানায় তৃণমূল পর্যায়ে তালিকা করে ছিন্নমূল ও দুস্থ পরিবারকে এ ধরনের বিশেষ ঘর দেয়া হচ্ছে। কয়েকটি ধাপে সেই ঘরগুলো গৃহহীনদের মাঝে দেয়া হবে। প্রথম ধাপে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর হস্তান্তর করবেন শেখ হাসিনা। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্প উদ্বোধন করবেন।

আজ ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর

জানা যায়, গৃহহীনদের শুধু ঘর নয়, প্রতিটি পরিবারের জন্য সর্বনিম্ন ২ শতাংশ খাস জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও দেয়া হয়েছে তিন বা পাঁচ শতাংশ জমি। ঘরের মধ্যে দুটি শোয়ার কক্ষ, একটি বসার কক্ষ, একটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে। ঘরপ্রতি ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ হিসেবে গৃহহীনদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১১২৮ দশমিক ৭১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

মুজিববর্ষে দুস্থ ও গৃহহীনদের জন্য নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত সেমিপাকা ঘর —মানবকণ্ঠ

গৃহহীনরা পাচ্ছেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের হিসাব মতে, সারা দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে জমি ও ঘর নেই এমন পরিবারের পাশাপাশি ১০ শতাংশে জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ বাড়ি এমনও পরিবার রয়েছে।

সূত্র জানায়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ২০২২ সালের জুন মাসে। ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ হওয়ার অর্থের পরিমাণ ৪৮২৬ দশমিক ১৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই আরো ১ লাখ একক গৃহ বরাদ্দ করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রায় ৯ লাখ ভূমিহীন পরিবারকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. মাহবুব হোসেন গণমাধ্যমকে বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে মোট ৯ লাখ পরিবারকে ঘর দেয়া হবে। এর প্রথম ধাপে আগামী ২৩ জানুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারকে ঘর হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। তিনি বলেন, 'এক মাসের মধ্যে আরো বরাদ্দ করা হবে ১ লাখ ঘর। এ জন্য আমরা দুটি তালিকা তৈরি করেছি। একটি তালিকা করা হয়েছে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের। অর্থাৎ যাদের ঘর ও জমি নেই। এর সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৬১টি পরিবার। আর দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছেন, যাদের জমি আছে কিন্তু ঘর নেই। এ তালিকা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১।'

গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২টি উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন। ছয় মাসেরও কম সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই পরিবারগুলোর কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।' সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, 'শুধু ঘরই যে দেয়া হচ্ছে, তা না। প্রত্যেককে তার জমি ও ঘরের দলিল নিবন্ধন ও নামজারিও করে দেয়া হচ্ছে। যদি জমি ও ঘরের মূল্য হিসাব করা হয়, তাহলে একেক পরিবার প্রায় ১০ লাখ টাকার সম্পদ পাচ্ছে।'

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, রাজধানীর পাশে জেলা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া গ্রামে সরকার ভূমিহীন, গৃহহীন ২০টি পরিবারকে বিনা পয়সায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট ২০টি ঘর করে দেয়া হয়েছে। সেখানে ঘর পেয়েছেন বিল্লাল হোসেন। সে বলেন, 'আমাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন হতে যাচ্ছে। স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। শুকরিয়া, শেখ হাসিনা আপার কাছে। এখন কিছু হলেও মেয়েদের জন্য সঞ্চয় করতে পারব।' বিল্লাল হোসেনের তিন মেয়ে রয়েছে। তার এক মাত্র উপার্জনে চলত সংসার। যা আয় করতেন বেশিরভাগই বাসার ভাড়া বাবদ চলে যেত। সে আরো বলেন, 'কোনোদিন ভাবি নাই আমারও নিজের ঘর হবে। পরিবার নিয়া এক সাথে থাকব। সত্যিই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপা আমাদের মতো গরিবদের নিয়াও ভাবেন।'

নতুন একটি ঠিকানা পেয়ে এই প্রতিক্রিয়া জানালেন ষাটোর্ধ্ব ফিরোজ মিয়া, যিনি মাটি কাটা শ্রমিকের কাজ করেন। মুজিববর্ষে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার' হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নিজের বাড়ি পেতে যাওয়া ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষগুলো এখন নতুন স্বপ্নে বিভোর। নতুন ঘর দেখতে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব শরীফুল ইসলাম। এক সময় ঢাকায় বাসের হেলপার ছিলেন তিনি, হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোক করে জীবনটা থমকে যায়। এক সময় কাভার্ড ভ্যানচালক বড় ছেলে আর একমাত্র মেয়ের থেকে সামান্য টাকা চেয়ে নিয়ে জীবন কাটানো শরীফুল নতুন ঘরকে জীবনের নতুন অবলম্বন হিসেবে দেখছেন। তিনি বলেন, 'এখন আমার থাকার কোনো চিন্তা নাই। ছোটখাটো একটা মুদি দোকান দিলেও বাকি জীবনটা কাইটা যাইব। আমি শেখ হাসিনা আপার কাছে কৃতজ্ঞ।' আশ্রয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল—ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্ন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

সূত্র জানায়, ১৯৯৭ সাল থেকে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা ২ হাজার ১৭২টি। নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা ২২ হাজার ১৬৪টি। ব্যারাকে পুনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬৮টি। জমি আছে কিন্তু ঘর তৈরির সামর্থ্য নেই এমন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৮৪ পরিবারকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য নির্মিত বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে ৫৮০টি। ২৩ বছরে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি। এর আগে মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত পাঁচতলাবিশিষ্ট ২০টি বহুতল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে একটি করে ফ্ল্যাট উপহার দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পাঁচতলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪ হাজার ৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। খুরুশকুল প্রকল্পটি বিশ্বের একক বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ জুলাই এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। বাকি ১১৯টি বহুতল ভবন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সৈয়দ শামসুল হকের গল্পে শশী

এগিয়ে থাকার জন্য

THE DAILY BHORER DAK

ভোরের ডাক

এবার ইউটিউবে বুবলী

[illegible]

প্রকাশ পাচ্ছে ইমরান-পূজার নতুন দ্বৈতগান

[illegible]

[illegible]

রেজি : ডিএ ১২০৭ ॥ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২৯৫ ॥ ঢাকা ॥ শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১ ॥ ৯ মাঘ ১৪২৭ ॥ ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ ॥ ৮ পৃষ্ঠা মূল্য ৩ টাকা ॥ www.bhorer-dak.com

[illegible]

মুজিববর্ষে শেখ হাসিনার উপহার

প্রথমধাপে আজ ঘর পাচ্ছে ৬৬ হাজার গৃহহীন মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : মুজিববর্ষে সরকারের ঘোষণার আওতায় আজ গৃহহীন-ভূমিহীন ৬৬ হাজার ১৮৯ পরিবারকে ঘর উপহার দিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪৯২টি উপজেলায় যুক্ত হয়ে গৃহহীন-ভূমিহীনদের মুজিববর্ষের এ উপহার তুলে দেবেন।

জানা গেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি পরিবারের তালিকা করে তাদের ঘর করে দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনা পয়সায় দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, ছয় মাসেরও কম সময়ে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় এক লাখ পরিবারকে ঘর উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। শুধু ঘরই নয়, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই পরিবারগুলোকে কর্মসংস্থানেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস বলেন, তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ৪১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকায় তৈরি করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৩৬টি ঘর। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্যোগ সহনশীল ঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬৫৯ কোটি ৮২ লাখ টাকায় ৩৮ হাজার ৫৩৬টি ঘর এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫১ কোটি ৪১ লাখ টাকায় ৩ হাজার ৬০টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

কায়কাউস বলেন, এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। একই সাথে এতগুলো পরিবারের পুনর্বাসনের নজির পৃথিবীতে আর নেই। এখন যেভাবে পুনর্বাসনের কাজ চলছে, তাতে আগামী ২ বছরের মধ্যে গৃহহীন পৌনে ৯ লাখ পরিবারের প্রত্যেকটি ঘর পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। আর যদি এ কাজে সম্পদশালীরা এগিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রথমধাপে আজ ঘর পাচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর : আসেন, তাহলে অনেক আগেই এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে। জানা গেছে আজ ভূমিহীন-গৃহহীনদের যে ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে রয়েছে দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট এবং একটি লম্বা বারান্দা। এই সব ঘরের নকশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পছন্দ করেছেন।

শনিবার ঢাকা ২৩ জানুয়ারি ২০২১ | ৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি রেজি নং ডিএ-৬৪৮০, বর্ষ-৮, সংখ্যা-২৪২ | ১২ পৃষ্ঠা ৫ টাকা

The Daily Protidiner Sangbad ● www.protidinersangbad.com

প্রতিদিনের সংবাদ

৬৬,১৮৯ ভূমিহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে আজ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জীবনের বেশির ভাগ সময় তাদের কেটেছে অন্যের জায়গায়, অন্যের ঘরে। নিজের একটি ঘরের স্বপ্ন হয়তো ছিল কিন্তু জমিসহ একটি বাড়ি যে উপহার পাওয়া সম্ভব, তা ছিল তাদের ভাবনারও বাইরে। মুজিববর্ষে তারা সেই উপহার পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ ঘর। আজ শনিবার মুজিববর্ষের এই উপহারের উদ্বোধন করবেন

■ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

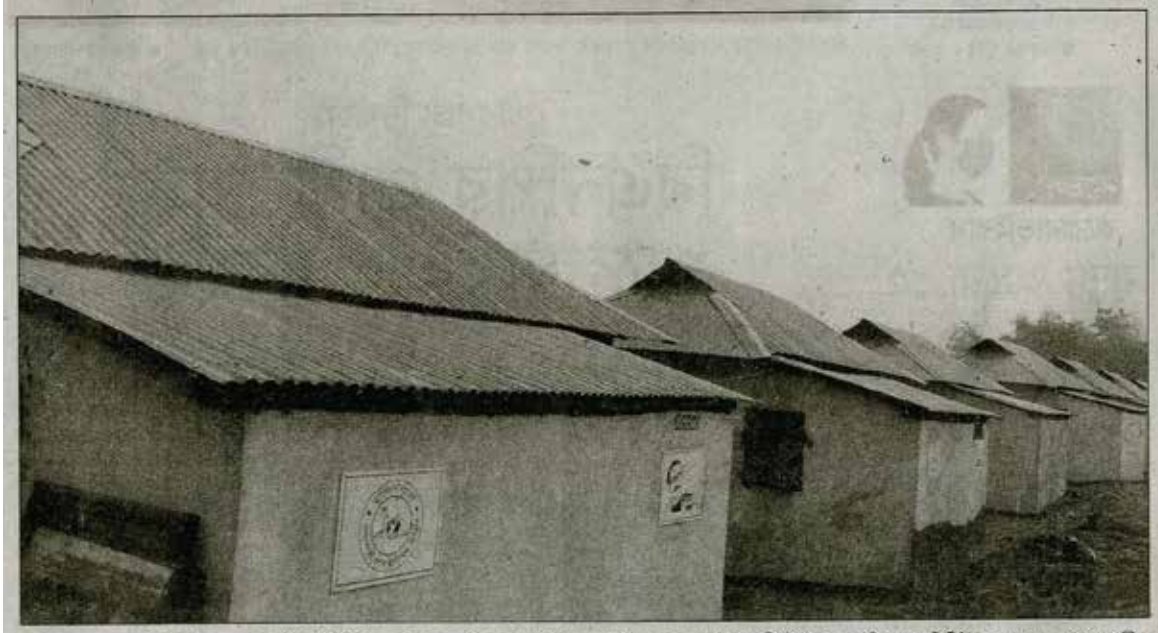

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বন্ধেশ্বরী তলায় ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত ঘর ● প্রতিদিনের সংবাদ

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ইকরতলী গ্রামে ভূমি ও গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে নির্মিত ঘর। আজ এ স্বপ্নপুরীর বাসিন্দা হতে যাচ্ছে পরিবারগুলো ● প্রতিদিনের সংবাদ

৬৬,১৮৯ ভূমিহীন পরিবার ঘর

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২ শতাংশ খাস জমির মালিকানা দিয়ে বিনামূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর পাবেন প্রত্যেক পরিবার। প্রায় ১ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ এবং গৃহায়ন মন্ত্রণালয়। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মুড়াপাড়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে তোলা নতুন এই গ্রামের নাম 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'। আজ শনিবার থেকে ভূমিহীন-গৃহহীন ২০টি পরিবারের ঠিকানা হবে এই গ্রাম। ২ শতাংশ খাস জমিসহ দুটি কক্ষ, একটি শৌচাগার, একটি গোসলখানা, রান্নাঘর আর একটি বারান্দাসহ সুন্দর একেকটি বাড়ি তারা পাচ্ছেন।

মুড়াপাড়ার মুজিববর্ষ ভিলেজে বাড়ি পেয়েছেন রূপগঞ্জের বামনগাঁও এলাকার রুনা বেগম। শেষ জীবনে এসে নিজের একটি ঠিকানা পাওয়ায় আনন্দে তার কণ্ঠ ছিল বাষ্পরুদ্ধ। তিনি বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর বাড়ি পামু কোনোদিন ভাবি নাই। দেশের মাতা শেখ হাসিনা এই বাড়ি দিছে, নামাজ পইড়া সারা জীবন তেনার জন্য দোয়া করুম।'

ইকবাল হাসান পেশায় মশারির কারিগর। সামান্য যা আয় করতেন তার বেশির ভাগই চলে যেত বাড়ি ভাড়ায়। এবার উপহার হিসেবে বাড়ি পাওয়ায় খেয়ে-পড়ে ভালোভাবে চলতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। বাড়ি উপহার পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

রূপগঞ্জের খুশি বেগমের স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রি, সারা জীবন মানুষের ঘর তৈরি করলেও নিজেদের থাকতে হয়েছে অন্যের ঘরে। উপহার হিসেবে বাড়ি পেয়ে খুশি বেগম এবার সত্যি খুশি।

অশিতীপর আছিয়া বেগম স্বামী হারানোর পর মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন। দিনমজুর একমাত্র ছেলেও থাকে ভাড়া বাড়িতে। মেয়ের বাড়ি ছেলে আছিয়া এখন উঠবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া ঘরে; নিয়ে আসবেন ছেলেকেও।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের 'মুজিববর্ষ ভিলেজ'-এ ভূমিহীন-গৃহহীন ২৫টি পরিবার পেয়েছেন তাদের স্বপ্নের বাড়ি। তাদের অনেকেই বসতবাড়ি হারিয়েছিলেন 'ঘোড়াউত্রা' নদীর ভাঙনে।

কিশোরগঞ্জের আমেনার বাড়ি ঘোড়াউত্রা নদীতে বিলীন হওয়ার পর আবার তিনি ঘর বেঁধেছিলেন নদীর তীরে। সে ঘরও কেড়ে নেয় নদী। স্থানীয় একটি চাতালে কাজ নেওয়ার পর সেখানকার ছোট্ট কুঠুরিতে সন্তানদের নিয়ে দিন কাটছিল তার। এখন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ঘর উপহার পেয়ে আমেনা বলেন, 'জীবনেও ভাবছি না এরকম বাড়ি পাইবাম, আল্লাহ ফিরে তাকাইছে, শেখের বেটি ঘর দিছে, খুব খুশি হইছি।'

কিশোরগঞ্জের মাসুম মিয়া নৌকা চালান ঘোড়াউত্রা নদীতে। সাত বছর আগে সে নদীতেই বিলীন হয়েছিল তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু। তিনি বলেন, 'কোনো দিনই কল্পনা করতে পারছি না আবার বাড়ি পাইবাম। শেখ হাসিনা সেই বাড়ি আবার ফিরাইয়া দিল, শেখ হাসিনা দীর্ঘজীবী হউক।'

ঘোড়াউত্রা নদীর ভাঙনে বাড়ি হারানোর পর অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানের জমিতে ঠাঁই পেয়েছিলেন নেলিনা বেগম। এবার নিজেদের বাড়ি হওয়ায় অন্যের জায়গায় আর থাকতে হবে না তাদের। বাড়ি পাওয়ার আনন্দে নুরেছা বেগমের মুখে লেগে ছিল হাসি। ছোট বেলা থেকেই মানুষের বাড়িতে বাড়িতে জীবন কেটেছে তার। নুরেছার ভাষায়, আল্লাহ এবার 'চোখ তুলে' তাকিয়েছেন তার দিকে, 'উছিলা' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন তিনি।

প্রকাশনার ৪৫ বছর

দৈনিক

করতোয়া

জনগণের আপনজন

ঢাকা সংস্করণ

The Daily Karatoa

১২ পৃষ্ঠা মূল্য ৫ টাকা

www.ekuratoa.com • রেজি ঃ রাজ ১৩ • ৪৫তম বর্ষ • সংখ্যা ১৬৩ • বগুড়া শনিবার ৯ মাঘ ১৪২৭ • ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি • ২৩ জানুয়ারি ২০২১ • www.karatoa.com.bd

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার

ভূমিহীন ও গৃহহীন সবাই পাচ্ছেন জমিসহ পাকাবাড়ি

বাসস : 'দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মর্মে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে জমিসহ পাকাবাড়ি পাচ্ছেন দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো।

দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে ৮ লাখ (২ পৃঃ ১ কঃ দ্রঃ)

উপহার আজ ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঠাকুরগাঁও জেলার ৫ উপজেলায় ৭৮৯টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। ছবিটি গতকাল সদর উপজেলার বছেশ্বরীতলা থেকে তোলা -করতোয়া

ভূমিহীন ও গৃহহীন সবাই পাচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

৮৫ হাজার ৬২২টি বাড়ি দেয়া হবে। জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ এবং 'যার জমি আছে কিন্তু ঘর নাই' এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের প্রত্যেককে ২ শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ২১ জেলার ৩৬ উপজেলার ৪৪টি প্রকল্পে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনের মাধ্যমে সারা দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে এই ঘরগুলো তুলে দেয়া হবে।

দেশের কোন এলাকায় কতগুলো ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেতে যাচ্ছে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তা নিয়ে বিভিন্ন জেলায় প্রেসব্রিফিং করে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ।

দিনাজপুর : জেলার ১৩টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৩ হাজার ২২টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার বাড়ি পাবেন। প্রথম পর্যায়ে মোট ৪ হাজার ৭৬৪টি বাড়ি নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দিনাজপুরে প্রথম পর্যায়ে ৩ হাজার ২২টি গৃহহীন ও উপকারভোগি পরিবারের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে বাড়ির কাগজপত্র হস্তান্তর করা হবে। এ তথ্য জানান দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল আলম।

সাতক্ষীরা : জেলার ১ হাজার ১৪৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। এর মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। 'আশ্রয়ণের অধিকার-শেখ হাসিনার উপহার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর জন্য নির্মিত বাসগৃহগুলো ইতমধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক এসএম মোস্তফা কামাল এসব তথ্য জানান।

খুলনা : জেলার ৯টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৯২২টি পরিবারকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট নবনির্মিত ঘরসহ জমি প্রদান করা হবে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন এ এসব তথ্য জানানো হয়। খুলনা জেলায় 'ক' শ্রেণির তালিকাভুক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন ৫ হাজার ৮৮টি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে গৃহ প্রদান করা হবে। এর অংশ হিসেবে খুলনা জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে জেলার ৯টি উপজেলায় প্রথম পর্যায়ে ৯২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি করে সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও দেড় হাজার ঘর নির্মাণের প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।

নোয়াখালী : ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান প্রকল্পের আওতায় সরকারিভাবে ঘর পাচ্ছে ৮৫৫টি গৃহহীন পরিবার। জেলা প্রশাসক জানান, ১ম ধাপে নোয়াখালীর ৯ উপজেলার ভূমিহীনদের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৫৫টি ঘরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া ১৫০টি ঘর উপকারভোগী পরিবারের অনুকূলে হস্তান্তর করা হবে। অবশিষ্ট আরো ৭০৫টি ঘর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকীর আগেই গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হবে।

বগুড়া : জেলায় ১২ টি উপজেলায় ১৭০২ টি পরিবার ১ হাজার ৪৫২ টি ঘর পচ্ছে। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের নিকট ঘর হস্তান্তর করা হবে। জেলা প্রশাসক মো. জিয়উল হক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বগুড়ার ১২ টি উপজেলায় মোট ১৪৫২ টি গৃহের মধ্যে বগুড়া সদরে ২৫০ টি শাজাহানপুরে ১৫ টি শেরপুরে ২৬৩ টি, ধুনটে ১০১ টি, সারিয়াকান্দিতে ১০৭ টি, সোনাতলায় ১২৫ টি, গাবতলীতে ৪৫ টি, শিবগঞ্জে ১৮০ টি, আদমদিঘীতে ১০০ টি, দুপচাঁচিয়ায় ১৩৩ টি, কাহালুতে ৭৭ টি, নন্দীগ্রামে ১৫৬ টি গৃহ প্রদান করা হবে। রাজশাহী বিভাগের মধ্যে বগুড়ায় সর্বোচ্চ গৃহ পাবে বগুড়ার গৃহহীন মানুষ।

নেত্রকোনা : জেলার ১০টি উপজেলায় মোট ১০ হাজার ৩০টি পরিবারকে ঘর প্রদান করা হবে। জেলা প্রশাসক কাজি মোহাম্মদ আবদুর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

কুমিল্লা : দেশব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পূণর্বাসন কর্মসূচির আওতায় জেলায় প্রথম পর্যায়ে ৩৫৯ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ৩৫৯টি নবনির্মিত ঘর হস্তান্তর করা হবে। জেলা প্রশাসক মো. আবুল ফজল মীর জেলার ১৭টি উপজেলায় ৩৫৯ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে নবনির্মিত গৃহ প্রদানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

গাজীপুর : জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলায় মোট ২৮৫টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২১০টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৭৫টি গৃহ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ে ২১০টি ঘরের মধ্যে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ১০০টি, কালিয়াকৈর উপজেলায় ৯০টি ও শ্রীপুর উপজেলায় ২০টি গৃহ বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কাপাসিয়ায় ৪২টি, কালিয়াকৈর উপজেলায় ৫৫টি ও শ্রীপুর উপজেলায় ২০টি গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এসব গৃহ উপকারভোগীদের নামে কবুলিয়ত দলিল ও নামজারি সম্পন্ন করা হয়েছে

কুড়িগ্রাম : জেলায় দেড় হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষ জমিসহ নতুন ঘর পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর আশ্রায়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রতিটি পরিবার ২শতক জমির উপর নির্মিত একটি দুইকক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং টয়লেট ও রান্নাঘর পাচ্ছেন। সেই সঙ্গে জমির কবুলিয়ত, নামজারিসহ খতিয়ান ও একটিসনদপত্র পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম এ তথ্য জানান। রাজীবপুরে ৩০০টি, কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর ও ভুরুঙ্গামারীতে ২০০টি করে পরিবার ছাড়াও রাজারহাটে ৭০টি, চিলমারীতে ১০০টি, নাগেশ্বরীতে ২৬৪টি, ফুলবাড়ীতে ১৬৫টি ও রৌমারীতে ৫০টি পরিবারসহ মোট ১ হাজার ৫৪৯টি পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছেন। এতে মোট ৪৯ দশমিক ৬৭ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে খরচ হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

নারায়ণগঞ্জ : জেলায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৬৬৭ গৃহহীন পরিবার নতুন ঘর পাচ্ছে। ইতিমধ্যে গৃহনির্মাণ কাজ শেষ। জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহ গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

শেরপুরে : জেলায় ১ হাজার ৩৩৩ জন ভূমি ও গৃহহীন পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর উপহার সরকারি ঘর। এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব।

শরীয়তপুর : জেলায় ৬৯৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় পরিবারের মাঝেবিনামূল্যে ঘর হস্তান্তর করা হবে।

পিরোজপুর : জেলায় ১ হাজার ১৭৫টি গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

ঠাকুরগাঁও : জেলা প্রশাসক ড.কেএম কামরুজ্জামান সেলিম জানান, ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের মাঝে গৃহ হস্তান্তরের জন্য জেলার ৫টি উপজেলায় ৭৯২টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে ১ হাজার ২১৭টি গৃহের জমি নির্বাচন ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

হবিগঞ্জ : জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান জানান, জেলার ৭৮৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার।

সিলেট : জেলার ১৩ টি উপজেলায় ৪ হাজার ১৭৮ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে স্বপ্ন নীড় নির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার। ইতোমধ্যে ১ হাজার ৪০৬টি ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে। বাকি ঘরগুলোও নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ঝালকাঠি : জেলা প্রশাসক মো. জোহর আলী জানান, জেলার ৪৭৪ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৩০টি ঘর বসবাসের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ : ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম জানান, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭৮৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বসতবাড়ি পাচ্ছে।

নীলফামারী : জেলায় ৬৩৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার। ইতিমধ্যে ঘর হস্তান্তরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘর উপহার পাচ্ছেন ৬৩৭ গৃহহীন পরিবার। সদর উপজেলায় ৯৯টি, সৈয়দপুরে ৩৪টি, ডোমারে ৩৮টি, ডিমলায় ১৮৫টি, জলঢাকায় ১৪১টি ও কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ১৪০টি পরিবার রয়েছে।

মেহেরপুর : জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৮ টি পরিবারকে জমিসহ গৃহ প্রদান করা হবে বলে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান জানান।

বান্দরবান : জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি জানান, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৬ হাজার ৮৬৭ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকা করা হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে ২ হাজার ১৩৪টি বাড়ী তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং প্রথমে তৈরিকৃত ৩৩৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের এই সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

জয়পুরহাট : জেলা প্রশাসক মো. শরীফুল ইসলাম জানান, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় জেলার পাঁচটি উপজেলার ১৬০টি ভূমিহীন ও গৃহহীণ পরিবার নতুন বাড়ি পাচ্ছে। বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে জেলার সদর উপজেলায় ৪৬টি, পাঁচবিবি উপজেলায় ৪৫টি, আক্কেলপুর উপজেলায় ২১টি, কালাই উপজেলায় ৪০টি ও ক্ষেতলাল উপজেলায় ৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার রয়েছে।

নড়াইল : জেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য ৫ কোটি ৫৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩২৫টি বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০৫টি বাড়ি নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ২২০টি বাড়ি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন নড়াইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

নাটোর : জেলা প্রশাসক মো. শাহরিয়াজ জানান, জেলায় ৫৫৮টি সেমিপাকা গৃহ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নিকট হস্তান্তরের জন্যে এখন প্রস্তুত। শনিবার জমির মালিকানা দলিলসহ গৃহের চাবিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেয়া হবে।

ময়মনসিংহ : জেলার গফরগাঁও উপজেলার ২০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য নির্মিত হচ্ছে আধা পাকা ঘর স্বপ্ননীড়।

বাগেরহাট : বাগেরহাট জেলা প্রশাসক আনম ফয়জুল হক জানান, জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য ৪১৫টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। জেলার প্রতিটি উপজেলায় গৃহ নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। আরও ঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

পঞ্চগড় : জেলার ৪৩টি ইউনিয়নে ১ হাজার ৫৭ টি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য তৈরী করা হয়েছে পাকা বাড়ি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলায় ২০৮ টি, দেবীগঞ্জ উপজেলায় ৫৮২ টি, বোদা উপজেলায় ৫৫টি, তেতুলিয়া উপজেলায় ১৪২টি, আটোয়ারী উপজেলায় ৭০ টি ঘর বরাদ্দ দেয়া হবে।

The Daily Shomoyer Alo
সময়ের আলো
দ্বিতীয় সংস্করণ
সত্য প্রকাশে আপসহীন

গৃহহীনে গৃহ

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন আজ

'নতুন' বাংলাদেশে নতুন বাড়ি পাচ্ছে কুড়িগ্রামের ছিটমহলের গৃহহীনরা

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মডেল বাড়ি দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ● পিএমও

● হাবীব রহমান কুড়িগ্রাম থেকে

ইতিহাসের দায়মোচন না নতুন ইতিহাস, সে বিতর্ক থাকতেই পারে। দায়মোচনেই সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষদের জীবন বদলে ফেলার নতুন স্বপ্ন দেখানোর মাধ্যমে নতুন ইতিহাসই সৃষ্টি করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আজ এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির দিন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুজিব বর্ষের উপহারস্বরূপ দেশের গৃহহীনদের পাকা বাড়ি করে দেওয়ার প্রথম পর্যায়ে আজ সেই বাড়ি হস্তান্তর করা হবে ৭০ হাজার পরিবারের মধ্যে। চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস সুবিধাভোগীদের। আনন্দ হিল্লোল বইছে মুজিব গ্রামগুলোতে। একে একে ইতিহাস সৃষ্টি করা শেখ হাসিনা কুড়িগ্রামের দাসিয়ারছড়ায় ছিটমহল বিনিময় করে অনেকের পরিচয় করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশি হিসেবে। এবার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তাদের অনেককে।

ফুলবাড়ী উপজেলার সাবেক ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ারছড়ার বাসিন্দা আলীফ উদ্দিন (৬২)। তিনি ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময়ের সময় দাসিয়ারছড়ায় থেকে গিয়েছিলেন। ভারতের নন,

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৫

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধন আজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এই মাটিতে আমৃত্যু থেকে যেতে চেয়েছিলেন। আর তার এই বাংলাদেশি নাগরিক পরিচয় ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এর প্রায় পাঁচ বছর পর আলীফ উদ্দিনকে স্থায়ী আশ্রয়ও করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই। ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কামালপুরে (সাবেক দাসিয়ারছড়া) অন্য ১৩ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মতো আলীফ উদ্দিনকে সুদৃশ্য গৃহ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আলীফ উদ্দিন তাই বললেন, ওপরে আল্লাহর রহম, নিচে শেখ হাসিনার দয়া। তাই নতুন বাংলাদেশে ভালো আছি। নাগরিকত্ব দিয়েছেন শেখ হাসিনা, আশ্রয়ও দিয়েছেন শেখ হাসিনা। শুধু আলীফ উদ্দিনই নন, ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবার আজ শনিবার পাচ্ছেন তাদের স্থায়ী ঠিকানা। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ৯ লাখ পরিবারের মধ্যে প্রথম ধাপের এই ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের হাতে জমি ও ঘরের মালিকানার কাগজ তুলে দেবেন সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা।

এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জমি ও ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে ৭৪৩টি ব্যারাকে ৩ হাজার ৭১৫ পরিবারকে পুনর্বাসনও করা হবে। অর্থাৎ এই ধাপে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি পরিবারকে ঘর দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে একক গৃহ এবং ব্যারাকে মোট ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার ঘটনা বিশ্বে এটাই প্রথম। বিশ্বের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশে পরিণত হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

সাবেক দাসিয়ারছড়া ছিটমহলে স্থাপিত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নতুন নিবাসে সপরিবারে ঠাঁই মিলেছে আলীফ উদ্দিন ছাড়াও আবদুস সালাম (৬৫), আক্তার আলী (৫২) এবং স্বামী পরিত্যক্ত মুক্তা বেগমেরও (২৫)। এই চারজনই জন্মভিটা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে চাননি। এখন শেখ হাসিনার উপহার সুদৃশ্য গৃহ পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত। তারা অভিন্ন ভাষায় বললেন, নতুন বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে শেখ হাসিনার জন্য শত কোটি দোয়া করছি।

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের খাটামারি গ্রামের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর জন্য নির্মিত নিবাসে ঠাঁই পেয়েছেন বয়োবৃদ্ধা দেলু বেগম (৯০)। এর আগে তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, 'যিনি তাদের ঘর করে দিয়েছেন, সেই শেখ হাসিনার জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করব। আল্লাহ খুশি, শেখ হাসিনা খুশি, আমরাও খুশি।' একই নিবাসের সমন্তভান বেগম (৫৮) জানান, তারও কোনো ঘরদুয়ার ছিল না। গত ২৮ বছর ধরে তিনি মানুষের বাড়িতে পড়েছিলেন। শেখ হাসিনা তাকে ঘর দিয়েছেন, স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছেন।

একই জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার বেরুবাড়ী ইউনিয়নের চর বেরুবাড়ী গ্রামে ঘর পেয়েছেন ৭০ বছর বয়সি বিধবা লালবানু। তিনি বলেন, 'মানুষের সাহায্য নিয়ে চলতাম, মানুষের বাড়িতে থাকতাম। আল্লাহয় দিছে, আর শেখ হাসিনায় দিছে ঘর।'

কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক রেজাউল করিম জানান, 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে 'আশ্রয়ণের অধিকার– শেখ হাসিনার উপহার' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর আওতায় এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার নয়টি উপজেলায় মোট ১ হাজার ৫৪৯টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার প্রথম ধাপে দুই শতাংশ জমিসহ ঘর পাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব ভূমিহীন ও গৃহহীনই মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই উদ্যোগের আওতায় আসবেন।

গৃহহীন ও ভূমিহীনদের স্থায়ী ঠিকানা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রথম পর্যায়ের ৬৬ হাজার ১৮৯টি একক গৃহ নির্মাণের সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় করছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে একক গৃহগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় যেসব পরিবার গৃহ পাচ্ছে, সেসব পরিবারকে দুই শতাংশ খাস জমিও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সব গৃহের নকশা একই রকম হচ্ছে। প্রতিটি গৃহে ইটের দেওয়াল, কংক্রিটের মেঝে এবং লাল, নীল ও সবুজ রঙের টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি দুটি করে শোয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, টয়লেট এবং সামনে খোলা বারান্দা থাকবে। গৃহপ্রতি ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ হিসাবে গৃহহীনদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১ হাজার ১৬৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মাহবুব হোসেন বলেছেন, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে মোট ৯ লাখ পরিবারকে ঘর দেওয়া হবে। এর প্রথম ধাপে আজ শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৬৯ হাজার ৯০৪টি পরিবারকে গৃহ হস্তান্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সরকারের হিসাব মতে, সারা দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৬ হাজার ৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৯৭, রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩৪, রাজশাহী বিভাগে ৯৬ হাজার ৫০৪, খুলনা বিভাগে ১ লাখ ৪২ হাজার ৪১১, বরিশাল বিভাগে ৮০ হাজার ৫৮৪ এবং সিলেট বিভাগে ৫৫ হাজার ৬২২টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে জমি ও ঘর নেই, এমন পরিবারের পাশাপাশি ১০ শতাংশ জমি আছে; কিন্তু বাড়ি জরাজীর্ণ, এমন পরিবারও রয়েছে। মুজিব বর্ষে এই প্রায় ৯ লাখ পরিবারই পর্যায়ক্রমে গৃহ পাচ্ছে। যার সূচনা ঘটছে শনিবার প্রথম ধাপের ৬৯ হাজার ৯০৪টি গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে।

দিন বদলের অঙ্গীকার

দিনপরিবর্তন

শনিবার, ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ । ৯ মাঘ ১৪২৭ ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ । বর্ষ ৫ । সংখ্যা ২৭৫ । রেজি. নং- ডিএ ৬৫৪৩ । পৃষ্ঠা-১২

আজ ঘর উপহার পাচ্ছে ৬৬ হাজার পরিবার

সিরাজুল ইসলাম ■

মুজিববর্ষে সরকারের উপহার হিসেবে আজ ঘর পাচ্ছে ৬৬ হাজার ১৯৮টি গৃহহীন পরিবার। 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবারকে পাকা ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করবে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে এই ঘর হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘরের নকশা অনুমোদন করার পর সারাদেশে একই রকমের ঘর নির্মাণকাজ শুরু হয়। গত ছয় মাসে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর নির্মাণ শেষ হয়েছে। যাদের জমি আছে, কিন্তু ঘর নেই- তাদের নিজস্ব জমিতে এবং যাদের জমি নেই, তাদের ২

মুজিববর্ষ

শতাংশ পরিমাণ খাস জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। ২০৯৮ একর খাসজমিতে এসব ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় ৯ লাখ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। তিনি বলেন, পৃথিবীতে এভাবে সরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসন করার কোনো নজির নেই। সব বাড়িতেই বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব বাড়িতে যেসব পরিবার থাকবে, তাদের আয়-উপার্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে।

মুজিববর্ষে দেশের গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়ার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপরই একটি নীতিমালা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আজ ঘর উপহার পাচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রণয়ন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবারের তালিকা তৈরি করে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় এসব পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ-কাজ শুরু হয়।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী এসব ঘরের সঙ্গে জমির দলিল, নামজারি, খতিয়ান ও সনদ হস্তান্তর করবেন। জমির মালিকানা পরিবারের স্বামী-স্ত্রী দুজনকে সমানভাবে দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া।

গৃহহীনদের এভাবে ঘর দেওয়ার ঘটনাকে অভূতপূর্ব উল্লেখ করে আহমেদ কায়কাউস বলেন, আমার চাকরি জীবনের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। মুজিব শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে একজন পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে জনগণের সেবায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, এসব ঘর নির্মাণে তরুণ কর্মকর্তারা দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। তাদের অনেকে ঘর নির্মাণের উপকরণ কম দামে কেনার জন্য ঢাকা এসে কিনে নিয়ে গেছেন। উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটি ঘর নির্মাণ করেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে প্রায় ৯ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়া হবে। এদের মধ্যে প্রায় তিন লাখের ঘর-বাড়ি কিছুই নেই। বাকি ৬ লাখের জমি আছে, ঘর নেই। আগামী এক মাসের মধ্যে আরো প্রায় এক লাখ ঘর নির্মাণ সম্পন্ন করে তা বরাদ্দ দেওয়া হবে। ৯ লাখ দরিদ্র পরিবার ঘর-বাড়ি পেলে দেশে দারিদ্র হারও কমবে।

পথশিশুদের ঘরে ফেরাতে একটি কর্মসূচি নেওয়া হবে জানিয়ে কায়কাউস বলেন, এজন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্মসূচি প্রণয়ণ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। গৃহহীনদের ঘর নির্মাণে সমাজের বিত্তবান ও ধনী ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের সহায়তা পেলে দুই বছরের আগেই সবাইকে ঘর দেওয়া সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের কাছ থেকে ৬ হাজার ৫৭০টি ঘর করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

তোফাজ্জল হোসেন বলেন, প্রতিটি ঘরে দুইটা বেড রুম, একটা বাথরুম, একটি রান্নাঘর ও একটি বারান্দা থাকছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা খরচ হলেও জমির দাম হিসাব করলে এর মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা হবে। গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে এসডিজি অর্জনও সহজ হবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন বলেন, ঘরপ্রাপ্ত ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে তারা ৩৫ হাজার টাকা করে ঋণ পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করে ভূমিহীন, গৃহহীন অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৩ লাখ ২০ হাজার ৫২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে ঘর পাচ্ছে ৩ হাজার ৬৭০ পরিবার: বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান বলেন, প্রথম পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৩ হাজার ৬৭০টি ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘর পাচ্ছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মানুষ। এই জেলার ১ হাজার ৯১টি গৃহহীন পরিবারকে শনিবার নতুন ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হবে। এছাড়া চট্টগ্রামের ৪৬৮টি, কুমিল্লার ৩৪৩টি, কক্সবাজারের ৩০৩টি, লক্ষ্মীপুরের ২০০টি, নোয়াখালীর ১৫০টি, ফেনীর ১২৫টি এবং চাঁদপুরের ১১৫টি গৃহহীন পরিবার নতুন ঘর উপহার পাবে শনিবার। বান্দরবানের ৩৩৯টি, রাঙামাটির ২৬৮টি এবং খাগড়াছড়ির ২৬৮টি পরিবারকে এদিন নতুন ঘরের চাবি তুলে দেওয়া হবে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) খন্দকার জহিরুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধনের পর চট্টগ্রাম বিভাগের ৩ হাজার ৬৭০টি গৃহহীন পরিবারকে নতুন ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হবে। বাকিদের পর্যায়ক্রমে নতুন ঘর তৈরি শেষে হস্তান্তর করা হবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এসএম জাকারিয়া, আরডিসি নাজমুন নাহার, স্টাফ অফিসার টু ডিসি উমর ফারুক, এনডিসি মাসুদ রানা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম আলমগীর আশরাফুল আলম, জিল্লুর রহমান, মিজানুর রহমান, সুরাইয়া ইয়াসমিন, রেজওয়ানা আফরিন ও নরজাহান আক্তার সাথী।

ঢাকা শনিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২১
The Daily Share Biz

শেয়ার বিজ

কড়চা

৯ মাঘ ১৪২৭, ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২, রেজি. নং: ডিএ ৫০৪১ | সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ | বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৩৩, ৮ পৃষ্ঠা, দাম ১০ টাকা

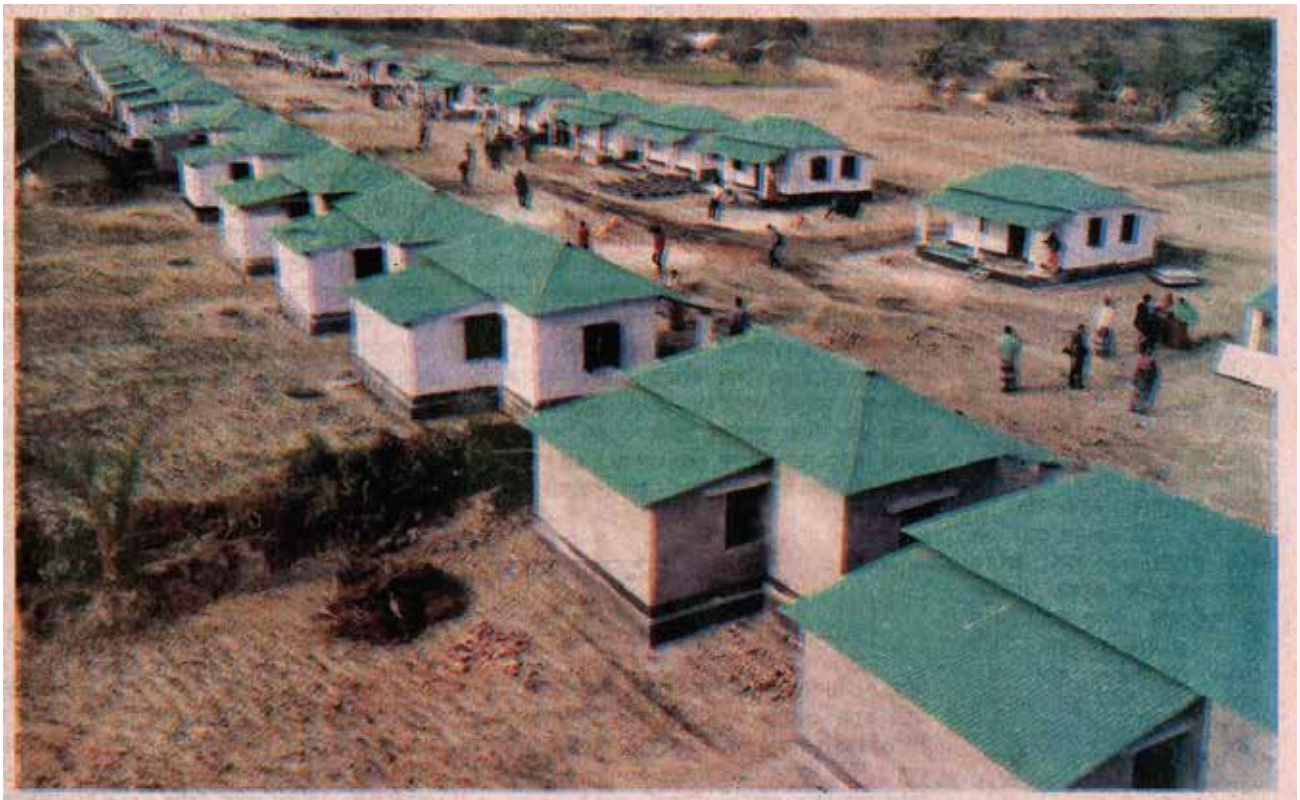

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৯ লাখ গৃহহীন পরিবারকে সেমিপাকা ঘর তৈরি করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর অংশ হিসেবে আজ প্রথম ধাপে গণভবন থেকে ৭০ হাজার ঘর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবিটি গতকাল সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ফিংড়ি ইউনিয়নের গাভা গ্রাম থেকে তোলা

ছবি
ফোকাস বাংলা

দেশের কল্যাণে প্রতিদিন

শনিবার

ভোরের পাতা

The Daily Vorer Pata

www.dailyvorerpata.com www.edailyvorerpata.com www.facebook.com/DailyVorerPata www.twitter.com/vorerpata

ঢাকা ২৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ● ৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ● ৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরি ● রেজিঃ ডিএ নং-৪০৬, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩১২

বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে ৯ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে সেমিপাকা বাড়ি প্রদান করবেন। আজ প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশে সরকারিভাবে নির্মিত এসব ঘর বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। ● ফোকাস বাংলা

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

শনিবার
রেজি : ডিএ ৩৮২
৪৭ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
ঢাকা, ৯ মাঘ ১৪২৭
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ হিজরী
SATURDAY 23 JANUARY 2021
৮ পৃষ্ঠা মূল্য : ১০ টাকা
Website : www.dailysangram.info
: www.dailysangram.com

৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আজ জমিসহ ঘর দিবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: দেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মর্মে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে জমিসহ পাকাবাড়ি পাচ্ছেন দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলো। আজ শনিবার ৬৯ হাজার ৯০৪ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করা হবে।

চলমান'মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর দেওয়ার কার্যক্রম নিয়েছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় এ গৃহপ্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন হবে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের মার্চ থেকেই সারাদেশে এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সকাল ১০টা ৩০মিনিটে জমি ও গৃহপ্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন।

জানা গেছে, দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি বাড়ি দেয়া হবে। জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ এবং 'যার জমি আছে কিন্তু ঘর নাই' এমন পরিবারের সংখ্যা ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রথম পর্যায়ে ৬৬ হাজার ১৮৯টি পরিবারের প্রত্যেককে ২ শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ২১ জেলার ৩৬ উপজেলার ৪৪টি প্রকল্পে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের সংগ্রামে নিবেদিত দৈনিক
আমাদের অর্থনীতি
শনিবার | ১৫ তম বর্ষ • সংখ্যা ১৭০ • ২৩ জানুয়ারি ২০২১ • ০৯ মাঘ ১৪২৭ • ০৯ জমাদিউস সানি ১৪৪২ | পৃষ্ঠা ৮ মূল্য ৩ টাকা

শেরপুর জেলায় ২৯১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ নতুন ঘর

তপু সরকার : "আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শেরপুরে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য নতুন ঘর আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তর করবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় শেরপুরের ৫ উপজেলায় ২৯১ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ নতুন ঘর। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষ রজনীগন্ধায় আয়োজিত 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে ওইসব তথ্য জানান প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব। তিনি আরও জানান, 'মুজিববর্ষে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না'- প্রধানমন্ত্রীর এ অঙ্গীকার অনুযায়ী জেলার ৫ উপজেলায় প্রতিবন্ধী, ভিক্ষুক, রিকশাচালক, দিনমজুর, বিধবা, কাজের মহিলাসহ ২৯১টি গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ সেমি পাকা ঘর। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দুই শতক জমির মালিকানাসহ নির্দিষ্ট ডিজাইন ও মানসম্মতভাবে সুদৃশ্য রঙিন টিনশেডের দুর্যোগ সহনীয় ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে ২০৭টি ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকিগুলোর নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে থাকছে দুটো বেড রুম, একটা রান্না ঘর, একটা ইউটিলিটি রুম, একটা টয়লেট ও একটা বারান্দা।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক এটিএম জিয়াউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তোফায়েল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওয়ালীউল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুক্তাদিরুল ইসলাম, জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

Dhaka Tribune
Breaking News || Breaking Barriers
SATURDAY, JANUARY 23, 2021 | Magh 9, 1427, Jamadi-us Sani 8, 1442 | Regd No DA 6238, Vol 8, No 267 | 16 pages | Price: Tk12

PM Hasina set to make dreams come true for thousands

AT A GLANCE: ASHRAYAN 2 PROJECT

- **66,189** houses to be handed over today
- A total of **885,622** homeless families to get houses in phases
- Each two-room house has a kitchen, toilet and balcony
- Construction cost of each house is **Tk1.75** lakh

Ali Asif Shawon from Rangpur

Mobarak Miah, a native of Rangpur district, cannot stop smiling.

He cannot stop thanking the prime minister of the country either.

The reason? He is going to be a homeowner today.

"I have a hut to live in with my wife," 67-year-old Mobarak, who comes from one of the districts up north that suffer the harshest bite of winter every year, told Dhaka Tribune on Thursday. "It is difficult living in it, especially during the cold season.

Mobarak and his wife have children, but they live separately and don't provide any support, which is why all the elderly couple have been able to afford till now is a rickety hut.

"But now I will have a pucca [permanent] house, which will shelter us from the sun, rain, and cold, because of Prime Minister Sheikh Hasina," he said, elated and excited.

Mobarak is one of around 250,000 homeless and landless people who will be given permanent houses - a place of their own - today, under an initiative that Prime Minister Sheikh Hasina has taken to realize the dream of her father, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to provide a home to every citizen of Bangladesh.

Today's handover of houses is under Ashrayan 2 project, a part of the prime minister's initiative to house and rehabilitate as many as 900,000 homeless people in the country.

It is the largest government housing project in the world so far, and certainly one of the most remarkable development projects implemented during the three consecutive terms of Sheikh Hasina.

Under Ashrayan 2, 66,189 houses are being prepared to be handed over to homeless and landless families. Prime Minister Sheikh Hasina will officially hand the ownership of the houses over to the recipients at 10:30am, via video conference.

>> PAGE 2 COLUMN 1

MORE PHOTOS ON Page 3

Prime Minister Sheikh Hasina looks at a replica of the house build for the homeless people at Ganabhaban in Dhaka PMO

PM Hasina set to make dreams come true

« PAGE 1 COLUMN 2

Till now, the government initiative has identified 885,622 homeless families, and work is in progress to rehabilitate them in the near future. Over the last few days, this reporter has visited more than four project sites under the housing initiative, in Naryanganj, Rangpur, Kurigram and Nilphamari.

This particular project is bringing happiness to thousands of people who have never owned a home in their life.

Goleja Begum, a resident of Balapur village in Rangpur who is one of the 250,000 recipients, said she never, even in her dreams, thought she would own a house one day.

"I was born and raised in my parents' house that was built on land my family did not own. The plot was owned by a local landlord," she told Dhaka Tribune on Thursday.

"My husband, who died around 20 years ago, also failed to leave me a home of my own. Now, at this stage of life, I am going to have my own house.

"I don't know how to thank Sheikh Hasina ... she is not only the leader of the country, but also the guardian of all homeless people. I wish her a long life," the 70-year-old said, eyes tearing up.

What are the houses like?

Each of the 66,189 homes is a two-room house with a kitchen, toilet and balcony. The houses are costing the government Tk1.75 lakh each for construction under the project, said Ashrayan 2 Project Director Md Mahbub Hossain.

"A four-member family can easily live in this house. We have designed the project like that," he added.

However, this project is not only giving homeless people a home, but also an environment to breathe and live with joy.

On the bank of Shitalakkhya River, "Mujib Year village" has been built with 20 houses for 20 families. Every house comes with a small garden. In addition, they are equipped with arsenic-free drinking water supply system.

Speaking to Dhaka Tribune on Thursday, Taslima Begum, UNO of Gangachara upazila in Rangpur, said in Nauhali union, they built 15 houses for homeless Hindu people only.

"The residents in that area [in Nauhali] are mostly Hindus, so we have made this village [the cluster of Ashrayan houses] especially for them [homeless Hindu people], so they can live with a community of their own," Taslima said.

Residents of former exclaves get their own houses as well

People who were residents of the now-dissolved exclave in Kurigram's Dashiarchara are also getting homes of their own under the Ashrayan 2 project.

Five families in Dashiarchhara, which now known as New Bangladesh, are getting homes from the 25 houses under the project there, said Phulbari Upazila Nirbahi Officer Tauhidur Rahman. "At first, Sheikh Hasina gave us national identity. Now she has given us homes too," said Mohammed Akhter Ali, resident of Kalirhat village in Dashiarchhara.

Speaking to this correspondent yesterday afternoon, Kurigram Deputy Commissioner Rezaul Karim said all former exclave residents would gradually be brought under the Ashrayan project.

The biggest govt housing project in the world

"This type of house handover program to almost 70,000 families is a first of its kind in the world," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus has said.

"The government has built 66,189 houses at a cost of Tk1,168 crore for the homeless people, on the occasion of Mujib Borsho [Mujib Year, observed to mark the birth centenary of Bangabandhu]. Some 100,000 more houses will be distributed among more people who need them in the next month," Dr Kaikaus was quoted by BSS as saying.

Ashrayan project, under the Prime Minister's Office, has rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 21 districts during Mujib Year, he said.

The principal secretary said the Ashrayan project had prepared a list of 885,622 families in 2020, of which 293,361 are landless and homeless families, and 592,261 families have 1-10 decimal land but no housing facilities of their own.

Dr Kaikaus said Ashrayan has rehabilitated 320,058 landless and homeless families between 1997 and 2020. "The Armed Forces Division is constructing barracks for landless and homeless families."

He also said the Ashrayan 2 project [July 2010-June 2022] has a target to rehabilitate landless, homeless and displaced families at a cost of Tk4,840.28 crore. Ashrayan has already rehabilitated 192,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 143,777 families, who have their own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses, are rehabilitated in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-storey buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families who are climate refugees as a special gift from the prime minister, adding: "The Armed Forces Division is also developing 119 more multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP)."

Prime Minister's Office Secretary Md Tafazzal Hossain Miah said members of the rehabilitated families are getting training on increasing awareness about various issues, cultivating expertise and human resource development to engage them in income-generating work.

He said the activities of the project would be accelerated further in future to alleviate poverty for fulfilling the Awami League government's Vision 2021 and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. ●

DREAMS COME TRUE FOR THOUSANDS

Under the Ashrayan 2 project, some 66,189 houses have been prepared to be handed over to homeless and landless families. Prime Minister Sheikh Hasina will officially hand the ownership of the houses today, via video conference. Till now, the government initiative has identified 885,622 homeless families across the country

MAHBUB HOSSAIN BPU

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | January 23, 2021 | Magh 9, 1427 BS | Jamadius Sani 9, 1442 Hijri | SATURDAY | Vol 10 | No. 25 | Regd. No. DA6132 | 16 Pages | Price Tk 10

7,675 landless families to get semi-pucca houses in 11 districts

Our Correspondents

A total of 7,675 landless destitute families are going to get semi-pucca houses in eleven districts- Bagerhat, Cox's Bazar, Dinajpur, Gopalganj, Laxmipur, Panchagarh, Thakurgaon, Rajshahi, Rangamati, Kurigram and Naogaon, as a gift from Prime Minister Sheikh Hasina on the occasion of the 'Mujib Barsho'.

The houses are being constructed on government 'khas land' under the programme Asrayan Project-2 of the Prime Minister's Office. Each of the houses costs Tk 1.71 lakh.

Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the programme on January 23 through video conferencing.

BAGERHAT: Some 433 semi-pucca houses will be given to the homeless and landless families in nine upazilas of the district.

The government is constructing the houses for landless people in nine upazilas of the district. The construction work of a total of 315 houses is already finished.

COX'S BAZAR: A total of 865 landless and distressed families are going to get semi-pucca houses in the district.

Among the 865 distressed families, a total of 303 will get the houses in the first phase.

Cox's Bazar Deputy Commissioner (DC) Md Mamunur Rashid confirmed the information in a press briefing in Shaheed ATM Jafar Alam auditorium at his office in the district town on Thursday.

Local Government Deputy Director Srabasti Roy and Additional DC Amin Al Parvez, among others, were present at that time.

DINAJPUR: A total of 3,022 landless and distressed families in 13 upazilas of the district are going to get semi-pucca houses.

Dinajpur DC Md Mahmudul Alam confirmed the information at a press briefing in the seminar room of his office in the district town on Thursday noon.

The government is constructing a total of 4,764 semi-pucca houses for landless people in 13 upazilas of the district.

Of them, a total of 3,022 destitute families will get the houses in the first phase.

GOPALGANJ: Some 787 houses will be given to the homeless and landless families in the district, marking the 'Mujib Barsho'.

Gopalganj DC Kazi Shahidul Islam confirmed the information in a press briefing on Thursday.

The photo shows the newly built houses for the destitute people in Birampur Upazila of Dinajpur. A total of 415 landless families here are going to get semi-pucca houses on the occasion of the 'Mujib Barsho'. PHOTO: OBSERVER

Additional DC (Revenue) Shammin Akhter, Additional DC Iqbal Mahmud, Additional District Magistrate M Osman Gani, Sadar Upazila Nirbahi Officer (UNO) M Rashedur Rahman and NDC Milon Saha, among others, were also present in the briefing.

LAXMIPUR: Some 200 houses will be given to the homeless and landless families in the district.

Laxmipur DC Md Anwar Hossain Akanda confirmed the information in a press briefing on Thursday.

Additional DC Mohammad Shaidul Islam, Sadar UNO Md Masum, Raipur UNO Sabrin Chowdhury and Ramganj UNO Tapti Chakma, among others, were also present in the briefing.

PANCHAGARH: Some 1,057 houses will be given to the homeless and landless families in the district.

Panchagarh DC Dr Sabina Yasmin confirmed the information in a press briefing on Thursday.

Additional DC (Revenue) Abdul Mannan, Sadar UNO Md Arif Hossain and Panchagarh Press Club President Shafiqul Alam Shafiq, among others, were also present in the briefing.

THAKURGAON: Some 792 houses will be given to the homeless and landless families in five upazilas of the district.

Thakurgaon DC Dr KM Kamruzzaman Selim confirmed the information in a press briefing on Thursday.

Additional DC Nur Kutubul Alam, Thakurgaon Press Club President Monsur Ali and District Reporters' Unity President Emdadul Islam Bhutto, among others, were also present in the press briefing.

BAGMARA, RAJSHAHI: A total of 175 landless and distressed families in Bagmara Upazila of the district are going to get semi-pucca houses on the occasion of the 'Mujib Barsho'.

The construction work of 175 houses will be finished soon, said UNO Mr Sharif Ahmed.

KAPTAI, RANGAMATI: Some 30 houses will be given to the homeless and landless families in Kaptai Upazila of the district.

Kaptai UNO Muntasir Jahan confirmed the information in a press briefing on Thursday.

Upazila Project Implementation Officer Abdul Hannan, among others, was also present in the briefing.

BHURUNGAMARI, KURIGRAM: A total of 200 landless and distressed families in Bhurungamari Upazila of the district are going to get semi-pucca houses.

The government has constructed the houses for landless people in 10 unions of the upazila.

The construction work of 200 houses was already finished, said UNO Dipak Kumar Dev Sharma.

PATNITALA, NAOGAON: A total of 114 landless and distressed families in Patnitala Upazila of the district are going to get semi-pucca houses.

The government has constructed the houses for landless people in six unions of the upazila.

The houses will be handed over to the landless people on January 23, said UNO Liton Sarker.

Hasina opens world's biggest housing scheme for homeless today

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families under Ashrayan-2 Project, the world's biggest ever scheme for providing shelter to homeless people.

"Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution ceremony virtually at 10:30am on Saturday (today) from her official Ganabhaban residence," Prime Minister's

SEE PAGE 2 COL 5

10 BARNES THE HERO: Burnley secure famous win at Anfield

THE News Today

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

www.newstoday.com.bd

Regd. No. DA 2071 VOL. XIX No. 281 Dhaka Saturday January 23, 2021 Magh 9, 1427 Jamadius Sani 9, 1442 12 Pages Tk 8

PM to open housing scheme for homeless today

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families under Ashrayan-2 Project, the world's biggest ever scheme for providing shelter to homeless people, reports BSS.

"Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution ceremony virtually at 10:30 am on Saturday (tomorrow) from her official Ganabhaban residence," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus told a press briefing at the Prime Minister's Office (PMO) on Thursday.

▶ Page 11 Col. 8

PM to open

From Page 12

He said a total of 66,189 houses have been built at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people as part of the government's initiative to bring all homeless families under housing facility during Mujib Barsho with the slogan, "None will be left homeless".

One lakh more houses will also be distributed among homeless people in the next month, he said.

Dr Ahmad Kaikaus said Ashrayan Project under the PMO rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Barsho.

The principal secretary said the Ashrayan Project has prepared a list of 8,85,622 families in 2020, of which 2,93,361 landless and homeless families and 5,92,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

One lakh more houses to be distributed in Feb next year

As part of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, one lakh more houses will be distributed among landless and homeless families by February next year, reports BSS.

"On the occasion of the Mujib Borsho, Prime Minister Sheikh Hasina has been working to bring all landless and homeless families under housing facility," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus told the news agency on Friday.

He said Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families virtually at 10:30am Saturday.

The government has completed 66,189 houses for the first time in the world to hand over among homeless and landless people, Dr Kaikaus said.

"On February 20, 1972 Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited Charporagaccha village in Noakhali district (now Luxmipur) and directed to rehabilitate the landless, homeless and helpless people," he said.

The principal secretary said in 1996 the Awami League government came to power through an election and the worthy daughter of Father of the Nation Prime Minister Sheikh Hasina started welfare-oriented and development programs again.

Project Director of Ashrayan-2 under the Prime Minister's Office (PMO) Md Mahbub Hossain said a list of 8,85,622 families was prepared in 2020, of which 2,93,361 are landless and homeless families and 5,92,261 families have 1-10 decimal land but no housing facility.

He said Ashrayan has rehabilitated 3,20,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020, adding, " Ashrayan also rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Borsho".

The Ashran-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore. Of the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated 1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019. A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-storey buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP), it said.

Md Hossain said members of the rehabilitated families are getting training for increasing awareness on various issues, expertise and human resource development to enable them to be engaged in income-generation works.

He said the activities of the project will be accelerated further in future to alleviate poverty for fulfilling the 'Vision 2021' and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

For Latest News Please Visit
www.thedailynewnation.com

City Edition

The New Nation

Independent Daily

Regd. No. Da 111, Vol. XXXXII No 228

Dhaka Saturday January 23, 2021, Magh 9, 1427 (BS) Jamadi-us Sani 9, 1442 H, Regd. No. Da 110 ~ www.thedailynewnation.com, 12 Pages ~ Tk.10

One lakh more houses to be distributed among homeless people in Feb next year

BSS, Dhaka

As part of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, one lakh more houses will be distributed among landless and homeless families by February next year.

"On the occasion of the Mujib Borsho, Prime Minister Sheikh Hasina has been working to bring all landless and homeless families under housing facility," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus told BSS on Friday.

He said Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families virtually at 10:30am today.

The government has completed 66,189 houses for the first time in the world to hand over among homeless and landless people, Dr Kaikaus said.

"On February 20, 1972 Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited Charporagaccha village in Noakhali district (now Luxmipur) and directed to rehabilitate the landless, homeless and helpless people," he said.

The Principal Secretary said in 1996 the Awami League government came to power through an election and the worthy daughter of Father of the Nation Prime Minister Sheikh Hasina started welfare-oriented and development programs again.

Project Director of Ashrayan-2 under the Prime Minister's Office (PMO) Md Mahbub Hossain said a list of 8,85,622 families was prepared in 2020, of which 2,93,361 are landless and homeless families and 5,92,261 families have 1-10 decimal land but no housing facility.

He said Ashrayan has rehabilitated 3,20,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020, adding, " Ashrayan also rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Borsho".

The Ashrayan-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore. Of the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated 1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019. A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-storey buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP), it said.

Ashrayan makes dreams come true for thousands of homeless

BSS, N'ganj

Septuagenarian Rahmat Ali had become homeless nearly a decade ago as river Ghorautra, a tributary of Mighty Meghna, devoured his home at Bajitpur upazila in Kishoreganj district.

Ali, a day-laborer, had to lead a miserable life along with four other family members after losing his home. He used to stay at his poor relatives' home for some days. His wife Sakhina Begum worked as housemaid at neighborhoods.

Later, he stayed beside streets and sometimes he used to help farmers in harvesting and managed accommodation at their homes.

"I used to work as a boatman sometimes. I lost my home in river erosion in Ghorautra. Later, I didn't have any home for my own. I led a very miserable life along with my wife and two daughters," Rahmat Ali told media on Thursday.

He was devoid of his fundamental right of getting shelter.

Now the government's Ashrayan Project came as a dream for elderly Ali who is going a get a two-room semi-pucca house for his own on the land of 2 decimal land like thousands of other homeless people.

As part of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, all preparations have been taken to hand over 66,189 houses to homeless and landless families across the country in the first phase on January 23 on the occasion of the "Mujib Borsho" under Ashrayan-2 Project.

Like Ali, 60-year-old Ambia Begum, who lost his homeless day-labour husband six years back, is also going to get a house at Dhigirpar union under Bajitpur upazila in Kishoreganj district.

"A total of 25 homeless families will get houses of their own at Dighirpar union.

The houses have been built in cluster and each house is built at a cost of Taka 1.71 lakh," Kishoreganj Deputy Commissioner Mohammad Shamim Alam told a media briefing on Thursday as a group of journalists from Dhaka visited the project at Dighirpar.

Prime Minister's Deputy Press Secretary KM Shakhawat Moon was present on the occasion.

Amir of Islami Andolon Bangladesh Mufti Syed Muhammad Rejaul Karim, among others, at the Jatiya Juba Convention-2021 organised by Islami Juba Andolon in the auditorium of IDEB in the city on Friday. ■ NN photo

DHAKA SATURDAY JANUARY 23, 2021

The Daily Star

SECOND EDITION

www.thedailystar.net

Your Right to Know

Regn. No. DA 781 | Vol. XXXI No. 10 | MAGH 9, 1427 BS | JAMADIUS SANI 9, 1442 HIJRI | 12 PAGES PRICE : Tk12.00

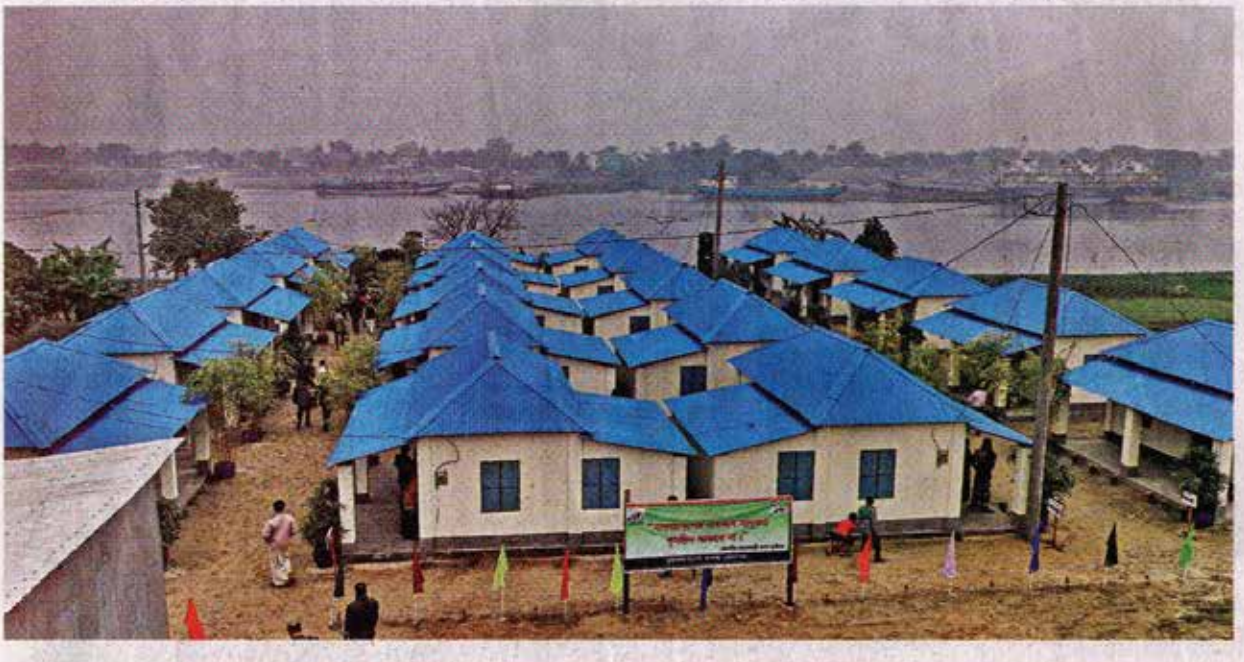

A view of a cluster of houses in Rupganj's Murapara area, built under the Ashrayan-2 project. The government is building such houses for landless and homeless families to mark Mujib Borsho. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the virtual handover ceremony today. The photo was taken on Thursday. PHOTO: ANISUR RAHMAN

Offering a new life to homeless

Govt to provide houses to 2.93 lakh families in phases on the occasion of Mujib Borsho

JAMIL MAHMUD

Asia Begum's beaming face reflected her cherished dream of living in her own house, which may become a reality as the government pledged to provide land and houses to homeless and landless people to mark Mujib Borsho.

Asia Begum

Asia's husband died years ago and the octagenarian woman of Narayanganj's Rupganj has since had to struggle to find shelter.

She lived in her daughter's house and her son, a cattle trader, has his own family.

"Now, they [will] give me a home," she said.

She added that she wants her son, daughter-in-law and grandson to live with her.

"How can I live alone [at this age], and without them?"

For Nitai Chandra Das, 55, and his wife Bina Rani, a piece of land and a house of their own signifies self-esteem.

"Having my own house is like having a magic wand," said Nitai, a rickshaw-puller who lived in a rented house in Rupganj for more than two decades.

Both Asia and Nitai's families are hoping to get houses as part of the government's

SEE PAGE 2 COL 3

Offering a new life to homeless

FROM PAGE 1

special initiative on the occasion of Mujib Borsho -- the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

To implement the initiative, the government as of June last year made a list of about 2.93 lakh families which neither have their own land nor house, according to a handout of the government's Ashrayan-2 Project.

In the first phase, the government will give land ownership and houses to some 66,189 families.

Prime Minister Sheikh Hasina is scheduled to inaugurate the handover ceremony via a video conference today.

One lakh more houses will be built by the end of February this year.

The Ashrayan-2 Project has been coordinating the initiative's implementation.

Mahbub Hossain, Ashrayan's project director, said the initiative is a unique one in the country.

He said each family will have the ownership of 2 decimals of land and a tin-roofed concrete house will be built on the land free of cost.

Each house comprises two rooms, a kitchen, a toilet, a balcony and a common space. The houses were built on khas land, he told journalists during a visit to a cluster of houses in Rupganj on Wednesday.

Building each house costs around Tk 1.71 lakh, he further said.

This correspondent, along with a group of journalists, recently visited at least two clusters of houses in Narayanganj and Kishoreganj, including the one in Rupganj, and talked to about a dozen people who became homeless due to various reasons such as river erosion.

They said having a house of their own will rekindle their hopes of overcoming various challenges and poverty.

Shetu Akhter, 35, a mother of two, said a house could save her about Tk 2,000 a month which the family would otherwise pay as house rent.

"We will have the opportunity to spend the saved money for children's education," said Shetu, whose husband drives a battery-run auto-rickshaw in Rupganj's Murapara.

Her family has been living in a rented house since Shetu got married.

Nazma Begum, who lives in Rupganj, said having a house of her own would mean she would not have to pay rent every month.

This money could be used for family expenses, she said, adding that her husband was unemployed currently and she earned about Tk 5,000 a month as a worker at a local spinning mill.

In Kishoreganj's Bajitpur, Momena, 45, lost her land, including her homestead, due to river erosion about two decades ago.

Initially, Momena and her husband had to endure severe hardship seeking refuge at neighbours' houses, none of whom would give them shelter for long.

Helpless, she even sought shelter at a local rice husking mill where she would work as a labourer.

Now, she dreams of a new life in a house of her own.

Momena said her one son and only daughter have separate families. Another son is unmarried and works at a local shoe factory.

Kishoreganj Deputy Commissioner Shamim Alam said of the 66,189 beneficiary families under the special initiative, some 616 families are listed in the district alone.

Rehabilitation of homeless people was arranged and land for them were selected following consent of the beneficiaries, he said, while addressing journalists at his office on Thursday.

Talking to reporters, Deputy Commissioner of Brahmanbaria Hayat-Ud-Dowlah Khan said the number of beneficiary families in the district is 1,091.

Officials and local public representatives were working tirelessly to make the effort a success, he said.

Ashrayan's Project Director Mahbub Hossain said the houses provided to the beneficiaries will boost their self-esteem and help them raise their children to benefit the nation in the long run.

He said the beneficiaries will be provided with basic facilities, including health, education, and utility services.

The beneficiaries' list was prepared with the help of DC and upazila nirbahi officer's offices and that elderly, widows, and persons with disabilities were given priority, said Mahbub.

Construction responsibility was not given to contractors, but done under the supervision of upazila level committees comprising UNOs, other officials, and union parishad chairmen, he added.

OTHER BENEFICIARIES

Besides the list of 2.93 lakh families, another list of 5.92 lakh families who own land, but do not have houses, or own sub-standard houses, has been prepared from all over the country as part of the Mujib Borsho initiative, said Ashrayan's PD Mahbub, also an additional secretary.

He said as part of the initiative, some 3,715 "families" of different communities, including those of the hijra community, will be rehabilitated in "barracks" in 21 districts.

The government's Ashrayan project was launched in 1997. Till December last year, some 3.20 lakh families have been rehabilitated under the project.

Bangladesh Post
a daily with a difference
Regd No DA: 6392, Vol 05: No. 124 • Dhaka Saturday January 23, 2021 • Magh 09, 1427, BS • Jamadius Sani 09, 1442 Hijri • 12 Pages • Price: Tk 10.00

66,000 homeless families getting houses today

Kailash Sarkar

Country's about 66,000 families, who have no land and house, will get homes today (Saturday) free of cost as gift from the Prime Minister on the occasion of Mujib Borsho.

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the process of handing over the houses to the homeless people at a function.

According to sources, each of these destitute people and poor families are getting a tin-shed semi-pucca house along with two decimals of land.

State Minister for Disaster Management and Relief, Dr Enamur Rahman earlier said, as per the will of Prime Minister Sheikh Hasina, not a single person or family in the country will remain homeless.

He said a list of 8,85,622 families, who have no house and land, has already been prepared and homes for all of the enlisted families will be built within the 'Mujib Borsho'.

"About 66,000 homes for 66,000 families, who are enlisted in the 'List-Ka' are almost ready. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to hand over those 66,000 homes to 66,000 families on January 23", said the State Minister for Disaster Management and Relief.

The state minister said everyone of these people are getting homes as per the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as well as of his daughter Prime Minister Sheikh Hasina.

Officials concerned said the housing project is being implemented jointly by the Asrayan-2 Project, Guchhagram and the Ministry of Disaster Management and Relief. District Council, local

SEE PAGE 2 COL 5

66,000 homeless families

FROM PAGE 1 COL 2

administration, upazila administration and local lawmakers are also involved with the implementation of the projects.

The official sources also said that as per the government statistics, there are 2,93,361 families in the country who have neither a home nor any land while there are 5,92,261 families who have lands but no houses. The government will arrange houses or homes for all of these 8,85,622 families free of costs.

The sources further said, Tk1.71 lakh would be spent for the construction of each house on a piece of two decimal land. Each of the houses will have two living rooms and an attached toilet.

Besides, those who have no land would get two decimals of extra land along with a house.

Ashrayan Prokalpa Director Md Mahbub Hossain said that in the first phase, Prime Minister Sheikh Hasina is handing over houses to about 66,000 families. The construction of one lakh more houses are expected to be completed within the Mujib Borsho.

Officials concerned said the government will provide houses to nine lakh families in phases. Apart from houses, the government is also taking various income-generating programmes to improve the living standards of these landless, homeless widows, helpless, elderly, destitute and disabled people.

NEWAGE

SCAN here to read New Age Online

evaly
BELIEVE IN YOU
evaly.com.bd

The outspoken daily • www.newagebd.net • Dhaka, Saturday, January 23, 2021, Magh 9, 1427 BS • Regd No. DA 3004, Vol. XVIII, No. 135 • 12 pages Taka 10

PM to inaugurate distribution of 66,189 houses among poor today

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

AS PART of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, one lakh more houses will be distributed among landless and homeless families by February next year.

'On the occasion of the Mujib Borsho, prime minister Sheikh Hasina has been working to bring all landless and homeless families under housing facility,' prime minister's principal secretary Ahmad Kaikaus said on Friday.

He said that prime minister Sheikh Hasina would inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families virtually at 10:30am today.

The government has completed 66,189 houses for the first time in the world to hand over among homeless and landless people, Kaikaus said.

'On February 20, 1972 Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited Charporagaccha village in Noakhali district (now Lakshmipur) and directed to rehabilitate the landless, homeless and helpless people,' he said.

The principal secretary said in 1996 the Awami League government came to power through an election and prime minister Sheikh Hasina started welfare-oriented and development programmes again.

Project director of Ashrayan-2 under the Prime Minister's Office Md Mahbub Hossain said that a list of 8,85,622 families was prepared in 2020, of which 2,93,361 are landless and homeless families and 5,92,261 families have 1-10 decimal land but no housing facility.

He said that Ashrayan rehabilitated 3,20,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020, adding, ' Ashrayan also rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Borsho'.

The Ashran-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore. Of the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated 1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019. A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-storey buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the prime minister.

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
www.daily-sun.com
editor@daily-sun.com
VOL. 11 No. 91 DHAKA | SATURDAY | 23 JANUARY 2021 | 9 MAGH 1427 BS | 9 JAMADI-US-SANI 1442 HIJRI
12 PAGES | PRICE TK 10

Dreams come true for the homeless

Around 70,000 people get houses today as PM's gift

SOHEL HOSSAIN PATWARY,
FROM RANGPUR

Jabbar Mia, a homeless beggar who has been living here and there in Rangpur's Taraganj upazila for more than fifty years with his wife Dakhilon Begum, is waiting to receive his best ever gift, 'a permanent residence', from Prime Minister Sheikh Hasina.

He is more than happy to get a piece of land with home on his own at this stage of life. Jabbar Mia reminisces about his past life with a hope of joy in coming days.

"I have spent my whole life by begging from people. I have lived here and there in a makeshift tiny house. I never have dreamt of a home of mine which is now reality. It is more than a dream to me," Jabbar Mia shared his story with this correspondent who is going to receive a home from the government under Ashrayan Project-2 on Saturday.

Page 11 Col 2

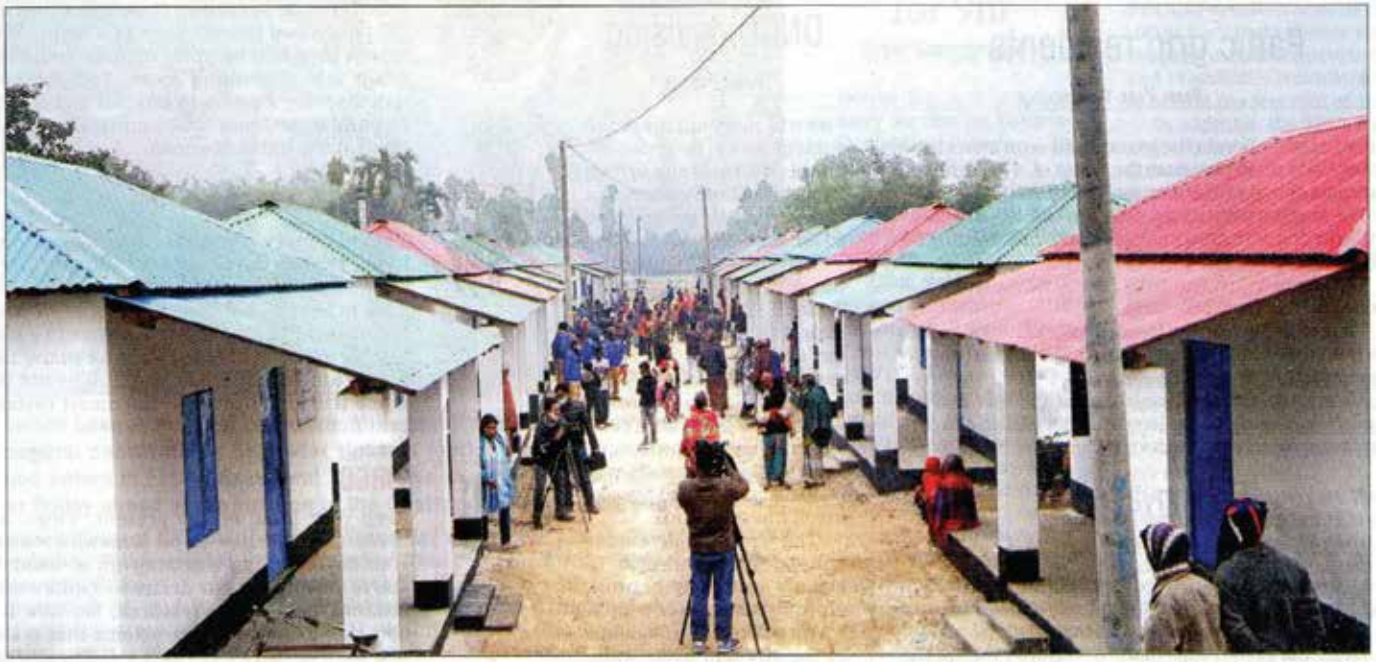

Houses, meant for distribution among the homeless, are now ready and will be hand over to them today. The photo was taken from Soyar Union in Taraganj upazila of Rangpur district. - SUN PHOTO

Dreams come true for homeless

From Page 1

Like Jabbar and Dakhilon, a total of 1,273 families in eight upazilas of Rangpur are now waiting to receive a home of their own.

The figure is quite bigger in the context of entire country where around 70,000 hapless families are going to get homes of their own on Saturday.

As part of the noble initiative taken by Prime Minister Sheikh Hasina to rehabilitate all the homeless and destitute by the Mujib Barsho, some 69,904 destitute families across the country will receive their permanent houses from the prime minister under the Ashrayan-2 project.

The premier will inaugurate the distribution of the houses virtually from her official residence Ganabhaban at 10:30am on the day.

It is a unique example in the world that Sheikh Hasina's government is going to rehabilitate a huge number of landless and homeless families at a time with housing facilities.

Visiting several projects in Rangpur district, it was seen that a kind of festive mood has been prevailing among the homeless and destitute people, who are going to receive a home of their own which they never thought of.

It is really a great festival for them, said Ilias Hossain-Luky Akter couple as they are going to get a semi-building home at Soyar union in Taraganj upazila of Rangpur.

Recalling their back life, the couple said that they had no land of their own. Even Ilias's father had no land. They had lived their life at others house by hand to mouth.

"Long live Prime Minister Sheikh Hasina. She has gifted us a home," said Ilias.

Like Ilias-Luky couple, this correspondent talked with more couples, including Nur Bakkar-Amena, Mubarak-Bulbuli, Anjali Rani-Krishna.

Stories of their lives are almost same. All of them are waiting for celebration on such occasion.

Sources said as part of the government's commitment that every homeless will get home during the Mujib Barsho marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the houses are being provided for the poor people.

The government prepared a list of nearly 9 lakh families in 2020 to provide them with houses during the Mujib Barsho.

Of the total 885,622 families, 293,361 are landless and homeless while 592,261 have 1-10 decimal land but no housing facility.

Besides, Ashrayan project rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas of 21 districts during the Mujib Barsho.

THE ASIAN AGE
SECOND EDITION
your access to information
Reg No: DA 6351 | Vol.VII No: 194 | 9 Magh 1427 | 9 Jumada al-Thani 1442 | www.dailyasianage.com Pages 12 | Saturday 23 January 2021 Dhaka | Price 10 Taka

PM to open world's biggest housing scheme today

AA News Desk

Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families under Ashrayan-2 Project, the world's biggest ever scheme for providing shelter to homeless people.

"Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution ceremony virtually at 10:30am on Saturday (tomorrow) from her official Ganabhaban residence," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus told a press

See page 11 col 5

PM to open world's biggest

briefing at the Prime Minister's Office (PMO) on Friday, reports BSS.

He said a total of 66,189 houses have been built at a cost of Taka 1,168 crore for homeless people as part of the government's initiative to bring all homeless families under housing facility during Mujib Barsho with the slogan, "None will be left homeless".

One lakh more houses will also be distributed among homeless people in the next month, he said.

Dr Ahmad Kaikaus said Ashrayan Project under the PMO rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Barsho.

The principal secretary said the Ashrayan Project has prepared a list of 8,85,622 families in 2020, of which 2,93,361 landless and homeless families and 5,92,261 families having 1-10 decimal land but no housing facility.

He said Ashrayan has also rehabilitated 3,20,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020, adding, "Armed Forces Davison is constructing barracks for landless and homeless families."

Dr Kaikaus said the Ashran-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore. For the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated 1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019.

A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-story buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

"Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP)," he added.

Daily INDUSTRY

Dhaka
Saturday
23 January 2021
9 Magh 1427 Bangla
9 Jamadi-ul-Sani 1442 Hijri
12 Page, Tk 8

One lakh more houses to be distributed among homeless in Feb 2022

Staff Correspondent: As part of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, one lakh more houses will be distributed among landless and homeless families by February next year. "On the occasion of the Mujib Borsho, Prime Minister Sheikh Hasina has been working to bring all landless and homeless families under housing facility," Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus told yesterday. He said Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among 66,189 landless and homeless families virtually at 10:30am today.

The government has completed 66,189 houses for the first time in the world to hand over among homeless and landless people, Dr Kaikaus said.

"On February 20, 1972 Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman visited Charporagaccha village in Noakhali district (now Luxmipur) and directed to rehabilitate the landless, homeless and helpless people," he said. **(See Page-2)**

One lakh more houses

(From Page-1)

The principal secretary said in 1996 the Awami League government came to power through an election and the worthy daughter of Father of the Nation Prime Minister Sheikh Hasina started welfare-oriented and development programs again.

Project Director of Ashrayan-2 under the Prime Minister's Office (PMO) Md Mahbub Hossain said a list of 8,85,622 families was prepared in 2020, of which 2,93,361 are landless and homeless families and 5,92,261 families have 1-10 decimal land but no housing facility.

He said Ashrayan has rehabilitated 3,20,058 landless and homeless families from 1997 to December 2020, adding, "Ashrayan also rehabilitated 3,715 families by constructing 743 barracks under 44 project villages in 36 upazilas in 21 districts during the Mujib Borsho".

The Ashran-2 project (July 2010-June 2022) has a target to rehabilitate 2,50,000 landless, homeless and displaced families at a cost of Taka 4,840.28 crore. Of the 250,000 families, Ashrayan has already rehabilitated 1,92,277 landless and homeless families across the country from July 2010 to June 2019. A total of 48,500 landless and homeless families have been rehabilitated in barracks while 1,43,777 families having own land (1-10 decimal) but no capacity to construct houses in semi-barracks, corrugated iron sheet barracks and specially designed houses.

He said the government also constructed 20 five-storey buildings at Khurushkul in Cox's Bazar for 600 families, who are climate refugees as a special gift by the Prime Minister.

Armed Forces Division is also implementing more 119 multi-storey buildings and related activities through Detailed Project Proposal (DPP), it said.

Md Hossain said members of the rehabilitated families are getting training for increasing awareness on various issues, expertise and human resource development to enable them to be engaged in income-generation works.

He said the activities of the project will be accelerated further in future to alleviate poverty for fulfilling the 'Vision 2021' and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Gopalganj: Some 787 houses are being prepared under the government's 'Ayshrayan project for all' especially for houseless and landless people in the eve of marking the Mujib Year. The photo was taken from a local Ayshrayan prokalpa in the district yesterday -Daily Industry

Ashrayan makes dreams come true for thousands of homeless

Narayanganj Correspondent: Septuagenarian Rahmat Ali had become homeless nearly a decade ago as river Ghorautra, a tributary of Mighty Meghna, devoured his home at Bajitpur upazila in Kishoreganj district. Ali, a day-laborer, had to lead a miserable life along with four other family members after losing his home. He used to stay at his poor relatives' home for some days. His wife Sakhina Begum worked as housemaid at neighborhoods. Later, he stayed beside streets and sometimes he used to help farmers in harvesting and managed accommodation at their homes.

"I used to work as a boatman sometimes. I lost my home in river erosion in Ghorautra. Later, I didn't have any home for my own. I led a very miserable life along with my wife and two daughters," Rahmat Ali told on Thursday.

He was devoid of his fundamental right of getting shelter. Now the government's Ashrayan Project came as a dream for elderly Ali who is going a get a two-room semi- pucca house for his own on the land of 2 decimal land like thousands of other homeless people.

As part of the government's campaign to bring all landless and homeless families under housing facility, all preparations have been taken to hand over 66,189 houses to homeless and landless families across the country in the first phase on January 23 on the occasion of the "Mujib Borsho" under Ashrayan-2 Project.

Like Ali, 60-year-old Ambia Begum, who lost his homeless day-labour husband six years back, is also going to get a house at Dhigirpar union under Bajitpur upazila in Kishoreganj district. "A total of 25 homeless families will get houses of their own at Dighirpar union. The houses have been built in cluster and each house is built at a cost of Taka 1.71 lakh," Kishoreganj Deputy Commissioner Mohammad Shamim Alam told a media briefing on Thursday as a group of journalists from Dhaka visited the project at Dighirpar. Prime Minister's Deputy Press Secretary KM Shakhawat Moon was present on the occasion. "Under the Ashrayan Project-2, around 70, 000 homeless and landless families are going to get houses on 2 decimal land each at a time. It's an unprecedented incident in the world.

It will create a history of humanity in the world. It has been possible because of the farsighted and dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina," Shakhawat Moon said. A total of 8,85, 622 families across the country have been listed under the project and those families will be handed over the houses in phases. Sexagenarian Runa Begum, a street beggar, had no hope of living in a house of her own in her entire life as she used to beg to live from hand to mouth. She stayed at Brahmanpara under Rupganj upazila in Narayanganj district. But the Ashrayan project has made it possible to provide a house to her.

"I never thought I will get a house of my own. I am very grateful to Bangabandhu's daughter Prime Minister Sheikh Hasina. I am very happy now," she told on Wednesday at 'Mujib Barsho Village'(cluster houses under Ashrayan project) at Darikandi village under Murapara union at Rupganj upazila in Narayanganj district.

Achhiya Begum, 80, used to live at her daughter's in-laws house. After losing her day-laborer husband thirty years back, she had no home of her own.

"It was not respectful for me to live with daughter's in-laws house. I felt shy to live there but I had no option. Now I am getting a house of my own. I am very happy now," she said. Like Achhiya, 20 families will get houses at Murpara union.

"A total of 66,189 houses will be handed over to homeless and landless people on the occasion of the Mujib Borsho under the Ashrayan Project-2 in first phase. Prime Minister Sheikh Hasina will inaugurate the distribution of houses among landless and homeless families virtually at 10:30am on Saturday," Project Director of Ashrayan-2 Md Mahbub Hossain told a press briefing on Wednesday at Murapara.

8,278 homeless to get houses in Rangpur division today

Rangpur Correspondent: Some 8,278 homeless families are eagerly waiting to get new houses today as gifts from Prime Minister Sheikh Hasina in the Mujib Year under the first phase of Asrayan-2 Project in Rangpur division.

"The Prime Minister is likely to hand over ownership of 8,278 houses through a videoconferencing to 8,278 'ka' category homeless families tomorrow," Divisional Commissioner Md. Abdul Wahhab Bhuiyan told.

As pledged by Prime Minister Sheikh Hasina, the 8,278 homeless families will get new houses marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman so that none remained shelter-less within the Mujib Year.

Members of the selected 8,278 homeless families said they are eagerly waiting to get the colourful houses with corrugated iron sheets on roofs, two bedrooms, one kitchen, one hygienic sanitary latrine, one utility space and veranda.

Widow Ashrafon Nesa, 60, a housemaid of village Uttar Soyar Paschim Para in Taraganj upazila of Rangpur said, "I am happy to get a new house from Bangabandhu's daughter and Prime Minister Sheikh Hasina tomorrow."

"When I came to know that I have been selected to get a new brick-built house nearby Faridabad Asrayan-2 Project, I started feeling well even at this stage of my life," Nesa said.

Beggar Mai Begum, 65, of village Faridabad Khanbari in the same upazila, said she led a miserable life since her father and mother, who were also beggars, died decades ago.

"I slept hither and thither after begging all day," she said, adding that she is very happy now knowing the news of getting a house from Prime Minister Sheikh Hasina today.

Homeless Shudhir Chandra, 60, a farm-labourer of village Dakshin Damodarpur in the same union said he cannot work now in crop field after undergoing surgery for heart ailments five years ago.

"I led a wretched life with my wife Dipali Rani, 45, daughters Chamtola, 12, and Sumitra, 9. I will get a house from Prime Minister Sheikh Hasina tomorrow," he said.

Widow Zainab Begum, 60, of Goddimari union in Hatibandha upazila of Lalmonirhat, said she had to live in the houses of others with her two daughters amid miseries for many years.

"I forgot all my sufferings instantly after knowing that a house has been allotted for me from the Prime Minister's Asrayan-2 Project," she said, adding that she is waiting eagerly to get the house from Prime Minister Sheikh Hasina.

Similarly, Billal Hossain, 55, a homeless day-labourer of Yogi Para village in Panchagarh Sadar upazila, said he had to lead a miserable life in a makeshift thatched house with his wife and children. "I am waiting for getting a new house from Prime Minister Sheikh Hasina like many other homeless people," said a happy Hossain.

8 Pages Price: 3 Taka

your daily think tank

OURTIME

www.ourtimebd.com

Saturday ● 23 January 2021 ● Dhaka ● Editor : Nasima Khan Monty ● Editor-in-Charge : Tasmiah Nuhiya Ahmed

[1] Under the Asrayan-2 project, 6,189 families will have their own house, not a single poor person will be homeless

Taposhi Rabeya of DOT

[2] Under the Asrayan project, these 6,189 families have been given houses with land at a cost of 1168 crore 71 lacs taka. All those who are getting houses are landless, homeless, uprooted and helpless people.

[3] Two thousand 97 acres of government khas land is being used for the construction of these houses across the country. The house has been provided with potable water and electricity. Various programs have been taken in the vicinity for the employment of the residents of these houses.

[4] The project will provide housing to 9 lakh families in the next two years with the idea that the state will change if 1 million people get a roof over their heads, drinking water and electricity.

[5] These houses are being provided through three projects. Under the Asrayan-2 project, 24,536 houses have been constructed at a cost of Tk 419.70 crore.